নাবিক

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা – ৬

: প্রথম মুদ্রণ :

১৩৬১ বৈশাখ

মূল্য—তিন টাকা মাত্র

শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীঅনাদিনাথ কুমার কর্তৃক
উমাশঙ্কর প্রেস, ১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

ভূমিকা

নাবিক একাধারে উপন্যাস এবং নাবিক হবার উৎসাহ সূচক ইংগিত। জানিনা আমার ইংগিত গ্রহণ করা হবে কি না তবে এটা নিশ্চয় কথা পুস্তকের আগাগোড়া নাবিকদের কাছে সাগরের সংবাদই দেওয়া হয়েছে। এই সংবাদ কোনও পুস্তক হতে সংগ্রহ করা হয় নি নিজের অভিজ্ঞতা হতেই লিপিবদ্ধ করা গেল।

পৃথিবী ভ্রমণ করার সময় প্রশান্ত মহাসাগর তিন বার এপার ওপার করেছি। ভূমধ্য সাগর দিয়ে এক বার দেশে ফিরতে হয়েছে। ভারত মহাসাগর উত্তরে দক্ষিণে এবং পূর্ব পশ্চিমে একবার করে পাড়ি দিয়েছি। চীনা ভাষায় যাকে South Sea বলা হয় সেই সাগরে অনেক বার যাতায়াত করেছি। আরব সাগর এবং আমাদের বংগ উপসাগর কত বার যাতায়াত করেছি এখন গননা করে বলাও সম্ভব নয়। বাকি রয়ে গেছে উত্তর মহাসাগর ভ্রমণ করা। সেই সুযোগ আর হবে না কারণ আমার সেই বয়সও নাই স্বাস্থ্য ও নাই। দক্ষিণ মহাসাগর বলতে কিছু নাই আছে এন্টারটিক দ্বীপ যার আয়তন রূশ দেশ বাদে সমস্ত ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ার সমান।

নাবিক পুস্তকে অনেক বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে আমাদের ভাষায় বানান বিভ্রাট দেখা দেওয়াতে বিদেশী শব্দ লেখার সময় যুক্তাক্ষর বর্জন করেছি যদি এতে কারো না পোষায় তবে আমাদের পণ্ডিতাগ্রগন্য শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগে আলাপ আলোচনা করবেন। এতে ভুল লিখেছি কি শুদ্ধ লিখেছি তিনিই তার বিচার করবেন।

ইংরেজী ভাষায় এমন এক সময় আসবে যখন সেই ভাষা বল্‌লে অনেকেই বুঝতে পারবে না কিন্তু লেখ্য ভাষা অমর হয়ে থাকবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ইংরেজী শব্দের আমেরিকান্ উচ্চারণ দেখা দিয়েছে যেমন "এ্যাটম"। জানি না কে কি চান্। ইংরেজ গোলামী অতি কষ্টে অপসরণ হয়েছে এর পরে মুখ বিকৃত করে "এ্যাটম" উচ্চারণ করতে মোটেই ইচ্ছা হয় না সেজন্য atom কে এটম্ লিখেছি। বিদেশী শব্দ নিজ ভাষাতে গ্রহণ করতে হলে সারল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা অতীব দরকার। নাবিক নাবিকদের জন্যই লিখেছি। জাহাজ যখন টলতে থাকে (Tiltering) তখন মুখ ভেংচাতে ইচ্ছা হয় না, অতএব নাবিক পুস্তকের বিদেশী শব্দের উচ্চারণ ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণ যেন চোখ কান না বুজে গ্রহণ করেন, এটাই আমার সবিনয় নিবেদন—

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস।

উৎসর্গ

যিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ববীদ এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যার উপাধীর শেষ নাই সেই সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে "নাবিক" সমর্পন করা হ'ল। কাজটি ভাল কি মন্দ করা হ'ল, বলতে পারি না কারণ আমি হলাম এক জন অপণ্ডিত যাকে এক কথায় বলে "মূর্খ"। প্রবাদ আছে দেবতারা যেখানে যেতে ভয় পান মূর্খ সেখানে অনায়াসে যেতে পারে।

বৈশাখ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ — শ্রীরামনাথ বিশ্বাস।

১১এ, মোহন বাগান লেন,
কলিকাতা-৪

নাবিক

নাবিক জীবনের সুরু

আকাশ পরিষ্কার। জেঠিতে লোকজন নাই। মনে হচ্ছে দক্ষিণের প্রবল বাত্যা জাহাজটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে সাগরের জলে মিশিয়ে দিতে চাইছে। জাহাজের যাত্রীরা প্রায় সকলেই "কিনারায়" সরে চলে গেছে। নাবিকদের মধ্যেও সকলে জাহাজে ছিল না, মাত্র কয়েকজন ছিল। নূতন নাবিক ব্রিজে পাহারা দিচ্ছিল। ব্রিজের পাহারাতে যে কোন নাবিককে নিযুক্ত করা হয় না। অতি বিশ্বস্ত নাবিক হওয়া চাই। উপরন্তু এটা পোর্টসৈয়দ। এখানের চোর প্রসিদ্ধ। নানা উপায় অবলম্বন করে চোরেরা জাহাজে প্রবেশ করে এবং যাত্রীদের ভয়ানক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেজন্যই উত্তম পাহারা।

নরেনের পাহারা দেবার সময় শেষ হয়ে আসছিল। সারেং নিজে আসলেন এবং নরেনকে বললেন, "নরেন তুমি এখন যেতে পার, আমিই পাহারা দেব।"

নরেন বললে, "একি বলছেন সারেং সাহেব, আপনি ডিউটি দেবেন, তা কি ক'রে হতে পারে ?"

"যা বলছি তাই কর নরেন, তুমি বলছিলে কিনারায় যাবে, কিনারায় ঘুরে এস। মনে রেখো এটা আরব দেশ, যেখানে-সেখানে যেয়ো না। তুমি যে একজন জোতদারের পুত্র এখনও তা ভুলতে পার নি। সব সময়

মনে রাখবে, তুমি একজন নাবিক, সাগর তোমার কর্ম্মক্ষেত্র, কিনারা তোমার আরামের স্থান”—বলেই সারেং সাহেব নরেনকে নাবিক কায়দায় সেলাম করলেন।

কি দুঃখে সারেং সাহেব নরেনকে এতগুলি কথা বলেছিলেন নরেন বুঝতে পেরেছিল। কাষ্ট্ হিন্দুদের মধ্যে যত রকমের গোঁড়ামী থাকে নরেনের মধ্যে সবই ছিল। শ্বেতকায় দেখলেই মনে ক'রত লোকটা সাহেব অর্থাৎ ইংলিশ, অতএব একটু দূরে থাকা চাই, কি জানি যদি সাহেব রাগ করে। খেতে বসে একদিনও পেট ভরে খেতে পারত না। কারণ না বলাই ভাল। প্রথমে সমুদ্ররোগ লেগেই থাকত। পোর্ট-সৈয়দে পৌঁছে সমুদ্র রোগ কিছুটা উপশম হয়েছিল। খাদ্যের প্রতিও তত অভক্তি ছিল না।

সারেং সাহেবকে ডিউটি বুঝিয়ে দিয়ে নরেন স্নানাগারে গেল এবং ভাল করে স্নান করে উত্তম স্যুট-বুট লাগিয়ে জেঠিতে নামল। একটু দূরে কতকগুলি আরবীয় মজুর গুদামের ছায়াতে বসেছিল। নরেনকে দেখা মাত্র তারা ছুটে আসল। প্রথমত তারা মণি-চেঞ্জ করতে চাইল। ইজিপসিয়ান্ মণি নরেনের ছিল। যারা মণি-চেঞ্জার ছিল তারা দালালে রূপান্বিত হ'ল। এদের কথা নরেন শুনলে না। হন্ হন্ করে জেঠি হতে চলে গেল। জেঠি হতে বের হয়ে দেখতে পেল তাদেরই জাহাজের মেথর রামবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। রামবৃক্ষের সঙ্গে নরেন কথা বলতে ইচ্ছুক ছিল না। মেথরের সঙ্গে কথা বলাও যে ঘৃণার কথা! রামবৃক্ষ কিন্তু নরেনকে ফুরসৎ না দিয়ে কাছে আসল এবং বললে, “নমস্কার নরেন বাবু, কোন্‌দিকে যাচ্ছেন?”

কি জবাব দেবে নরেন ভেবে পাচ্ছিল না। রামবৃক্ষ নরেনের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে নরেনকে বললে, “আমি একজন মেথর, মেথরের

সংগে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, এই ত হ'ল মনের কথা। কিন্তু এটা ইণ্ডিয়া নয়, এটা আরব দেশ। এখানে জাত বিচার নেই।"

নরেন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাবে রামবৃজ?"

রামবৃজ বললে, "নরেন তোমাকে যখন আমি প্রথম সম্বোধন করি তখন আপনি শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। আমি মেথর সেজন্য আমাকে তুমি বলেছ; ভালই করেছ, এখন থেকে আমার মুখ হতে "আপনি" শব্দ অন্ততঃ তোমার জন্য বের হবে না, যখন ইণ্ডিয়াতে যাবে তখন তুমি যা হও তা হও গিয়ে, আমি তখন হব মেথর। তখন তুমি আমাকে "তুমি" বলবে আর আমি তোমাকে "জী হুজুর বলব"। হাঁ, আমি যাচ্ছি একজন আরব-মেথরের বাড়ীতে, সে আমারই মত মজুর। আমি তার বাড়ী না গিয়ে কি কোনও জাহাজী কাপ্তেনের বাড়ী যাব? আমার সঙ্গে যাবে ত চল।"

রামবৃজ নরেনের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে কয়েকখানা ট্যাক্‌সি রামবৃজের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। রামবৃজ দেখলে ভিড় হতে আরম্ভ হয়েছে। নরেনের উত্তরের অপেক্ষা না করে সে একখানা ট্যাক্‌সিতে উঠে বসার সময় নরেনের হাত ধরে ট্যাক্‌সিতে উঠিয়ে নিল। ট্যাক্‌সি একরাশ ধূলো উড়িয়ে চলতে সুরু করল।

নরেন ভাবছিল তার কাছে যে অর্থ আছে তার দ্বারা ট্যাক্‌সি-ভাড়া কোন মতেই হতে পারে না। রামবৃজ মেথর, তার কাছে বোধহয় দু' আনা পয়সাও নেই। ট্যাক্‌সির ভাড়া না দিতে পারলে মহা বিপদে পড়তে হবে। চিন্তিত মনে নরেন রামবৃজকে জিজ্ঞাসা করলে, "ট্যাক্‌সির ভাড়া কত রামবৃজ?"

"ট্যাক্‌সির কত ভাড়া তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না নরেন। ট্যাক্‌সির ভাড়া দুইটি ইজিপ্‌সিয়ান্ পাউণ্ড, তোমার কাছে তা

নেই, আমি ভাল করেই জানি এখন আমি মেথর নই, একজন নাবিক।"

সামনেই বৃটিশ টাউন। বৃটিশ টাউনের সবগুলি রাস্তায় পীচ দেওয়া—তবুও বাতাস অন্য যায়গা হতে ধূলো এনে পথের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। যে সকল ফুলগাছ সকালবেলা বাগিচাওয়ালা পাইপের সাহায্যে ধুইয়ে দিয়েছিল, সেই ফুলগাছের পাতার উপর বালি জমে গিয়েছে। মনে হ'ল যেন ফুলগাছে কেহই মাসাবধি জল দেয় নি। ফুলগাছের একপাশে কতকগুলি বৃটিশ ছেলে-মেয়ে খেলা করছিল। বালির ঢিবি তৈরী ক'রে তাতে কিক্ করছিল। ধূলো ছিট্‌কে তাদের নাকে মুখে পড়ছিল। নরেন মনোযোগ দিয়ে এই নূতন দৃশ্য উপভোগ করছিল।

দেখতে দেখতে ট্যাক্সি বৃটিশ সহর ছেড়ে আরব সহরে প্রবেশ ক'রল। পথে পীচ দেওয়া ছিল না। দমকা বাতাসে ধূলো উড়িয়ে মোটর-গাড়ির ভেতরে ফেলে দিচ্ছে দেখে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে মোটরের কাঁচের দরজাগুলি ভাল করে বন্ধ করে পুনরায় গাড়ি চালাতে আরম্ভ ক'রল। কয়েকটা মোরগ মোটর দেখে চিৎকার করে পালাল। পথের পাশে এত গরমেও অনেকগুলি শিশু খেলা করছিল। তারাও মোটর দেখে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিল। শিশুরা যে সব ঘরে প্রবেশ করছিল সেই ঘরগুলির দরজার অন্তরালে পর্দা টাংগানো ছিল। বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া পর্দার মধ্যে লক্ষ্য করছিল আরব-বাসীদের অন্তঃপুরের অবস্থা। ঠিক ভারতীয় প্রথায় ঘর সজ্জিত, প্রভেদ শুধু ভাষার। ভারতের ঘরে ঘরে যেমন দারিদ্র্যতার বিভীষিকা দেখা যায়, আরবের ঘরগুলিও তদ্রূপ। তবুও নরেন নিজের ঘরের প্রাচুর্য্যের কথাই মনে ক'রছিল। কিন্তু তার মনে একটি মাত্র ধাঁধাঁ লাগছিল—আরব-শিশুরা চিৎকার না করে চুপচাপ ঘরে বসেছিল বলে।

গাড়ি বাজারের ভিতর দিয়ে চ'ল্‌ল। দু'দিকে বড় বড় দোকান দেখার ইচ্ছা নরেনের ছিল কিন্তু সেরূপ কিছুই দেখতে পেল না। নরেন ভাবছিল, যে আরব জাতি একদা অর্দ্ধ এশিয়া জয় করেছিল তাদেরই পোর্টসৈয়দ বন্দরে আরব-অধ্যুষিত এলাকায় নিশ্চয়ই বড় বড় বাড়ী দেখতে পাবে। অন্তত বড় বড় মস্‌জিদ দেখার সৌভাগ্যও হবে, কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই। যেন পশ্চিমের একটা পাড়া-গাঁয়ে পৌঁছেছে, যেখানে রয়েছে নিরক্ষরতা, মৃত্যু-বিভীষিকা, আর মানুষের মধ্যে রুচি-হীনতার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

গাড়ি থামল। রামবৃক্ষ নরেনের হাত ধরে গাড়ি হতে নামল এবং নামবার পর দুটি ইজিপসিয়ান্ পাউণ্ড ড্রাইভারের হাতে দেবার পর ড্রাইভার "ইয়া শ্লামত" বলে বিদায় নিল। রামবৃক্ষও "শ্লামত" বলতে ভুল্‌ল না। নরেন কিছুই না বলে রামবৃক্ষের অনুগমন করল।

রামবৃক্ষ হাটতে আরম্ভ করল এবং নরেনকে বল্‌ল, "এখন হাঁটতে হবে নরেন। আমার বন্ধুর ঘর পর্য্যন্ত মোটর-গাড়ি যেতে সক্ষম হবে না। পথ বড়ই সরু। অতি গরমের জন্য আরবীয়রা গলি-পথই পছন্দ করে। ঐ দেখ পথের উপর খেজুর পাতার চাঁদোয়া—যাতে রোদে পথিককে আধমরা না করতে পারে সেইজন্যই এই সুব্যবস্থা।"

নরেন একটি কথাও না বলে পথ চলছিল। সে দেখছিল এত ঘন বসতির মধ্যেও গলি-পথগুলি পরিষ্কার, একটুও উনুনের ছাই অথবা জঞ্জাল কোথাও নেই। অথচ কলিকাতার চৌরঙ্গী'র মত রাস্তাতেও উনুনের ছাই, জঞ্জাল, থুথু, পানের পিচ্ সর্ব্বত্র দেখা যায়।

মিনিট দশেক চলার পর রামবৃক্ষ একটি দরজার নিকট এসে কড়া নাড়ল। কি করে কড়া নাড়তে হয় নরেন এই প্রথম দেখল। অতি দুই করে কড়া নাড়া দেওয়া মাত্র একটি যুবক দরজা খুলে দিল।

যুবকের বয়স এবং নরেনের বয়স প্রায় সমান। যুবকের মুখে সরল কোমলতার অস্পষ্ট ছাপ উপলব্ধি করা যায়। দরজা খুলেই যুবক বললে, "শ্লামত", রামবৃজও "শ্লামত" বলল এবং আরবীতে যুবককে জিজ্ঞাসা করল তার বাবা ঘরে আছেন কি না?

যুবক বল্‌লে তার বাবা ঘরেই আছেন এবং সামনের ঘরে বসতে বললেন। নরেন ভেবেছিল এটাও একটা মেথরের বাড়ীই হবে কিন্তু আঙ্গিনাতে পৌছেই বুঝতে পারল এটা কোনমতেই মেথরের বাড়ী হতে পারে না।

নরেন লক্ষ্য করল, আঙ্গিনায় প্রবেশ করা মাত্র আরবীয় যুবক দরজা বন্ধ করে দিয়ে খিল লাগিয়ে দিল এবং তাদের সঙ্গে নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। যুবক আগে যাচ্ছিল না, সেখান থেকে কোন্‌দিকে যেতে হবে বলে দিচ্ছিল। এটা যেন তার কর্ত্তব্য। নরেন ভেবে পাচ্ছিল না আরবীয় মেথরের মধ্যে এমন সুন্দর ব্যবহার কোথা থেকে এল? নরেনের মনে চিন্তার স্রোত বয়ে চলছিল। সে চারিদিকে যা দেখছিল সবই নূতন। নূতনের অপরূপ দৃশ্য দেখে কখনও সে অবাক হচ্ছিল, কখনও বা চিন্তা করে নূতনের ভাল-মন্দ নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

বাড়িটা একতলা। অনুমান করল অন্তত ছয় কি সাতখানা রুম তাতে নিশ্চয়ই আছে। নরেন এবং রামবৃজকে নিয়ে আরবীয় যুবক যে রুমটার সামনে গিয়েছিল তার দরজাতে পদ্মফুলের ছাপ দেওয়া। পদ্মফুল আরবদের অতি প্রিয়। সেজন্য পদ্মের কলি, ফুটন্ত পদ্ম, কাঠের উপর সর্ব্বত্র খোদাই করা। মেঝেতে কার্পেট পাতা। নরেন এবং রামবৃজ জুতা খুলে ঘরে প্রবেশ করল। প্রথম কার্পেটটা একটু পাতলা এবং অনেকগুলি উটের চিত্র অঙ্কিত। যে কার্পেটে উভয়ে বসেছিল সেই

কার্পেটের ঠিক মধ্যস্থলে একটি ফুটন্ত পদ্মের চিত্র অতিশয় যত্নের সহিত বোনা হয়েছিল। এরূপ সুনিপুণ বয়ন কাজ করতে অনেক সময়ের দরকার হয় তাও নরেন বুঝতে পারল। আসল কথা হ'ল এটা কি সত্যিই মেথরের বাড়ী? আরবীয় মেথর কি এতই উন্নত এবং বিত্তশালী? যে যুবক রুম দেখিয়ে দিলে তাকে দেখে ত মেথর মনে হয় না। নরেন অনবরত ভারতীয় মেথরের সংগে আরবীয় মেথরের তুলনা করছিল এবং চিন্তাস্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। সে ভেসে যাচ্ছিল প্রবলবেগে। কোথাও বাধা-বিঘ্ন পাচ্ছিল না, শুধু চলে যাচ্ছিল। সে দেখল ঘরটার দেওয়াল। দেওয়ালে একটিও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিল না যা দেখে চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন হয়। রামবৃক্ষও কি ভাবছিল, সেও চুপ করেই বসেছিল। এইটাই বোধ হয় আরবীয়দের বিশেষত্ব।

কতক্ষণ পর একজন প্রৌঢ় লোক ঘরে প্রবেশ করলেন। লোকটির দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। শরীরে সাদা লংক্লথের একটা লম্বা কামিজ, পরণে পাজামা, মাথায় কিছুই ছিল না। প্রৌঢ় ভদ্রলোক সর্ব্বপ্রথমেই রামবৃক্ষের দিকে ডানহাত করমর্দনার্থে বাড়িয়ে দিলেন। রামবৃক্ষ করমর্দন করে নরেনকে পরিচয় করিয়ে দিল "আরবীয় মেথরের" সঙ্গে। "আরবীয় মেথর" নরেনের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং উভয়কে বসতে বললেন। ঠিক সে সময় পূর্ব-বর্ণিত যুবক ট্রে-তে করে একপট গরম কাফি, একগ্লাস দুধ এবং একটি চারিকোণ বিশিষ্ট কাঁচের পাত্রে ইন্দোনেশিয়ার ধবধবে চিনি নিয়ে আসল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক তিনটি ছোট কাপে কাফি ঢেলে তাতে দুধ-চিনি মিশিয়ে রামবৃক্ষের হাতে একটি কাপ, অন্য আর একটি কাপ নরেনের হাতে তুলে দিয়ে পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় বললেন, "নিজেদের সাহায্য করুন বন্ধুগণ" এবং নিজেও এক পেয়ালা কাফি খেতে আরম্ভ করলেন।

তারপরই প্রৌঢ় ভদ্রলোক রামবৃজকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "কেমন আছ রামবৃজ ?"

রামবৃজ বল্লে, "বেশ ভাল আছি ফাতেমী। তোমরা কেমন আছ ?

"শরীর ভাল নয়, সাগরে যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু যাওয়া হ'ল না। ইচ্ছা আছে মাস খানেকের মধ্যে আলেকজেন্দ্রিয়া হতে জাহাজ ধরব। আমার পুত্রের বড়ই ইচ্ছা সে পীরামিড্ দেখবে। ইতিহাস পড়ছে, সেজন্যই পীরামিড্ দেখার এত ইচ্ছা। দুঃখের সহিত বলছি, আমার পুত্র একদিনও মক্কা যাবার প্রস্তাব করেনি ফাতেমী।"

"করবে মিঃ ফাতেমী, আরও পড়ুক, সবে ত পীরামিড দেখতে চাইছে তারপর নিশ্চয়ই কাবা মসজিদের কালো পাথর না দেখলে তার ঘুম হবে না। তোমার ছেলে কি এখনও ইংরেজী পড়তে আরম্ভ করে নি ?"

"আরম্ভ করেছে এবং ইংরেজীতে কথা বলতে পারে। আমার ইচ্ছা তাকে ইংলিশ স্থানে (ইংলণ্ডে) রেখে আসি।"

"তাই কর মিঃ ফাতেমী, সেখানে থাকলে অনেক কিছু শিখতে পারবে কিন্তু দোহাই তোমার, কোনও বিদ্যালয়ে ভর্তি করো না। যদি কোনও বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দাও তবে ডিগ্রী পেয়ে এমনি ফেঁপে যাবে যে ভবিষ্যতে দেশের কথা, দশের কথা ভুলে গিয়ে নিজের সন্তুষ্টির কথাই চিন্তা করবে।"

ফাতেমী ভারতীয় রাজনীতি জানবার জন্য সব সময় উৎসাহী ছিলেন। ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে কথা উঠল। ফাতেমী জিজ্ঞাসা করলেন, "জিন্নার মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে কি মিঃ রামবৃজ ?"

"মোটেই নয়। কি করে হবে বল ? বর্ণ হিন্দুদের ছুত-মার্গ সহ্য করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। বর্ণ-হিন্দুদের সেরূপ উচ্চ চিন্তা নাই অথবা পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নয় যাতে অন্যান্য শ্রেণীর লোককে সন্তুষ্ট

করতে পারে। বৃটিশ সরকার বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে যাতে আরও গোঁড়ামী বৃদ্ধি পায় তারই চেষ্টায় আছে। অতএব ভারত আর ভারত থাকতে পারবে না খণ্ডিত হবেই। আপাতত খণ্ডিত ভারত দেখতে বড়ই কুৎসিত দেখাবে কিন্তু খণ্ডিত ভারত জোড়া লাগবে তখন যখন মানুষের চৈতন্য হবে।—মন্দ হতেই ভালোর উৎপত্তি।"

ফাতেমী বল্লেন, 'তবে লীগ কংগ্রেস সম্মিলিত হবার আর সম্ভাবনা নেই?"

"একেবারেই না মিঃ ফাতেমী, তোমাদের দেশের বংশজরা যেমন করে আরব দেশটা ভাগাভাগি করেছে এবং এদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সম্মিলিত আরব দেশ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, ভারতের অবস্থা সেরূপ নয়, আরও জটিল এবং ঘোরালো।

ফাতেমী বল্লেন, "সবই বুঝলাম মিঃ রামবৃক্ষ, অনেক অঘটন ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। এবার কোন্ জাহাজে আসছ?"

"টান্‌মা" জাহাজ নিয়ে যাচ্ছি। যদিও জাহাজ বেশ বড় কিন্তু বি, আই জাহাজে কাজ করে কোনো লাভ হয় না। যাত্রীদের মধ্যে প্রায়ই ইণ্ডিয়ান, ষ্টারলিং ওদের পকেটে মোটেই থাকে না। উপরন্তু চাঁদার খাতায় যে অঙ্ক বসিয়ে দেয় তা দেখলেও হাসি পায়। তবুও কাপ্তেন টমাস-এর সঙ্গে আছি বলে অন্যদিক দিয়ে উপায় করার কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। এবার লণ্ডনে যেয়ে কাপ্তেন টমাসের কোনও চার্টার করা জাহাজে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে—কাপ্তেন টমাস তাই বলেছেন।"

"তাই যদি হয় তবে মনে রেখো তোমাদের জীবনের গতি বদ্‌লে যাবে। তুমি পোর্ট-সৈয়দে বসবাস করার মত জমি-বাড়ি কিনতে সক্ষম হবে। কাপ্তেন টমাস আমাকেও একবার বলেছিলেন, তিনি

কোনও গুপ্তধনের সন্ধানে যাবেন। বোধহয় এ-যাত্রা তিনি তাই করবেন। তারপরই ফাতেমী বললেন, "আমাকে ভুললে চলবে না। মিঃ রামবৃজ! আমিও যেন তোমাদের সাথী হতে পারি।"

রামবৃজ বল্‌লে, "আমার ত মনে হয় কাপ্তেন টমাস তোমাকে কোন মতেই ভুলতে পারবেন না; তিনিই জানাবেন। তবুও বলছি আমিও বলতে ভুলব না, তোমাকে আমাদের সঙ্গে চাই।

কথায় কথায় প্রায় একঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছিল। কাফির পট নিঃশেষ হয়েছিল। ঠিক সেই সময় এক যুবতী পুনরায় কাফি নিয়ে এল। যুবতীর কোমর হতে পা পর্য্যন্ত ঘাগরা যার অপর নাম "ছায়া" বলা যেতে পারে। শরীরে একটি ব্লাউজ মাত্র। যুবতীর চুলে খোঁপা ছিল না কারণ সে অবিবাহিতা। আরব দেশের কন্যারা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চুলে খোপা বাঁধে না। যুবতীর চুলগুলি একটি কালো অজগর সর্পের মত পায়ের দিকে ঝুলে পড়েছিল। নরেন এত লম্বা চুল আজ পর্য্যন্ত কোনো যুবতীর মাথায় দেখেনি। উপরন্তু যুবতীর নাকে অথবা কানে এমন কি হাতেও কোন অলঙ্কার ছিল না। মাত্র একটি আংটি যুবতীর বাঁ হাতের তর্জনীতে ছিল। উজ্জ্বল দিবালোককে হার মানিয়ে আংটি হতে আলো বিস্তার ক'রছিল। কাফি দেবার সময় আংটীর আলো কাফিতে পড়ে কাফির রং পরিবর্ত্তন করে দিচ্ছিল। নরেন লজ্জা-সরম পরিত্যাগ ক'রে যুবতীর আংটীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

দ্বিতীয়বার কাফি খাওয়া হয়ে গেলে রামবৃজ তার পকেট থেকে একটা ছোট কৌটা বের করল এবং ফাতেমীর হাতে দিয়ে বল্‌লে, "এটা আপনার কন্যার জন্য এনেছি, দয়া করে তাকে দিয়ে দিন।"

ফাতেমী কৌটো খুলে দেখলেন ভেতরে একটি শঙ্খের আংটি রয়েছে। শঙ্খের আংটির ঠিক মধ্যস্থলে এক টুকরা পান্না বসানো। পান্নার

নীলাভ আলোতে শঙ্খের শ্বেতবর্ণ মলিন হয়ে নূতন রংএর সৃষ্টি করছিল। ফাতেমী তার কন্যার ডান হাতের তর্জনীতে আংটি পরিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "বেশ মানাচ্ছে!"

নরেন আবার যুবতীর সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল! সে যুবতীর সৌন্দর্য্য আরও দেখতে চাইছিল কিন্তু ইতিমধ্যে যুবতী চলে যাওয়াতে সে দুঃখিত হয়েছিল।

এর পরে রামবৃজ এবং ফাতেমী আরবী ভাষাতে যে কথা বলছিলেন নরেন কিছুই বুঝতে পারে নি। আরবী এবং ইংলিশ ভাষা চট্টগ্রাম জেলাতে যারা লিখতে এবং বলতে পারেন তাঁদের সকলেই ভয় এবং শ্রদ্ধা করে। আরবী বলতে পারেন মৌলবী, মুসলিম সমাজ তাকে শ্রদ্ধা করে। ইংলিশ বলতে পারেন বি-এ পাশ করা কেরাণী, তাঁকে সকলে ভয় করে। রামবৃজ মেথর হয়ে এই দুটি ভাষা আয়ত্ব করছে দেখে নরেন অবাক না হয়ে যায় কোথায়?

কতক্ষণ পর ফাতেমীর ছেলে সংবাদ দিলে ট্যাক্‌সি এসেছে। রামবৃজ নরেনের হাত ধরে উঠিয়ে বললে, "এবার চল নরেন, ট্যাক্‌সি এসেছে।"

নরেন উঠল, ফাতেমীর সঙ্গে করমর্দন করল এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার ইচ্ছা ছিল আরবীয় "মেথরের" ঘরে আরও কতক্ষণ বসে কিন্তু রামবৃজ তাতে বাদ সাধল দেখে তার বেশ রাগ হ'ল, কিন্তু রাগ মেটাবে কার উপর? রামবৃজ ত এখনও জাহাজে পৌছায় নি। জাহাজে গেলেও তার কি করতে পারে?

যে-পথ ধরে রামবৃজ এবং নরেন ফাতেমীর ঘরে গিয়েছিল সেই পথ ধরে ফিরে এসে পুনরায় ট্যাক্‌সিতে বসল। ট্যাক্‌সি চলার পর রামবৃজ বল্‌লে, "দেখলে ত নরেন, একজন আরব-নাবিক কত শিক্ষিত এবং ভদ্র। আমি যখন তোমাকে প্রথম বলছিলাম একজন মেথরের

বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তখন তুমি মনে করেছিলে কোনও মেথর-পাড়ায় যাচ্ছ, কিন্তু মনে রেখো জাতিভেদ শুধু ভারতেই প্রচলিত, পৃথিবীর আর কোথাও ভারতের প্রচলিত ঘৃণিত জাতিভেদ দেখতে পাবে না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতি কাজের মর্য্যাদা দেয় শুধু দেয় না ভারত—যেখানে ফকিরের দল এক যায়গায় বসে পেট ভরে খেতে পায়, পা বের করে দিয়ে প্রণামী সংগ্রহ করে। যাক্‌গে এসব কথা, এখন আমরা জেঠির কাছে এসে পড়েছি। গাড়ি হতে নেমে যেখানে ইচ্ছা যেতে পার কিন্তু দয়া করে কারও কাছে বলবে না, তুমি আমার সঙ্গে গিয়েছিলে। এর ফল কোনও মতে ভাল হবে না। মুসলমানেরাও আমাদের ঘৃণা করে। যে-সকল ভারতীয় মুসলমান পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়ায় তারা কি জাহাজে আরবীয় মেথর দেখে নি? নিশ্চয়ই দেখেছে, তা হলে কি হবে! স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কখনও নিজের অভিজ্ঞতা বলতে সাহস করে না। সেটা তাদের দোষ নয়, দোষ সমাজের। সমাজ ভেঙ্গে গড়তে পারে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আমরা সে ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হই নি। যখন আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে আসবে, তখন প্রত্যেকটি নর-নারী কাজ করতে বাধ্য হবে। মেথর তখন মেথর থাকবে না সেও কাতেমীর মত কার্পেট বিছানো ঘরেতেই বাস করবে।"

নরেন ট্যাক্‌সি হতে নেমে জাহাজের দিকে রওনা হবার সময় ভাবলে, মি: কাতেমী নিশ্চয়ই মেথর নন, রামবুজ হয়ত তাকে ভুল বুঝিয়েছে এবং নিজের আত্মপরিচয় গোপন করেছে। নরেনের সন্দেহ ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। জেঠি পেরিয়ে সে যখন জাহাজে উঠবে তখন কয়েকজন নাবিক তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখে এসেছ নরেন?" নরেন তখন রামবুজের কথাই ভাবছিল। প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না দেখে একজন নাবিক বল্‌ল, "ঘাব্‌ড়ে গেছ? এটা যে আরবদেশ তা বোধ হয় বুঝতেই

পারো নি? যাও, তোমার কেবিনে একটু বিশ্রাম কর তারপর প্রকৃতিস্থ হবে।"

নরেনের মনে তখন প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। যে সকল নাবিক নরেনকে উপহাস করছিল তারা সকলেই নরেন অথবা তার আত্মীয়ের প্রজা। নরেনদের নিজস্ব কুড়ি বিঘা জমি, উপরন্তু পাঁচঘর মুসলমান প্রজাও ছিল। যদিও জমির ধান এবং প্রজার কাছ থেকে পাওয়া খাজনা হতে সংসার চ'লত না, অনেক সময় ধার করে সংসার চালাতে হ'ত, তবুও ঐ যে মধ্যবিত্ত অথবা নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রকৃতি নরেনের মন হ'তে লোপ পায় নি। তখন পৃথিবী দেখার প্রবৃত্তি জেগেছিল এক প্রসিদ্ধ ভূপর্যাটকের কাহিনী পড়ে, তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছিল। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলছিল, ভ্রমণ কাহিনী পড়া অন্যায় হয়েছিল। যদি সে ভ্রমণ-কাহিনী না প'ড়ত তবে স্বদেশেই একটা চাকার যোগাড় করতে পারত। বাবু হয়ে মাসের শেষে মাইনে গুণতে পারত। তাব জীবনে সে মস্ত ভুল করেছে।

জাহাজের উপরের জেঠিতে দাঁড়িয়ে নরেন ভাবছিল। সামনেই দেখল অনেকগুলি জাহাজ নোঙ্গর করে আছে। শ্বেতকায় নাবিকেরা খালি পায়ে কাজ করছে। অনেকক্ষণ পরে তার মনে হ'ল, শ্বেতকায় নাবিকদের মধ্যেও মেথর আছে; তাদের সামাজিক অবস্থা জানা দরকার তবেই বুঝতে পারা যাবে রামবৃজ শ্রেণীর লোকের স্থান কোথায়?

ইচ্ছা ক'রলেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। নরেনেরও সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। সে জানতে পারল না ইউরোপীয় মেথর শ্রেণীর সামাজিক স্থান কোথায়। এর পরের দিন সূর্য্যাস্ত হবার পর নরেন পূর্বদিকে তাকিয়ে-ছিল। সে স্বদেশের এমন কি স্ব-গ্রামের চিত্র ছায়াচিত্রের মত দেখছিল; ঠিক সে-সময় রামবৃজ পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "নরেন আমার সঙ্গে দেখা করবে, একটু দরকার আছে।"

নরেনের মনে অলীক অহমিকার ধ্বনি বেজে উঠেছিল তবুও বললে, "কি দরকার ?"

—একলা দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

—একটু পরেই ডিউটি দিতে হবে।

—বেশ ভাল, আজ পর্য্যন্ত কোনও বাঙ্গালী হিন্দু নিজের পরিচয়ে খালাসীর কাজ পায় নি। তুমি সারেং সাহেবকে বুঝিয়ে দেবে, হিন্দু বাঙ্গালীরা যেমন কলম চালাতে পারে তেমনি বড় বড় জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগে উঠে বাতিও চড়াতে পারে।

—তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?

—কাপ্তেনের লে্ট্রিণ পরিষ্কার করতে। চল সেদিকে যাবে ?

কোনও আপত্তি না করে নরেন সেদিকে চল্ল। ব্রিজের কাছে তখনও সারেং সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। নরেনকে দেখে জিজ্ঞাসা ক'র্লেন, "নরেন খেয়েছ ?"

—খেয়েছি, সারেং সাহেব। কোনও কাজ আছে কি ?

—হাঁ আছে, তুমি ডিউটিতে চলে এস, নামাজ ক'রতে যাব।

—নামাজ করে ফিরে আসবেন না সারেং সাহেব, একটানা ডিউটি ক'রে যাব।

সারেং সাহেব কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বল্লেন, "আচ্ছা তাই কর।"

কতক্ষণ পর কাপ্তেন সাহেব এবং রামবৃজ কেবিন হতে বেরিয়ে এলেন। রামবৃজের হাতে একটা চামড়ার হ্যাণ্ড্ ব্যাগ্ (Hand bag) ছিল। রামবৃজ এবং কাপ্তেন সাহেব ফিস্ ফিস্ করে কি বলছিলেন। নরেনের সন্দেহ হল। কিছুই বলতে সাহস করল না। সন্দেহ তাকে পেয়ে বসল কিন্তু কি করতে পারে সে ?

এর পরেই কয়েকজন ইউরোপীয়ান উপরে উঠলেন। তাঁদের কাছে প্রবেশ পত্র ছিল না। এঁদের আটকিয়ে নরেন ইংরাজীতে বললে, "এড্মিট্ কার্ড না হলে প্রবেশ করতে দেব না।" এদের মধ্যে যাঁরা যাত্রী ছিলেন তাঁরা নিজেদের টিকিট দেখাবামাত্র নরেন সেলাম করে ছেড়ে দিল, বাকি দুজনাকে আটকিয়ে রাখল। ইউরোপীয়ানরা জানত ভারতীয় নাবিক লিখতে অথবা পড়তে জানেনা সেজন্য তারা নিজের নামের কার্ড নরেনের হাতে দিলে। নরেন তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। এরা চলে গেলে নামের কার্ড পড়তে আরম্ভ করলে। একখানাতে লেখা ছিল "ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হল্ কোম্পানী," অন্য ছিল একজন "স্টোর কিপারের।" উভয় কার্ড পকেটস্থ করে নরেন দাঁড়িয়ে থাকল। দুই ঘণ্টা পর যখন সারেং এলেন তখন সে নিজের কেবিনে চলে গেল। দুখানা নামের কার্ড দেখাল না। সে জানত নামের কার্ড দেখিয়ে কোন লাভ হবে না, সারেং সাহেব ইংলিশ জানেন না।

রাত তিনটার সময় নরেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাড়ে তিনটায় ডিউটি। ঘুম থেকে উঠেই দেখল রামবৃক্ষ সিগারেট খাচ্ছে। সিগারেটের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। নরেন রামবৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করল, "এখান থেকে জাহাজ কবে ছাড়বে?"

রামবৃক্ষ নরেনকে ধমক দিয়ে বললে, "তুমি দেখছি হাঁপিয়ে উঠেছ, এমন করলে ত চলবে না। এই পোর্ট-সৈয়দ সহর যদিও বড় নয় তবুও এই সহরে এমন অনেক কিছু আছে যা দেখবার জন্য বিদেশী বিশেষ করে ইউরোপীয়ানরা সময় কাটাতে প্রস্তুত। তুমিও ইচ্ছা করলে অনেক কিছু শিখতে পার। এখানে দেবালয় নেই, জাতিভেদ নেই, এদের আচার ব্যবহার দেখলে এবং জানলে তোমারও মনের অনেক পরিবর্তন হবে। পাশেই রয়েছে সুয়েজ খাল, সেখানকার কত

অদ্ভুত গল্প কাফি হাউসে শুনা যায়; তুমি ত কাফি হাউসে এক দিনও গেলে না, যদি যেতে তবে কত কি দেখতে পেতে। আমার সঙ্গে যাবে কি?"

—কখন?

—রাত আটটার সময়।

—আচ্ছা আজই যাব।

—ঠিক থাকে যেন নরেন, অন্ততঃ দু'ঘণ্টা সময় লাগবে।

—ঠিক আছে, সারেং সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নেব।

পরের দিন নরেন ছুটি নিয়ে রামবৃজের সঙ্গে সহরে গেল। নানা রকমের আলোতে সহর সুসজ্জিত। পথের দুপাশে নানা রকমের খাবার বিক্রেতা খাবার বিক্রি করছিল। দিনের বেলা যে সহরকে ম্রিয়মান দেখেছিল সেই সহর রাত্রে জেগে উঠেছিল। তবুও হাই হুল্লোর অথবা বিশৃঙ্খলা ছিল না। কাফে ঘর সাধারণতঃ একটু গলির মধ্যে অবস্থিত।

নরেন এবং রামবৃজ একটি গলিতে প্রবেশ করল এবং কয়েকখানা কাফি হাউস পেরিয়ে একটি বেশ নূতন ধরণের কাফি হাউসে প্রবেশ করল। স্বদেশী বিদেশী সকল রকম লোকই সেখানে উপস্থিত ছিল। এক জন ফরাসী ভদ্রলোক নূতন ধরণের কাফি হাউস খুলেছিলেন। তাঁহার জাত-পরিচয় যদিও ফরাসী, তবুও আসলে তিনি ইহুদী। সকল সময় ইহুদীরা নিজেদের পরিচয় দিতে চায় না, কিন্তু তাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ আচরণ দেখা যায় যাতে তাদের পার্থক্য আপনি ফুটে ওঠে। ফরাসীরা "লার্ড" নামক পদার্থ বেশি ব্যবহার করে, ইহুদীরা তা স্পর্শও করে না।

দুই রকমের কাফি দেওয়া হচ্ছিল। একটি ফরাসী-কাফি অপরটি অরাব-কাফি। ফরাসী কাফিতে দুধ এবং চিনির সন্নিবেশ ছিল,

আর কাফিতে শুধু কাফির তিক্ত রস। আরবের লোকেরা কাফির তিক্ত রস বেশি পছন্দ করে। তাতে রাত্রে ঘুম হয় না, শরীর কর্মঠ থাকে; দিনে ইংলিশ অথবা রুশদের অতি গরমেও ঘুম হয়। এই কাফেতে চা পাওয়া যেত না সেজন্য ভুলেও এখানে আসত না। নরেন প্রথমে এক পেয়ালা ফরাসী কাফি খেল। বেশ ভাল লাগল। নাকেমুখে ঘুমের যে আভাস ছিল, নিমিষে তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল চলা ফেরা করতে। অবশেষে রামব্রজকে বলেই ফেল্লে যে সে একটু চলা ফেরা করতে চায়। রামব্রজ একটু হাসল এবং নরেনকে বলল, "এতেই উথলা হয়েছ নরেন অন্য কিছু খেলে কি জানি কি করে বসবে। বাইবেলে একটি উপদেশ আছে, 'যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।' তুমি সহ্য কর আনন্দ পাবে"

নরেন বাইবেল ভাল জানত। বাইবেলের উদ্ধৃত বাক্য শোনার পর তার হুঁস্ হল এবং রামব্রজের প্রতি তার যে জাতক্রোধ ছিল তা একেবারে লোপ হল, কিন্তু তার রাগ পড়ল গিয়ে সমাজের উপর। সে চোখের সাম্‌নে দেখতে পেল কতকগুলি দুর্দান্ত লোক সমাজের বুকের উপর বসে স্বেচ্ছাচারিতার কুঠার হানছে এবং সমাজের লোক হু, হা, না, করে সেই ক্ষতের অসীম যন্ত্রনা সহ্য করছে। সে ভুলে গিয়েছিল পোর্ট সৈয়দের কথা, সে ভাবছিল সেই পাহাড়তলীর টিকীধারী অশিক্ষিত পণ্ডিতদের তাণ্ডব নৃত্য। বিহ্বল হয়ে সে নিজের দেশের এবং নিজের সমাজের কথাই ভাবছিল।

রামব্রজের কয়েকজন পরিচিত বন্ধু রামব্রজ এবং নরেন যে টেবিলের পাশে বসেছিল তারাও সেই টেবিলের পাশেই ব'স্‌লেন। আরব, তুরস্ক এবং গ্রীসের বন্ধুরা আরম্ভ করলেন রাজনীতি। রামব্রজ কথার স্রোত পরিবর্তন করে সামাজিক বিষয় নিয়ে সমালোচনা আরম্ভ করলে।

একজন তুর্কী ব'ল্লেন, "আপনারা নিজেদের সভ্য বলেন ; আমরাও শুনেছি ভারতবাসী অতি পুরাতন জাতি কিন্তু একবার বম্বে গিয়ে যা দেখেছিলাম তাতে ধারণা জন্মেছে ভারতবাসী মোটেই সভ্য নয়, একেবারে অসভ্য বর্বর।"

কথা হচ্ছিল ইংরেজীতে। নরেনের বুকে আঘাত লাগল। সে বলে ফেললে, "কি করে বুঝলেন আমরা অসভ্য, আমরা বর্বর ?"

"হাঁ সে-কথাই বল্‌ছি। একদিন সকাল বেলা দেখলাম একদল লোক মানুষের মলমূত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা নাকি মেথর এবং অস্পৃশ্য। পূর্বে এরা বিনা মাইনেতে এসব কাজ করতে বাধ্য হ'ত। বর্তমানে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে সামান্য মাসিক বেতন পায়। পৃথিবীর কোথাও এরূপ নির্মমতা দেখা যায় না ; এর চেয়ে এদের হত্যা করে ফেলা ভাল, মিঃ যুবক। এটা পোর্ট সৈয়দ, এখানে মেথর নেই। সহর গড়ে উঠবার সংগে মাটির নীচ দিয়ে মলমূত্র যাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তবে ত টাউন গড়ে উঠেছে। বৃটিশ আমাদের সেনিটেশন্ শেখায়নি আমাদের পূর্বপুরুষ সেনিটেশন্ শিখিয়েছেন। এডেন্ বন্দরে বৃটিশ ভারতীয় মেথর নিয়ে এসেছিল কিন্তু আরব সমাজ কোনও মতেই এরূপ নির্দয় ব্যবহার সহ্য করতে না পেরে বৃটিশের সংগে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়। উপায়ান্তর না দেখে বৃটিশ ভারতীয় মেথরদের ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই "ড্রেনেজ সিষ্টেম" তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিল। এরূপ নির্দয়তার মধ্য দিয়ে অর্থের সংরক্ষণ আরব জাত পছন্দ করে না। আমরা হলাম তুরুক, আমাদের দেশে মেথর বলে কোন শ্রেণী নেই, যদি মেথর কেউ কোথাও থাকেন তবে আছেন নিজের মা এবং বোনেরা। সেজন্যই স্ত্রীজাতকে আমরা মায়ের জাত বলি।"

এবার নরেনের জ্ঞানচক্ষু আরও একটু উন্মিলিত হ'ল। রামবৃজের প্রতি তার ঘৃণা ছিল, সেই ঘৃণা শ্রদ্ধাতে পরিণত হ'ল। নরেন উচ্চ বাচ্য না করে চুপ করে থাকল। ভারতের রাজনীতি, বৃটিশের শাসন এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি আলোচনা হবার পর হিট্‌লারের রাজ্যাভিলাস এবং পরাধীন দেশগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হ'ল। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করল সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যতই কলহ বাড়বে ততই পরাধীন দেশগুলি স্বাধীন হবার সুযোগ পাবে।

প্রায় দু'ঘণ্টা সময় কাটিয়ে রামবৃজ এবং নরেন জাহাজে ফিরে এল। রামবৃজ কেবিনে গেল, নরেন গেল ডিউটিতে। আজ নরেনের চোখে ঘুম নাই, দু-পেয়ালা কাফি তার চোখ হতে ঘুম সরিয়ে দিয়েছিল। নরেন অনেক দিন রাজনৈতিক সভাতে চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য পূর্ববঙ্গের সহরে যোগ দিয়েছে কিন্তু এমন পরিষ্কার করে রাজনীতি চর্চা কখনও শুনে নি।

এরপর থেকে প্রত্যেক রাত্রে রামবৃজ এবং নরেন সহরে যেত, এবং নানা রকমের কাফি হাউসে সময় কাটিয়ে জাহাজে ফিরে আসত। নরেনের ইচ্ছা ছিল জাহাজ আরও কয়েকদিন পোর্ট সৈয়দে থাকুক কিন্তু চার দিন পর পঞ্চমদিনের সকাল বেলা জাহাজ নোঙ্গর উঠিয়ে ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ করল। নরেন পোর্ট সৈয়দের কথা ভুলতে বাধ্য হয়েছিল কারণ তার সামনে ইউরোপ। ইউরোপের মোহ কোনও ভারতবাসী এড়াতে পারে না।

এডভেঞ্চারের পথে

কুড়ি নট (সামুদ্রিক মাইল) গতিতে জাহাজ চলেছে। জাহাজ যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই শীতের আধিক্য বেড়ে চলেছে। সকলেই শীত অনুভব করলেও কেহই গরম বস্ত্রের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে না। গরমের জন্য যে সকল নাবিক ভাত খেতে পারত না তারা পাচকের অপেক্ষায় না থেকে "আপন হাত জগন্নাথ" করে ভাত ডবল করে খেতে আরম্ভ করেছে। নরেনও বাদ যাচ্ছে না। জাহাজের খাদ্যে যে অভক্তি ছিল তা অপসারিত হয়েছে। সারেং সাহেব নরেনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কিন্তু বলছেন না কিছুই। এরূপ ভাবে কয়েকদিন যাবার পর সারেং সাহেব নরেনকে বললেন, "যা হজম করতে পার নরেন তাই খেয়ো। এখন মুসলমান বাবুর্চির ডাল-ভাত ভাল লাগছে পরে সবই ভাল লাগবে। কুসংস্কারে ডুবে আছ বলেই সাগরে বের হও না। তোমরা যদি নাবিক হয়ে সাগরে বের হতে তবে আমাদের মাইনে বাড়ত, আমাদের উন্নতি হ'ত, হয়ত আমাদের লোকই ক্যাপ্টেন পর্যান্ত হয়ে যেত।"

সারেং সাহেবের কথায় নরেন একটুও প্রতিবাদ করল না, প্রতিবাদ করার মত কিছুই ছিল না। নরেনের সঙ্গে রামব্রজের দেখা হ'ল। রামব্রজকে নরেন কি বলতে যাচ্ছিল। রামব্রজ বাধা দিয়ে বলল "এখন নয় নরেন, একটু পরে কথা হবে এখন ডিউটিতে যাচ্ছি।"

দেখতে দেখতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'ল। এক নূতন বেশে সজ্জিত হয়ে নূতন আকাশ যেন হাসতে আরম্ভ করে দিল। এরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ নরেন কখনও দেখেনি। নরেন দৌড়ে গেল সারেংএর কাছে এবং আকাশ দেখিয়ে "বলল এরূপ মেঘের ঘটা কখনও দেখিনি সারেং সাহেব।"

সারেং ব'ল্‌লেন "এটা ভূমধ্য সাগরীয় মেঘ, কতক্ষণ বেশ বৃষ্টি হবে তারপর যেই সেই, ভয় পাবার মত কিছুই নাই।" নরেন নিশ্চিন্ত হ'ল, অনেকক্ষণ মেঘের খেলা দেখল তারপর যখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল তখন সে বর্ষাতী গায়ে দিয়ে ডেকের উপর বেড়াতে আরম্ভ করল। বিদেশ দেখার প্রবৃত্তি আরও বেড়ে গেল এবং বুঝতে পারল নাবিক হয়ে পৃথিবী দেখাই সবচেয়ে ভাল পথ।

কাজের ফাঁকে নরেনের সংগে রামবৃজের দেখা হ'ল। রামবৃজ বেশি কথা বল্‌ল না। শুধু নরেনকে বলে দিল, লিভারপুল পৌছবার কয়েক দিন পূর্বে কথা হবে। নরেন বুঝল রামবৃজ এখন তাকে আর শত্রু মনে করে না, আপন জনই মনে করে।

সেদিন বিকালে স্টোর-কিপার গরম কাপড় সবাইকে দিলেন। নরেন গরম কাপড় পড়ল এবং বুঝল নাবিক জীবন যদিও কষ্টেরই মনে হয় কিন্তু জাহাজ কোম্পানী নাবিককে দরকার মত সবই দেয়। গরম কাপড় পরে পুনরায় নরেন কেবিনে আস্‌ল। তার ইচ্ছা ভূমধ্য সাগরের মেঘমালা কি করে আকাশ থেকে সরে যায় লক্ষ্য করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃষ্টি বন্ধ হ'ল, তারপর আকাশের ঠিক মধ্যস্থলে নীল আকাশ দেখা দিল। মেঘমালা ক্রমেই অন্তর্হিত হতে থাকল, দেখতে দেখতে আকাশ একেবারে নীল হয়ে গেল। তখন পশ্চিমাকাশের সূর্য্যকিরণ ঠিক ডেকের উপর পড়ায় জাহাজের সর্বত্র ঝল্‌মল ক'রতে আরম্ভ করল।

জাহাজ ক্রমেই বৃন্দিসী বন্দরের দিকে ছুটে চলছিল। সেখানে অনেক যাত্রী নামবে এবং সেখান থেকে এমন অনেক যাত্রী উঠবে যারা জিনেভা (জিনেওয়া স্থানীয় উচ্চারণ) যাবে। নরেন বৃন্দিসী বন্দরের সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়েছিল কিন্তু জিনেভা বন্দর সম্বন্ধে কিছুই জানত না।

একদিন নরেন রামবৃজকে জিজ্ঞাসা ক'রল "বৃন্দিসী বন্দরে দেখার মত কি আছে?"

"দেখার মত কি আছে জিজ্ঞাসা করছ আমাকে? তুমি মেট্রীক পাশ করেছ, ভূগোল পড়েছ, তোমার বিদ্যার ঝুলি হাতড়িয়ে দেখ বৃন্দিসীতে দেখার মত কিছু আছে কি নেই। শোন নরেন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী আছে এবং থাকবে, মানুষও যে থাকবে না তা নয়, যদি দেখতে চাও তবে তোমার দেখার মত আছে মানুষ। বড় বড় ইমারত আর পুরাতন ঐতিহাসিক বিল্‌ডিং দেখে তোমার কোনও লাভ হবে না। মানুষের সংগে মিশবে, মনের উন্নতি এবং পরিবর্তন হবে, তবে কয়েকটা বিল্‌ডিং দেখতেই হবে, বন্দরে যেয়ে ট্রেভেল্‌স্‌ এজেন্সীর কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারবে, কিন্তু সবার উপরে মানুষ যে মানুষকে তোমরা ঘুম থেকে উঠার পর থেকে না ঘুমানো পর্য্যন্ত ঘৃণা কর সেই মানুষ দেখতে হবে, তবেই তুমি মানুষ হবে। সামাজিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে জন্ম হয়েছে তোমার, যাতে মানুষ হতে পার তারই চেষ্টা করতে হবে।"

নরেন অনেক বুঝতে পেরেছে। রামবৃজ অথবা সারেং সাহেবের কথা তার কাছে আর বেত্রাঘাত বলে মনে হয় না। মনে হয় উপদেশ বাক্য। তাদের কথা সে কান পেতে শুনে আর নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করে।

জাহাজ যখন বৃন্দিসীর কাছে পৌছেছে তখন একদিন রামবৃজ নরেনকে বললে, "নরেন চোখ কান খুলে পথ চল্‌বে, দেখবে ইউরোপীয়ান সভ্যতা তুলনা করবে আমাদের সভ্যতার সংগে, আমি তোমাকে অনেক যায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে পাহারা থাকবে না। যে কেহ প্রবেশ করবে, যাত্রীরা ইচ্ছামত নামা-উঠা করবে। তখন কাজ বাড়বে বয়দের,

আমরা একেবারে মুক্ত হব। সারাদিনের মধ্যে একবারও জাহাজে না আসলে চলবে।"

নরেন বলল, "তুমি ত আমার জন্য দু-হাতে খরচ করে চলেছ, আমি কি তোমার টাকা পরিশোধ করতে পারব?"

"তুমি পরিশোধ করবে সে ইচ্ছা রেখে অর্থ খরচ করছি না। তুমি যদি সভ্য এবং সচেতন হও তবেই মনে করব অর্থের সুব্যবহার হয়েছে," —এই বলেই রামবৃক্ষ চলে গেল।

নরেন মনের কোণে "সভ্য এবং সচেতন" শব্দ দুটি বিশেষ করে গেঁথে রাখল। উদ্দেশ্য যে—কোথায় এবং কোন্‌দিক দিয়ে সভ্য এবং সচেতন হতে হবে?

ইটালীর বৃন্দিসী বন্দর—কলিকাতা, বম্বে অথবা পোর্টসৈয়দের মত নয়। সমুদ্রসৈকত হতে ভূমি হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে উপরে উঠেছে, ইউরোপের প্রায় বন্দরের প্রাকৃতিক অবস্থা সেরূপ।

নদী-তীরে বৃন্দিসী অবস্থিত নয়, সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সমুদ্রতীরের মাইল অথবা তার চেয়েও বেশি দিয়ে জেটি তৈরী করা হয়েছে। জেটিতে জাহাজ লাগা মাত্র কেহই লাফিয়ে জাহাজে উঠল না। যাত্রীদেরই তাড়াহুড়া বেশি। কয়েকজন কাষ্টম অফিসার জাহাজে উঠলেন। তাদের বসবার স্থান পূর্বেই করে রাখা হয়েছিল। যাঁরা অবতরণ করবেন তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের পাশপোর্ট উপস্থিত করলেন। কাষ্টম অফিসারেরা পাশপোর্টগুলি শীলমোহর করে অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে অবতরণ-কারীদের জাহাজ হতে নামবার আদেশ দিলেন। যারা নামবেন না তাঁরাও সহর দেখার ভিসা পেলেন। তারপর এল মজুর। শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ করতে আরম্ভ করল। তাড়াহুড়া মোটেই ছিল না। কোনও মজুর

চিৎকারও করছিল না। এদের প্রত্যেকের পোষাক ভদ্রলোকের মত এমন কি অনেকের নেকটাই পর্য্যন্ত ছিল।

যাত্রী নেমে যাবার পর বন্দরের পুলিশ গেংগ্ (জাহাজ হতে অবতরণের সিঁড়ি) পাহারায় নিযুক্ত হল। নাবিক মাত্রেই সহরের দিকে রওনা হল। রামবৃজ এবং নরেন ভদ্র পোষাকে সজ্জিত হয়ে কেপ্‌টিন্ টমাসের পাশ নিয়ে সহরে গেল। টেক্‌সি, বাস্, অম্‌নীবাস্ সবই ছিল, ছিল না রিক্‌সা। ইউরোপের লোক হয় রিকসা ব্যবহার করতে জানত না, নয় ত এত হীন প্রথায় পথ চলা লজ্জাকর ও জাতির অবমাননাকর মনে করত। নরেন এবং রামবৃজ সহরের বড় রাস্তা পরিত্যাগ করে একটি গলিতে প্রবেশ করল। গলির দু-পাশে কাশীধামের মত উচ্চ বাড়ী। কাশীধামের গলির সংগে বৃন্দিসীর গলির পার্থক্য ছিল প্রচুর। কত ছোট গলি-পথের দু-দিকে ফুটপাথও ছিল। মানুষ ফুটপাথ ধরে চলছিল। ঘোড়া এবং গাধা নানা রকমের দ্রব্যের বোঝা বহন করে চলছিল। গলিতে এক দিকেই ঘোড়া এবং গাধা চলছিল। (The Traffic was only one way) রামবৃজ এবং নরেন গলি-পথে কতক্ষণ গিয়ে একটি নাবিকদের কাফি হাউসে প্রবেশ করল।

নাবিকদের কাফি হাউস সাধারণতই গরীবদের পাড়ায় আছে। ইটালীর দরিদ্র এবং কলকাতার বাবুদের কোট-পেণ্ট্ একই রকমের। পার্থক্য শুধু বাক্-চাতুরীর। ইটালীয়ান্ নাবিক হউক আর বেকার মজুর হউক বেশি কথা বলে না। তাদের কাছে যে সামান্য পোষাক থাকে তাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে চলে না। সংক্রামক রোগ সহজেই আক্রমণ করে। রামবৃজ কাফি এবং পিঠার অর্ডার দিল। এরূপ সুগন্ধ যুক্ত পিঠা নরেন কখনও খায়নি। কাফি ত আর এক অপূর্ব জিনিষ! কাফির সুগন্ধ ঘর

মোহিত করে তুলেছিল। কাফি এবং পিঠা খেয়ে নরেন বুঝল ইটালিয়ানদের রান্না করার আর্ট বাঙ্গালী রান্না হতে অনেক উচ্চস্তরের। মামুলী কাফি এবং পিঠা খেয়েই নরেন বলল, "এদের রান্না করার প্রণালী আমাদের চেয়ে অনেক ভাল।"

রামবৃজ বলল, "এত তাড়াতাড়ি মন্তব্য করা ভাল হবে না। দ্বিপ্রহরের খাদ্য খেয়ে নাও, তারপর মন্তব্য করলে ভাল হবে। তোমাকে আমি অতি দরিদ্রের ভোজনালয়ে নিয়ে যাব, দেখবে অতি অল্প জিনিষ দিয়ে কি করে প্রাচুর্যের সৃষ্টি করে! রান্না করা যেমন আর্ট, রান্নার উপকরণ এবং রান্না করার ছোট-খাট জিনিষ সংগ্রহ করতে তার চেয়েও বেশি বুদ্ধির দরকার।

ইউরোপে প্রাণ রক্ষা করতে হলেই খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের দরকার। এই তিনটির সংগে রাজনীতির নিকট সম্বন্ধ। নাবিকেরা রাজনীতি চর্চা করছিল। হিটলার, মুশলিনী একত্রিত হয়ে নাবিকদের কি উপকার এবং কি অপকার করতে পারেন সে-বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ইউরোপের সবত্র এক শ্রেণীর লোক দেখা যেত যারা রাজ-নীতিকে ঘুলিয়ে ফেলত। তারা কোথা হতে নিজের দৈনন্দিন খরচ চালাত' কেহই জানতে পারত না অথচ তাদের অবস্থিতি সর্বত্র ছিল। এদেরই একজন বলেছিল, "সোভিয়েট রুশিয়াকে ধ্বংস না করতে পারলে মানুষের শান্তি নাই।" কতকগুলো কারণও দেখিয়েছিল। নরেন সোভিয়েট রুশিয়ার নাম শুনেছিল, সোভিয়েট রুশিয়ার সম্বন্ধে দু'একটা প্রবন্ধও পড়েছিল কিন্তু "ধ্বংস হউক" কখনও শুনে নি। এটা তার কাছে নূতন কথা মনে হচ্ছিল। রামবৃজ এবং নরেন সেই স্তরের বাক্যালাপের উপযুক্ত ছিল না, সেজন্য কে কাকে ধ্বংস করবে সেদিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল মজুর বিশেষ করে ইটালীর মজুর কি করে

দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করে। তখন সবেমাত্র মুশলিনী এবং হিটলার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেজন্য একদিকে যেমন করে কতকগুলি লোকের মনে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি বৃটিশ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ যাতে ধ্বংস হয় তারও চিন্তা করছিল। যারা সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করত তারা কি চায় কেউ বুঝতে পারত না।

যে লোকটা সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছিল সে রামবৃক্ষ এবং নরেনকে পেয়ে বসল। তাদের লক্ষ্য করে ইটালীয়ান্ ভাষাতে হরেক রকমের কথা বলছিল। রামবৃক্ষ সেই লোকটাকে স্পেনীশ ভাষাতে বলেছিল "আমাদের দেশ স্বাধীন নয়, প্রথম আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করার চেষ্টা করব, স্বাধীন হয়ে গেলে আমরা চিন্তা করব কে আমাদের শত্রু আর কে আমাদের মিত্র।"

রামবৃক্ষের উত্তর অতি সাধারণ এবং উপযুক্ত। অনেকে রামবৃক্ষকে সমর্থন করল এবং রামবৃক্ষের জাত এবং দেশের নাম জানতে চাইল। রামবৃক্ষ গর্বের সহিত জানিয়ে দিলে তার দেশ ইণ্ডিয়া এবং সে জাতে ইণ্ডিয়ান্।

রামবৃক্ষ তিনটি বিদেশী ভাষা অনর্গল বলতে এবং লিখতে পারত। স্পেনিশ, ইংলিশ এবং আরবী। দক্ষিণ আমেরিকাতে ক্রমাগত পনর বৎসর কাটিয়ে সেখানকার ভাষা শিখেছিল। কলিকাতা তার জন্মভূমি কলিকাতাতেই সে ইংলিশ আয়ত্ব করে। দুঃখের বিষয় এত ভ্রমণ করা এত বিদ্যা অর্জ্জন করা সত্বেও রামবৃক্ষ আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি। সেটা তার নিজের দোষ নয়, যে সমাজে সে জন্ম নিয়েছিল সেই সমাজের দোষ।

নাবিকদের একটি বিশেষ দোষ আছে। তারা বেশি লোকের সংগে

বেশিক্ষণ কথা বলতে পারে না। রামবৃক্ষ হাঁপিয়ে উঠেছিল এবং নরেনকে নিয়ে জাহাজে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নরেন জিজ্ঞাসা করল, "রাতে সহরে যাবে না রামবৃক্ষ?" রামবৃক্ষ কিছু উত্তর না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যখনই জাহাজ কোন বন্দরে পৌঁছে তখন নাবিকেরা বেশি করে ঘুমাতে চায়। সমুদ্রে জাহাজ থাকার সময় আপনা হতেই প্রত্যেক নাবিক এবং যাত্রীর শরীর ক্লান্ত হয়। জেঠিতে আসার পর ক্লান্তি দূর করবার জন্য প্রত্যেকেই চায় বিশ্রাম অর্থাৎ ঘুম। রামবৃক্ষেরও ঘুমের দরকার হয়েছিল সে ঘুমিয়ে থাকল। নরেন রামবৃক্ষকে ডাকল না।

সন্ধ্যার পর নরেন দেখতে পেল যুবক যুবতীরা জোড় বেঁধে একের শরীরে অন্যে হাত দিয়ে চলছে। দৃশ্য কিরূপ! এরূপ দৃশ্য নরেন কখনও দেখে নি। খারাপ দিকটাই প্রথম চিন্তা করল। সে ভাবছিল হয় ত' এরা দুষ্ট লোক কিন্তু পরে যখন দেখল সহরের সর্বত্র একই দৃশ্য তখন সে অবাক হল। ফিরে এল কেবিনে। রামবৃক্ষ তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। নরেনের সমবয়স্ক একজন বাঙ্গালী নাবিকের কাছে বিষয়টা উত্থাপন করল। বাঙ্গালী নাবিক বললে, "কাফেরদের কথা ছেড়ে দাও, এদের দিকে না তাকালেই হ'ল।" বেশ এক কথায় উত্তর, জানারও দরকার নাই শুনারও দরকার নাই।

রামবৃক্ষ সন্ধ্যার পর ঘুম থেকে উঠল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নূতন স্যুট পরে নরেনকে নিয়ে একটি বাড়ীতে গেল। বাড়িতে অনেক পরিবার বাস করে। সকলেই ইটালীয়ান্ এবং কেহই ইংলিশ জানত না। রামবৃক্ষ যে ফ্লেটে উঠল সেই ফ্লেটের লোক যেমন জানত ইংলিশ তেমনি জানত ফ্রেঞ্চ। নরেন ইংলিশ জানত তাতে তার সুবিধাই হয়েছিল।

ফেরনান্দিস্ সেই ফ্লেটের মালিক। সংসারী লোক এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা

নিয়ে বাস করে। ক্রেটে পৌঁছানমাত্র রামবৃজকে ফেরনান্দিস সাদর সম্ভাষণ করল। একেত' পরিচিত বন্ধু, দ্বিতীয়ত ফেরনান্দিস্ একদা রামবৃজকে নাবিক ছিল এবং রামবৃজ যখন ইংলণ্ডে ছিল তখন সে ফেরনান্দিসকে অনেক রকমে সাহায্য করেছিল। জাহাজে থাকার সময়েই বেতারে রামবৃজ ফেরনান্দিসকে জানিয়ে দিয়েছিল সে তার সংগে দেখা করবে সুযোগ হলে কিছু লেনদেনও করবে। ফেরনান্দিস্ জাহাজীদের সংগে ব্যবসা করত এবং ভেবেছিল রামবৃজ নিশ্চয়ই এমন কোনও ব্যবসা করবে যাতে তার দু'পয়সা মুনাফা হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

রামবৃজকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তার স্ত্রীকে রামবৃজের সংগে পরিচয় করিয়ে দিল। তার স্ত্রী রামবৃজের সংগে করমর্দ্দন করে খুসী হয়েছিলেন। রামবৃজের আকৃতি এবং প্রকৃতি অনেকটা ইটালিয়ানদের মতই ছিল। ফেরনান্দিসএর স্ত্রী নরেনের পরিচয় জানতে চাইলেন; রামবৃজ নরেনকে ভারতবাসী বলে পরিচয় দিল। ফেরনান্দিসের স্ত্রী নরেনকে ভারতবাসী বলে স্বীকার করলেন না। নরেনকে ফেরনান্দিসের স্ত্রী মালয়েশিয়ান্ বলতে বাধ্য হলেন এবং তার কথার যৌক্তিকতা দেখিয়ে বললেন উত্তর ভারতের লোক শ্যামবর্ণ হয় না তারা গৌরবর্ণ হয়, নাক মুখের কাটিং ইটালিয়ানদের মতই হয়। মালয়েশিয়ানরা হ'ল, মিশ্রজাত। চীনা এবং অষ্ট্রলয় জাতির সংমিশ্রণে তাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এতটুকু শোনার পর নরেন চুপ করে থাকল না সে নিজকে আর্য্য বলে পরিচয় দিল। নিজকে যা ইচ্ছা তাই পরিচয় দিলে হয় না, প্রমাণও দিতে হয়। প্রমাণ দিতে পারল না। ফারনান্দিসের স্ত্রী বললেন, "মিঃ নরেন, আপনি কোন মতেই নিজেকে আর্য্য বলে পরিচিত করতে পারবেন না তবে নরডিক্ সভ্যতা এবং ভাষা পেয়েছেন বলতে পারেন।"

নরেন অবাক হ'ল'। জাত্যাভিমান তার ছিল। তার ধারণা ছিল বর্ণ হিন্দু মাত্রেই আর্য্য অর্থাৎ ইন্দো-এরিয়ান্। সে অভিমানও যেতে বসেছে দেখে যেমন দুঃখ হ'ল' তেমনি ঘৃণা হ'ল' কুসংস্কারের প্রতি। ফারনান্দিস্ পত্নী অশিক্ষিত ছিলেন না। বহু ভাষাতে যেমন অভিজ্ঞ ছিলেন তেমনি বহু বিষয়েও বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

নরেনের মন বিষণ্ণ হয়েছে দেখে ফারনান্দিস পত্নী স্তম্ভিত হলেন এবং বল্‌লেন, "আজকের দিনে জাতের পরিচয় পূর্বপুরুষের পরিচয়ে বিশেষ লাভবান হয় না। হিটলার লোক ক্ষেপাবার জন্য এরিয়ান্ শব্দ ক্রমাগত ব্যবহার করছেন এর ফল কোন মতেই ভাল হতে পারে না; হোয়াইট রুশিয়ানরাও একদা কসাকদের নিজেদের সমজাত মনে করত না কিন্তু ককেশাসের স্টালিন বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার কর্ণধার। হোয়াইট রুশিয়ানরা জর্জিয়ানদের এশিয়াটিক এবং ইন্দো এরিয়ান পর্য্যায়ে গণ্য করত। বর্তমানে রুশিয়ার সর্বত্র মানুষ বলেই গণ্য। সোভিয়েট রুশিয়ার উজবেকরা কি কোনো কালে কারো কাছে সভ্য বলে পরিচিত ছিল? আজ তারাও সভ্য, তারাও স্বাধীন।

নরেনের মন শান্ত হল না, তার সামাজিক অবস্থা হঠাৎ যেন সাগর জলে নিমজ্জিত হয়ে গেল। মনকে সুস্থ করার জন্য নরেন ফারনান্দিস পরিবার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইল। ফারনান্দিস্ পত্নী সিনিয়রেটা মেরী বললেন তাঁর মা বাবা সকলেই আমেরিকার বাসিন্দা, সেখানে তাঁরা সুখে আছেন। এক ভাই সিসিলিতে কৃষকের কাজ করে, সেও বিবাহিত। তার আরও দু'বোন আছেন তাঁরাও আমেরিকায় আছেন তবে কোথায় থাকেন বিশেষভাবে অবগত নন। উভয়েই বিবাহিত এবং সাক্রামেণ্টো নামক এক সহরে থাকেন। সেখানে নিজেদের ঘর না থাকাতে প্রায়ই ফ্লেট বদলী করেন, সেজন্যই কোথায় থাকেন বলতে পারেন

না। সিনিয়রেটা মেরী কালিফর্নীয়া সম্বন্ধে উৎকট ধারণা পোষণ করেন। যদি কালিফর্নীয়া ভাল যায়গা হত তবে তাঁর বোনদের ক্রমাগত বাড়ী পরিবর্তন করার কারণই থাকত না।

নরেন বুঝল, বাঙ্গালী পৈত্রিক ভিটার উপর যত মায়া রাখে ইটালীয়ানরা তত রাখে না। তারা মায়া রাখে তাদের মাতৃ ভাষার উপর, তাদের জাতের কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের উপর। ইটালীয়ানরা সাধারণত ঘরের মধ্যে কাজ করতে ভালবাসে, হাটে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়াতে পছন্দ করে না। যারাই হাটে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায় তাদেরই করবার মত কিছু থাকে না।

ইটালিয়ানদের বাড়ী ঘর সবই পাথরের। ঘরের উপর শুধু টালি দিয়ে ছাওয়া। সিনিওরেটা মেরী তিন-রুমের একটি ফ্লেটে বাস করেন। তিনটি রুমই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অতিথি আসলে রান্নাঘরে বসেই কথাবার্তা হয়। ইটালীয়ানরা রান্না ঘরে অতিথি সম্বর্দ্ধনা করে, নরেন নিজের চোখেই দেখল। সেই সংগে মনে হ'ল তার নিজের দেশের নিজেদের আচার ব্যবহারের কথা। জাতিভেদ বাঙ্গালী জাতের কত সর্বনাশ করেছে বুঝতে বাকি থাকল না।

রামব্রজের সংগে জাহাজে ফিরে এসেই শুনল রাত তিনটার সময় জাহাজ ছাড়বে। বসে থাকার সময় ছিল না। কাজেই যেতে হল উভয়কে। রাত তিনটা পর্যন্ত জাহাজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে রামব্রজ ব্যস্ত ছিল। জাহাজ ছাড়ার পরও নরেন ত্রিপাল টানাটানি করছিল। শীতের মধ্যে কাজ করার অভ্যাস না থাকাতে নূতন নাবিকেরা কষ্ট পাচ্ছিল কিন্তু কাজ ফেলে রাখছিল না। এদিকের সাগর শীতের সময় তরঙ্গময় হয়। এপ্রিল ও মে মাসে ভূমধ্য সাগরে ঢেউ থাকে না। সুখের বিষয় এটা এপ্রিল মাস। সাগরের জল

পুকুরের জলের মত নিস্তব্ধ ছিল। সকলেই পেট ভরে খাচ্ছিল। কাজও করছিল প্রাণ দিয়ে।

বিকালের দিকে নাবিকেরা আড্ডা জমিয়ে বসেছিল। সকলেই বৃন্দিসীর স্ত্রীলোকদের কথাই বলছিল। "নসেরাণী" অর্থাৎ খৃষ্টধর্মাবলম্বী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল বেশি। নরেন কিছুই বলছিল না। একজন নূতন নাবিক নরেনকে লক্ষ্য করে বলল "বৃন্দিসীতে থেকে যাবার ইচ্ছা ছিল না, কি ?"

নরেন বলল, "থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু বেকার জীবন নিয়ে কোথাও থাকা যায় না। আমাদের যা মাইনে তার দ্বারা বিদেশে থাকার চিন্তা করা চলে না। 'কিনারায়' যেয়ে এক পেয়ালা কাফি খাবার পয়সাও আমার কাছে নাই, থাকব কি করে ?"

"তাই বল নরেন, টাকা পয়সা নাই। এটা ত আমাদের দেশ নয়, এটা ইটালী, পদে পদে টাকা খরচ, সেজন্যই অনেকেই 'কিনারায়' যায়নি। যাকগে যা দেখেছ তাতেই সন্তুষ্ট হও, জেনেভায় যেয়ে আমরা কিছু কিছু করে এড্‌ভান্স পাব, সেখানে পেট ভরে কাফি খেয়ে এস। আর যাই বল কাফেরদের কাফিই আমি পছন্দ করি।"

নরেন কাফের শব্দের অর্থ জানত সেজন্য কাফের শব্দ উচ্চারণও করত না। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নাবিকেরা জানত নরেন মজুর নয়, ইচ্ছা করে নাবিক হয়েছে, বিলাত যেয়ে হয়ত "বলিষ্টারী" পড়বে, তখন নরেন তাদের পাশ দিয়েও যাবে না তবুও কাফের শব্দ তার কাণে অনিচ্ছা সত্ত্বে ঢেলে দিতে বাধ্য হ'ত, এটা তাদের কথার উপসর্গ মাত্র। নিরক্ষর যুবকেরা গ্রামে যা শিখেছে তার বেশি আর কি বলতে পারে ? নরেনকে নিরক্ষর নাবিকেরা শ্রদ্ধা করত এবং একটু সমীহ করে চলত। নরেন বলল, "জিনেভাতে যেয়ে যে টাকা পাবে তা দিয়ে একটি পাথরের

তাজমহল কিনবে। জিনেভাতে নাকি পাথরের তাজমহল পাঁচ ছয় টাকাতে বিক্রি হয়। অন্যান্য যুবকেরা কেউ বললে রুমাল কিনবে, কেউ বললে "পাত্‌লুন" কিনবে, কেহবা পুরাদস্তুর সাহেবী পোষাক কিনবে বলতেও কসুর করল না। যারা স্যুট্‌ কিনবে বলছিল "তাদের মধ্যে একজন বললে "যদি স্যুট কিনতে পারি তবে বিলাতেই থেকে যাব!" 'বিলাতে থেকে যাবে' সে কেমন কথা নরেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করলে, "বিলাতে থেকে তুমি কি করবে?"

যুবক একটু হাসল তারপর বলল, "বাবু সাহেব আমার চাচা বিলাতের বাসন্দা তবে বোষ্টন্‌ কোথায় জানিনা, বোষ্টন্‌ সহরের হদিস নিয়ে সেখানে গেলে আমাকে পায় কে?"

বোষ্টন্‌ কোন্‌ দেশের সহর নরেন জানত, সে বল্‌লে, "বোষ্টন্‌ ত আমেরিকায়. আমাদের জাহাজ লিভারপুল থেকে ফের কলিকাতা হয়ে সিঙ্গাপুর যাবে।"

যুবক চিন্তিত মনে বল্‌লে,"বোষ্টনে নিশ্চয় যাব তবে কোন্‌ পথে যেতে হবে এখনও জানতে পারি নি. লিভারপুল থেকে যদি কোনও জাহাজ বোষ্টন্‌ যায় তবে সেখান থেকে যাবার চেষ্টা করব, কি বল নরেন?"

"তাই ক'রো, লিভারপুল থেকেই যেতে পারবে।"

নরেনের কথা শুনে নিরক্ষর যুবক একেবারে লাফিয়ে উঠল। 'এই ত পথের সন্ধান পেয়েছি। আমাকে পায় কে, নিশ্চয় লিভারপুল যাব।'

সারেং সাহেব নরেনের অন্বেষণে আসছিলেন। নরেনকে অন্যান্য যুবকদের সংগে বসে থাকতে দেখে সারেং সাহেব সুখী হ'লেন এবং বল্‌লেন "নাবিক জীবনে জাত-বিচার, জাত্যাভিমান এবং টাকার গরম থাকলে কিছুই শিখতে পারা যায় না নরেন, তুমি যে ওদের সংগে প্রাণ খুলে কথা ব'ল্‌তে পারছ তা দেখে সুখী হ'লাম। আমরা হ'লাম বাঙ্গালী,

সাত দশা কাটিয়ে এমনি এক অবস্থায় এসে পড়েছি যা চিন্তা করলে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে।

এক-কথায় আমাদের জাতের লোক সমুদ্র যাত্রা বন্ধ করেছিল। তারপর আসল মোগল আর পাঠান, তখন আরম্ভ হয়েছিল মামুলী রকমের সমুদ্র যাত্রা। আরব এবং পর্ত্তুগীজ দস্যুদের ভয় তখন ছিল প্রবল। বৃটিশ আসার পর আমরা যে চাকরী পাচ্ছি তার সর্বোচ্চ পদবী হ'ল "সারেং সাহেব"—মাইনে মাত্র পঁচাত্তর টাকা। এই পর্য্যন্ত মাইনেতে নাবিক জীবনেরও শেষ। বৃদ্ধ বয়সে নাবিক জীবনের কথা মনে হবে এবং তখন পেট হাতড়াব। পেট ভ'রে ত খেতে পাব না, পেট না হাতড়িয়ে আর করব কি? নরেন তুমি লেখাপড়া শিখেছ, নাবিক জীবনে উন্নতি কর সেই সংগে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন যাতে ইংরেজ নাবিকদের মত হয়, তার চেষ্টা করবে।"

নরেন বলল, "সারেং সাহেব যা বলেছেন সবই সত্য; সামান্য শিক্ষিত লোক যদি নাবিক বৃত্তি গ্রহণ করে তবেই হবে জাতের উন্নতি। বাঙ্গালীদের মধ্যে অবতারবাদের পার্থক্য কমে যাবে, নূতন জাতের সৃষ্টি হবে। আজীবন আমি নাবিক বৃত্তি চালিয়ে যাব সারেং-সাহেব।"

জেনেভা হ'তে লিভারপুল

জাহাজ জেনেভা পৌঁছবার আগের দিন কাপ্তেন টমাস চতুর্থ ইন্‌জিনিয়ারকে আদেশ দিলেন তিনি যেন আজই ভারতীয় নাবিকদের পঞ্চাশ লরা করে এড্‌ভান্স দেন। বিকালে সকলেই সারেং সাহেবের কেবিনে এড্‌ভান্স নিতে গেল। ধীরে ধীরে একে একে সারেং সাহেবের কাছ থেকে এড্‌ভান্স নিয়ে তাঁকেই আবার ফিরিয়ে দিল। তিনি কারো কাছ থেকে পাঁচ, কারো কাছ থেকে দশ লরা ক'রে আদায় করলেন। দিল না শুধু সেলুনের বয় আর রামবৃজ: সেলুনের বয়দের এবং রামবৃজকে সারেং সাহেব ভর্তি করেন নি। যাদের তিনি ভর্তি করেছিলেন তাদের সংগে কথা ছিল তারা প্রত্যেকে তিন মাসের মাইনে সারেং সাহেবকে ভর্তি করার ঘুস বাবদ দেবে, নাবিকেরা তাই পরিশোধ করছিল। পরিশোধ না করে উপায় নেই। এক সারেংকে প্রতারণা করলে অন্য সারেং প্রতারককে কাজে নিযুক্ত করে না।

সকালে জাহাজ জেনেভার ডকে ভিড়ল। জেনেভা সহরের দৃশ্য দেখে নূতন নাবিকেরা অবাক হ'ল। সর্বত্র শ্বেতবর্ণের বাড়ীগুলি পাহাড়ের উপর দেখা যাচ্ছিল। যে-সকল ডকের মজুর জাহাজ-ডকে ভিড়াতে সাহায্য করছিল তাদের পোষাক আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। নূতন নাবিকেরা জেনেভাকেই "সাহেবদের-দেশ, বিলাত" মনে করেছিল। নরেন ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। এই সহরে সে গিয়ে কি করবে? তার হাতে যে ইটালিয়ান্ মুদ্রা রয়েছে তাতে একবেলার খাদ্যও যোগাড় হবে না। ইটালীয়ান্ মুদ্রা সম্বন্ধে নরেনের কোন ধারণাই ছিল না; সেজন্য সে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল।

অনেক মহিলা এসেছিলেন যাত্রীদের নেবার জন্য। যাত্রীরা একে একে নামছিলেন এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের চুম্বন করছিল। শিশুরা কোলে উঠছিল; যেন এক উৎসব। উৎসবে কেহ বাধা দিচ্ছিল না—যাত্রীরা চলে যাবার পর কাজে নিযুক্ত থাকল শুধু বয়, কুক্ আর জনকয়েক নাবিক। বাকি সকলেই জেনেভা দেখার জন্য নূতন সুটে শোভিত হয়ে সহরের দিকে ছুটল। কত আশা কত আনন্দ তাদের ছিল! যারা সহর দেখতে যাচ্ছিল তারাই বুঝতে পারছিল। রামবৃজ নরেনকে জানিয়ে দিয়েছিল, জাহাজ সকালে রওনা হবে; সেজন্য সে বিকালের দিকে সহরে যাবে এবং কিছু কাফি কিনে জাহাজে ফিরে আসবে। জেনেভাতে সে অনেকবার এসেছে অতএব দেখার মত কিছুই নাই, ইচ্ছা করলে নরেন একাই বেড়িয়ে আসতে পারে।

নরেন বলল—সে একাই বেড়িয়ে আসবে। আজ সে নাবিক বেশেই বের হ'ল। সহরের কাছে পৌঁছানমাত্র কয়েকজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার ট্যাক্সি চাই কিনা জিজ্ঞাসা করল। বাংলাতে "না না" বলে সে এগিয়ে চল্‌ল। ডক্-ইয়ার্ডের কাছে দেখার মত তেমন কিছুই ছিল না। সহরে পৌঁছে তার মনে হ'ল চট্টগ্রামের কথা। তারপর পাহাড়গুলি। পাহাড়গুলিতে সাহেবদের ডাক-বাংলো যেমন সজ্জিত দেখায় তেমনি এখানের বাড়ীগুলি সজ্জিত দেখাচ্ছিল। কোথাও পানের পিক অথবা চুনের দাগ দেওয়ালে না দেখতে পেয়ে নরেন বুঝল ইটালীতে কেহ পান খায় না। সকলেই সিগারেট খায় অথচ দেশলাইয়ের কাঠি অথবা সিগারেটের টুক্‌রা দেখতে না পেয়ে নরেন অবাক হয়েছিল। পথে লোক চলছে অথচ চিৎকার করে কথা বলছে না। স্ত্রীলোক চলছে, তাদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। সকলেই আপন মনে পথ চলে যাচ্ছে, কেউই চলার পথে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করছে না। সবচেয়ে বড় কথা একটিও

ভিখারী দেখতে পাচ্ছে না। এদেশে কি কেহই ভিক্ষা করে না! কতক্ষণ গিয়ে একটি হোটেলের সামনে নরেন দাঁড়াল। ভেতরে নৃত্যগীত চলছিল! সেখানে যেতে সাহস করল না কারণ সে জানত নৃত্যগীতে যারা উপস্থিত হয় তারা কেহই নাবিক-বেশে যায় না। হোটেল পেরিয়ে একটু যেতেই দেখল এক ফলওয়ালা মস্তবড় স্টল্ সাজিয়ে চলেছে। মানুষ পয়সা দিয়ে ফল নিয়ে যাচ্ছে অথচ দাম জিজ্ঞাসা করছে না। একদিকে ফলের দাম লেখা ছিল। একটি কার্ডে লেখা ছিল দশ সেন্তিম্। নরেন একটি আপেল উঠিয়ে একটি লীড়া দিল। দোকানী তাকে নব্বই সেন্তিম্ ফেরত দিয়ে "মার্সী মঁসিয়ে" বল্‌ল। নরেন চিন্তা করে দেখল এখানে ফল খুবই সস্তা।

এগিয়ে যাবার পথে দেখল এক যায়গায় পুরাতন স্যুট বিক্রী হচ্ছে। দশ হতে পনের লীড়ায় পেণ্ট্ বিক্রি হচ্ছে। নরেনের স্যুট ছিল সে স্যুট না কিনে পাঁচ লীড়া দিয়ে একটি ফেল্ট্-হেট্ কিনল। জিনিসটা যদিও ভাল ছিল তবুও পুরাতন জিনিস মনে করে চিন্তিত হয়েছিল। কিনে ফেলেছে করে কি? ভাবলো জাহাজে গিয়ে গরম জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলবে তবুও এমন জিনিস ছেড়ে যাওয়া যায় না।

আরও এগিয়ে গিয়ে দেখল পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। বাড়ীর সামনে অনেকগুলি লোক খেতে বসেছে। নরেনও খেতে বসল। কায়দা মাফিক লান্চ্ খেল এবং তিনটি লীড়া মূল্য দিয়ে মনে করলে এত সস্তায় কলিকাতাতেও খাদ্য পাওয়া যায় না। এরা এত সস্তায় কি করে খাবার বিক্রি করে? নরেন জানত না ইটালীতে মজুর অথবা অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ নিজের ঘরে সহজে উনুন ধরায় না। রেঁস্তোরাতে খেয়েই জীবন কাটিয়ে দেয় সেজন্য রেঁস্তোরাতে খাবার জিনিষ সস্তায় বিক্রী হয়।

দুঃখের বিষয় নরেনের সংগে কেহই কথা বলছিল না। নরেন কিন্তু

কথা বলতে ইচ্ছুক ছিল। ইংলিশ ভাষা ইটালীর লোক কমই জানত কিন্তু জেনেভা ইন্‌টারনেশনেল্ সহর। সেখানে ইংলিশ জানা লোকের অভাব ছিল না। নরেন নাবিক পোষাকে ছিল, তার সংগে কথা বলা সকলে পছন্দ করছিল না। এই নরেনই যদি সিভিলিয়ান্ পোষাকে সহরে যেত তবে অনেক লোক তার সংগে কথা বলত। সাধারণ লোকের ধারণা এশিয়ার নাবিক প্রায়ই নিরক্ষর আর তারা যা মাইনে পায় তা অতি সামান্য। এশিয়ার দরিদ্র নাবিকেরা হয় ধর্মান্ধ নয় ইউরোপীয়ান বিদ্বেষী। এই প্রকারের গল্প রামব্রজের কাছ থেকে পূর্বেই শুনেছিল সেজন্য সে মোটেই দুঃখিত না হয়ে জাহাজে ফিরে এল।

সন্ধ্যার পর সারেং সাহেব খেতে বসে সকলকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, "কাল সকালে আমাদের জাহাজ লিভারপুলের দিকে রওনা হবে। পথে পনর দিনও লাগতে পারে কমও লাগতে পারে। লিভারপুলে পৌছে যার ইচ্ছা সেই জাহাজ পরিত্যাগ করতে পার। নূতন নাবিক সংগ্রহ করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। আমার ইচ্ছা তোমরা যে কেউ পার অর্থাৎ যার সাহস আছে ইংলণ্ড থেকে যাও। আমি যে সুযোগ তোমাদের দিচ্ছি অন্য কোনো সারেং তোমাদের সে সুযোগ দেবে না। তারা উদার নয়, আর তারা আমাদের মানসিক দুর্বলতা জানে না। আমার সংগে যারা এসেছ তাদের মধ্যে একজনও এক বিঘা জমির মালিক নও, সকলেই প্রজা। পরিশ্রম না করলে তোমাদের অন্ন জুটবে না। পরিশ্রম করে যখন অন্নের সংস্থান করতে হবে তখন স্বদেশ আর বিদেশ কি? যে দেশে ভাল রকম থাকা-খাওয়া চলে সে দেশই তোমাদের দেশ।

তোমরা যে সকলেই ইংলণ্ডে থাকবে এমন কথা নয়। ইংলণ্ড

হ'তে যে-কোনও দেশে গিয়ে বসবাস করতে পার। আমেরিকা, আফ্রিকা এই দুটি দেশে যেতে হ'লে ইংলণ্ড থেকে যাওয়াই ভাল। কাপ্তেন টমাস আমাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন বলেই তোমাদের বললাম, নতুবা বলতাম না। ইংলণ্ডেই ইমিগ্রেসন আইন একটু নরম নতুবা পৃথিবীর সর্বত্র আইন করে সাধারণ মানুষের চলা-ফেরার পথ বন্ধ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে এরূপ সুবিধা পাওয়া যাবে কি না বলা শক্ত।"

সারেং সাহেব আর কিছুই না বলে নিজের কেবিনে চলে গেলেন। যাদের মন উড়োপাখী ছিল হঠাৎ তাদের মনের পরিবর্তন হ'ল। কেউই ইংলণ্ডে থাকতে চাইল না। সকলেই দেশে ফিরে যাবে ঠিক করল। রাত্রে রামবৃজের সংগে নরেনের দেখা হ'ল। নরেন রামবৃজকে বলল, "ভাই রামবৃজ, আমি তোমার সংগে থাকব।"

"বেশ তাই হবে, বেশি কথা বলো না, এখন কাজ ক'রে যাও; ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে যখন বিস্‌কে উপসাগরে পড়বে তখন যদি মন ঠিক রাখতে পার আমার সংগে কথা বলবে।"

সমুদ্রে মানুষের গতি সাগর তরঙ্গের মত বদ্‌লায়। রামবৃজ ভাল করেই জানত শিক্ষিত ছেলেরা নাবিকের কাজে টেকে না। তাদের ধৈর্যের সীমা অতি সংকীর্ণ। ছোটবেলা হ'তে যারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, পরিশ্রম করতে যারা বিমুখ, তাদের বিশ্বাস করা কোনও মতেই উচিত নয়। তবে যদি নরেনের মনের পরিবর্তন হয়, সে অন্য কথা। আন্তর্জাতিক মনোভাব অর্জন করা যে তত সহজ নয় তাও রামবৃজ ভাল করেই জানত।

ভূমধ্যসাগরের অনেকগুলি দ্বীপ রয়েছে। একদিন জাহাজের সকলেই দেখল একটি দ্বীপ ডুবে যাচ্ছে। কাপ্তেন টমাসকে সংবাদ দেওয়ামাত্র

তিনি উপরে উঠলেন এবং দূরবীণ দিয়ে দেখলেন। পাশেই প্রথম ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন তাঁর আদেশে বিপদের হুইসেল বাজিয়ে দেওয়া হ'ল। যাকে নাবিকরা দ্বীপ মনে করেছিল সেটা দ্বীপ নয়, বড় মাছ। দূরত্ব এবং চোখের জ্যোতি তিল্‌কে তালে পরিণত করেছিল। বিপদের হুইসেল বন্ধ হ'ল। কাপ্তেন টমাস প্রথম ইন্‌জিনিয়ারকে বল্‌লেন, এত বড় জল-জীব ভূমধ্যসাগরে দেখা যায় না, বোধ হয় আটলান্টিক মহাসাগর হ'তে পথ ভুলে এসেছে। এই ধরণের জল-জীব বিষুব রেখা অধ্যুষিত সাগরে দেখা যায়, তবে এরা মোটেই অনিষ্টকারী নয়।

নূতন নাবিকদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রথম যাত্রাতেই তারা একটি বড় জল-জীবের দেখা পেল। ভবিষ্যতে আরও কত কি দেখবে সে আশাতে সকলের মনই কিছুটা উত্তেজিত হ'ল। মানুষ বিপদ দেখতে চায় কিন্তু বিপদে পড়তে চায় না। নরেনও জলজীবটা দেখছিল। সে ত' অভ্যাস বশে মা গঙ্গার বাহন মনে করে দু-হাত একত্র করে কপালে ঠুকেছিল। অভ্যাস, সবই অভ্যাস। অন্যান্য নূতন নাবিক শুধু অবাক হয়েছিল, তাও অভ্যাস বশেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজ জিব্রাল্‌টারের পাশ দিয়ে চলল। জিব্রাল্‌টার "ওসন্ লাইনারের" বন্দর নয়। জাহাজে থেকে অনেকেই জিব্রাল্‌টার দেখে খুসী হয়েছিল, নরেন কিন্তু খুসী হয় নি, সে বন্দর দেখতে চেয়েছিল। সে জানত' জিব্রাল্‌টার ফোর্ট উইলিয়মের মত একটি দুর্গ মাত্র। বৃটিশ সেপাইরা এখানে থাকে এবং দরকার মত অন্যত্র যেয়ে নরহত্যা করে।

জিব্রাল্‌টার পার হয়েই জাহাজ মুস্‌ড়ে উঠল। সমুদ্রে ঢেউ ছিল না, প্রবল বাত্যাও ছিল না; এমন কোন কারণ ছিল না যাতে জাহাজটা মুস্‌ড়ে উঠতে পারে। এরা জানত না, সাগরে ঢেউ না থাকলেও

আণ্ডারকারেণ্ট থাকে। জাহাজ আণ্ডারকারেণ্টে পড়েছিল বলেই জাহাজ মুস্‌ড়ে উঠেছিল। কাপ্তেন টমাস ছিলেন তাঁর নিজের কেবিনে, তাড়াতাড়ি করে বের হয়ে এসেই নিজের হাতে ষ্টিয়ারিং ধরলেন। তিনি সব সময় মানচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। মানচিত্র অনুযায়ী জাহাজ চালালে বিপদে পড়তে হয় না। সামুদ্রিক মানচিত্রে জল-স্রোতের গতিও নির্ধারিত থাকে।

বিস্‌কে উপসাগর কখনও শান্ত থাকে না। এতে জাহাজ পেঁছানমাত্র টল্‌তে থাকল। নূতন নাবিক এবং যাত্রীরা প্রায় সকলেই কয়েক ঘণ্টার জন্ম বিছানা নিতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু নরেন বিছানা নিল না। পূর্বের মত কাজ করে যাচ্ছিল। নরেনের কাজ দেখে সারেং সাহেব পর্যন্ত অবাক হলেন। বিস্‌কে উপসাগরে অনেকেরই মাথা ঘুরতে থাকে কিন্তু নরেনের যে কিছুই হচ্ছে না! দূর থেকেই সারেং সাহেব নরেনের প্রশংসা করছিলেন। সারেংএর সহকারী। টেণ্ডল সাহেব সারেং সাহেবকে বলছিলেন, 'যদি নরেন সামুদ্রিক মানচিত্র জেনে যায় এবং কম্পাস "এলিম" শিখে ফেলে তবে নরেনও কাপ্তেন হতে পারবে। তার সাহস এবং ধৈর্য্য বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। উপরন্তু সে "মোটা" এবং "পাতলা" মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়েছে।

সারেং সাহেব বললেন, "মনে রেখো টেণ্ডল সাহেব, আমরা পরাধীন, আমাদের পক্ষে সারেং এবং টেণ্ডল হওয়াই সাগরের সর্বোচ্চ পদবী, আমরা কি কখনও স্বাধীন হব? আমার ত মনে হয় না, আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। আমরা ধর্মের দাস, ধর্মই যে আমাদের শত্রু। নরেনের মত ছেলে কতজন পাবে। নরেন কখনও মোটা অথবা পাতলা মাংস খায় নি, আমাদের পাল্লায় পড়ে খেয়েছে। কই রামবৃক্ষ ত মোটা মাংস খেতে পারে না, আমি অথবা তুমি কখনও

কি পাতলা মাংসের কথা চিন্তা করেছি? অথচ ইউরোপীয়ানরা উভয় মাংস খেয়ে পেট মোটা করে হাঁটে। তবে এটা ঠিক, নরেন আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। দেশ স্বাধীন হোক্, আর পরাধীন থাক, নরেনের উন্নতি কেউ রুখ্‌তে পারবে না। সাগরে ঢেউ উঠলেই আমাদের ছেলেরা চিৎকার করে আল্লার নাম করে; নরেন চিৎকারও করে না, হয় ত অন্তরেও ঈশ্বরের নাম নেয় না, সে চেয়ে থাকে উত্তাল সাগরের দিকে। বোধ হয় উত্তাল তরঙ্গমালাযুক্ত সাগর দেখতে ভালবাসে; আমাদের জাহাজে এতগুলো অফিসার আছে, তাদের কাউকে কি কোনদিন ঈশ্বর ঈশ্বর বলে চিৎকার করতে দেখেছ? নরেন সবেমাত্র সাগরে এসেছে, তার পক্ষে "মা-কালী" "মা-দুর্গা" বলে চিৎকার করা স্বাভাবিক। কিন্তু ভায়া, সাগরে আসার পরই সে সাহেবের স্বভাব আপনি পেয়ে গেছে, সাহেবরা তাকে শিখিয়ে দেয়নি, আমরাও তাকে "মা-দুর্গা" "মা-কালী" বলতে নিষেধ করি নি। যার হয় তার সাতেই হয়, যার হয় না তার সত্তরেও হয় না। আমি ত বলে দিয়েছি যার ইচ্ছা সেই বিলাতে থেকে যেও, কিন্তু তুমি দেখবে শুধু নরেন থাকবে আর সবই আমাদের সংগে দেশে ফিরবে।

—এরূপ হবার কারণ কি সারেং সাহেব?

—এর কারণ আমি ভাল করে জানি। আমাদের সংগে যে ছেলেরা এসেছে তারা তাদের আশে-পাশে দেখে জমিহীন চাষা। ঘুম থেকে উঠেই মাঠে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই দেখে না। নরেনের পাশের ঘরে থাকেন এক জজ্ সাহেব। তিনিই ত নরেনের বাবার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি কিনেছেন। নরেন বুঝতে পেরেছে এই বাজারে জজ্ হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, অতএব অন্য পথ খুঁজে নেওয়াই দরকার। সেজন্য সে সাগরে এসেছে। তার বাবা আমার হাত ধরে কেঁদে

বলেছিলেন—তাঁরা উপবাস করেন না কিন্তু জজ্‌ সাহেবের বাড়ির সংগে পাল্লা দিয়ে খরচ না করলে মান ইজ্জত থাকে না। নরেনের বাবার ইচ্ছা সে বিলাতে থেকে "ব্যারিষ্টরী" পাশ করে দেশে গিয়ে জজ্‌ সাহেবের কর্ণ-মর্দন করুক। কিন্তু তা হবে না, সে জজ্‌ সাহেবের কর-মর্দন না করে আর কিছু করবে, যা আমাদের জাতের মধ্যে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। দেখে নিও আমি সত্যি কি মিথ্যে বলছি।

জাহাজ লিভারপুল পৌছবার সময় হয়েছিল, আগামী কাল কি পরশু কিনারায় লাগবে। অদূরে ভূমি দেখা যাচ্ছে, সারেং সাহেব পুনরায় সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন যার ইচ্ছা সেই ইংলণ্ডে থেকে যেতে পারবে। নরেন থাকতে এসেছিল কিন্তু সাগর তাকে ডাকছিল, সে ব্যারিষ্টার হবার আশা পরিত্যাগ করল এবং রামবৃজকে পুনরায় বলল —সে তার সংগে থাকবে এবং কলিকাতাগামী কোনও জাহাজে চাকরি করবে না।

রামবৃজ নরেনকে পূর্ব হতেই বাজিয়ে দেখছিল; আজ আবার বলল "শোন নরেন, তোমার পক্ষে সাগরে চাকরী করা কষ্টকর হবে, উপরন্তু যদি অর্থহীন হয়ে দেশে ফিরে যাও তবে তুবি সমাজচ্যুত হবে, তোমার মা বাবাকেও সমাজচ্যুত করবে। তুমি কি বিত্তহীন নাবিক-জীবন কাটাতে চাও ?"

বিত্তহীন নাবিক-জীবন কাটানো কষ্টকর ব্যাপার, কিন্তু সমাজের ভয় আমাকে দেখিও না; আমাদের গ্রামে অনেক বিলেত ফেরতা আছেন, তাঁদের পাশ দিয়েও সমাজ ঘেষতে পারে না।

লিভারপুল

রামবৃক্ষ নরেনকে তার সংগে নিতে সম্মত হল এবং জাহাজ ডকে পৌছাবার দিনই নরেনকে নিয়ে পরিচিত এক লজিং হাউসে উঠল। রামবৃক্ষকে লজিং হাউসের মালিক বিশেষ ভাবে জানত। যাওয়া মাত্রই রামবৃক্ষকে একখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রুম দেখিয়ে বল্ল, "বেশ ভাল' রুম দিয়েছি, তিন নম্বর রুম।" নরেন রামবৃক্ষের সংগে থাকবে সে ধারণা লজিং হাউসের মালিকের ছিল না। সে মনে করেছিল হয় ত' নরেনের সংগে রামবৃক্ষের পথে দেখা হয়েছে। রামবৃক্ষ লজিং হাউসের মালিককে বল্ল "একা আসি নি বন্ধু আমার সংগে এই ভদ্রলোকও এসেছেন—নাম মিষ্টার নরেন, এঁকেও একখানা রুম দিয়ে দাও।" নরেনের জন্য সাত নম্বর রুম নির্ধারিত হল। নরেনকে নিয়ে রামবৃক্ষ সাত নম্বর রুমে প্রবেশ করল।

স্প্রীংএর খাটের উপর গদি দেওয়া বিছানা। বিছানার চাদর ধবধবে। মাথায় দেবার জন্য দু'টা বালিশ, পাশে বেশ মোটা একটা পাশ বালিশ। মোটা দু'খানা কম্বলকে ভাঁজ করে তার উপর উসার দেওয়া। দু'খানা কম্ফর্ট চেয়ার, একখানা টেবিল, উপরন্তু রয়েছে একটা আলমারী। তাতে পোষাক রাখা যায়। বিছানার নীচে একটা পাত্র। সেই পাত্রটা দেখিয়ে রামবৃক্ষ বল্লে, "এতে শুধু মূত্র ত্যাগ করবে। সকাল বেলা বাড়িওয়ালী অর্থাৎ লেণ্ডলেডী নিজেই পরিষ্কার করবেন। আর ঐ পাশে স্টেণ্ড আর জলের পাত্র। যখনই দরকার হবে নীচ-থেকে গরম জল এনে এখানে হাত মুখ ধোবে। বাইরে যেন জল না পড়ে। আর একটা পাত্র দেখছ তাতেই জল ঢেলে রাখবে। তার পরই রামবৃক্ষ

নরেনকে বল্‌ল "ভুলবে না কিন্তু—এটাই হল বিলাত, এদেশে নিজের দিকটা যতটুকু দেখতে হয় অপরের দিকটাও তত দেখতে হয়। উপরে বেশি জল ব্যবহার করবে না। লেণ্ড-লেডী তাতে রাগ করেন। যত কম জল ব্যবহার করবে ততই ভাল। তারপর নিয়ে গেল স্নানাগারে। স্নানাগার দেখিয়ে বল্‌ল, স্নানের জন্য প্রত্যেকবারে দু' পেনি করে দিতে হয়। স্নানান্তে টব্ পরিষ্কার রাখতে হয়।" এই রকম আরও অনেক রকমের উপদেশ দেবার পর নরেনকে নিয়ে রামবৃজ বসবার ঘরে গেল।

কথা প্রসংগে লজিং-কিপার বললে, "এবার কি নিয়ে এসেছ রামবৃজ?"

"যা নিয়ে এসেছিলাম তা পাচার করে দিয়েছি বেশ মোটা লাভ হয়েছে।"

"কত?"

"হাজার পাউণ্ড।"

"বেশ ভাল কয়েক সপ্তাহ আনন্দে কাটাতে পারবে রামবৃজ। এখন বিশ্রাম করগে।"

রামবৃজ এবং নরেন নিজ ঘরে বিশ্রাম করতে গেল। নরেন রামবৃজের উপদেশ মত শরীরটাকে মুক্ত করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকল। গভীর নিদ্রা সকল চিন্তার অবসান করে নরেনকে কোলে তুলে নিল।

বিকালে উভয়ে একটি ইটিং হাউসে পেট ভরে খেয়ে রামবৃজের পরিচিত এক ক্লাবে গেল। সর্বপ্রথমই নরেন বল্‌ল "শোন রামবৃজ, তোমার নির্দেশমতই কিন্তু সব কাজ করেছি। কি জানি কি হয় তাতে!"

রামবৃজ হেসেই খুন সে বল্‌ল, "এটা সভ্য দেশ, এদেশে জাতিভেদ নেই, শুধু হিন্দুদের মধ্যেই জাতিভেদ রয়েছে। তুমি যদি আমাদের

দেশের জাতিভেদের কথা কোনও ভদ্রলোকের কাছে বল, সকলেই হাসবে। আমাদের পতনের একমাত্র কারণ জাতিভেদ। জাতিভেদ হতে মুক্ত হওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার, তবে এখন এসব কথা ভুলে যাও। বিদেশে এসেছ, এখানকার লোকের আচার ব্যবহার একটু দেখ। আরও কত সমস্যা তোমার মনে আসবে তারও সমাধান করতে হবে। এখন আমরা ক্লাবে এসেছি। ক্লাবে এসে কেউ নিজের আপদ বিপদের কথা চিন্তা করে না। সকলেই বাইরের কথা অর্থাৎ সাধারণ কথা বলে আত্মবিনোদন করে। এখন তোমাকে আমার কয়েকজন বন্ধুর সংগে পরিচয় করিয়ে দেব। তাদের সংগে কথা বলে অন্তত বিদেশী ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হও।"

ক্লাবটিতে অতি পুরাতন নাবিকেরা আসে। যারা আসে তারা প্রায়ই বিত্তশালী (Solvent), তা বলে কেউই নিজের বাড়ীতে বাস করে না, সকলেই ফ্ল্যাট বাড়ীতে বাস করে এবং জমানো অর্থের সৎব্যবহার করে। ইংলণ্ডে বাড়ীর মালিক সকলেই মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত কি রকমের বিত্তশালী পরে আমরা জানতে পারব। রামবৃজ নরেনকে যাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তারা সকলেই ইন্‌জিনিয়ার এবং সংবাদ জানতে আগ্রহশীল। একজন নাবিক রামবৃজকে বলল "তুমি একটু সরে দাঁড়াও আমরা নবাগত নাবিকের সংগে কথা বলব, সে তোমাদের গুহ্য কথা আমাদের কাছে বলতে পারবে। তুমি চতুর, অনেক কথা গোপন কর।"

নরেনের প্রতি প্রথম প্রশ্নই হল, 'তার বাবা কি কাজ করেন?'

নরেন ত অবাক, তবুও সে বললে "আমার বাবা চাকরী করেন না।"

তবে কি করেন?

সংসার দেখেন।

সংসার চালাবার মত খরচ কোথা হ'তে পান?

আমাদের জমিজমা আছে। জমি অন্য লোকে চাষ করে, অর্দ্ধেক ফসল আমাদের দেয়, তাতেই আমাদের সংসার চলে যায়।

তুমি যদি আজ বাড়ীতে থাকতে তবে কি করতে?

বই পড়তাম, খেলতাম, আড্ডা দিতাম রাত হলে ঘুমিয়ে থাকতাম।

যারা নরেনের কথা শুনছিল তারা আশ্চর্য হল। তারমধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল, "তবে বাড়ি ছেড়ে এলে কেন?"

বাবার কথায় বারিষ্টারী পড়তে।

তুমি কি পড়বে?

না।

তবে কি করবে?

নাবিক বৃত্তিই চালিয়ে যাব। সাগরে কাজ করতে বেশ আরাম। লাগে।

ব্যারিষ্টার না হলে তোমার বাবা রাগ করবেন নিশ্চয়ই।

—ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

তোমার বাবার মৃত্যুর পর তোমাদের সম্পত্তি কে পাবে?

আমরা দু'ভাই পাব।

সম্পত্তি বিক্রী করলে কত পাওয়া যাবে?

হাজার চল্লিশ টাকা।

যারা নরেনের কথা শুনছিল তাদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সকলেই মনে করছিল, যার সম্পত্তির দাম চল্লিশ হাজার "পাউণ্ড" সে নাবিকের কাজ করা পছন্দ করছে কেন? সন্দিগ্ধ হয়ে ক্লাবের উপস্থিত যে সকল ভদ্ররা নরেনকে প্রশ্ন করেছিল এর বেশি আর কোনও

প্রশ্ন করল না। তাকে একাকী বসতে দিয়ে রামবৃজকে সকলে ঘিরে ধরল এবং জিজ্ঞাসা করল "যাদের সম্পত্তির আয় আছে তাদের মধ্যে কম লোকই সাগরে যায়। অবশ্য নেভেল ডিপার্টমেণ্টর কথা পৃথক। একে নিয়ে আসার কোনও মতলব আছে তোমার ?"

রামবৃজ একটুও না দমে বল্‌ল. "নিশ্চয়ই মতলব আছে। আমার যে মতলব রয়েছে ভবিষ্যতে দেখবে এখন এ সম্বন্ধে বেশি কথা বলে লাভ কি ?"

রামবৃজের কাছ থেকে যথাবিহিত উত্তর না পেয়ে অন্যান্য বিষয় আলোচনা আরম্ভ হ'ল। রামবৃজও নরেনকে নিয়ে লজিং হাউসে চলে গেল।

কয়েক দিন অতিবাহিত হবার পর নরেন একলা সহর দেখতে বের হ'ত। কোনও দিন পথ ভুলে যেত কোনও দিন পথ ভুলত না।

একদিন সন্ধ্যার পর নরেন পথ হারিয়ে ফেল্‌ল। অন্যান্য দিন পুলিশের সাহায্য নিত। সেদিন কাছে কোনও পুলিশকে না পেয়ে এক যুবতীকে লজিং হাউসে যাবার পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করল।

যুবতী পথ না দেখিয়ে দিয়ে বল্‌ল "আমি সেদিকেই যাচ্ছি, যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার সংগে যেতে পার।" যুবতী আগে নরেন পেছনে। নরেন যুবতী সম্বন্ধে একটুও চিন্তা করছিল না, সে শুধু নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল। পথ হারানো যেন তার পক্ষে মহা অন্যায় হয়েছিল। কতক্ষণ পর যুবতী নরেনকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন্ দেশের লোক ?"

ইণ্ডিয়া।

যুবতী নরেনকে তার পাশে এক সংগে চলতে বলল। নরেন কেনা গোলামের মত যুবতীর আদেশ পালন করল। তারপর যুবতী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে কেন এসেছ ?"

নাবিক ; চাকরী করছি।

কোন্ কোম্পানীর ?

বি, আই।

দেশে ফিরে যাবে ?

জানি না।

তোমাদের কাপ্তেনের নাম কি ?

কাপ্তেন টমাস্।

নরেন যুবতীর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় একটুও সম্মান দেখাচ্ছিল না অথবা অবজ্ঞাও করছিল না। যুবতীও সমানে সমানে কথা বলার মতই কথা বলছিল। কতক্ষণ পর যুবতী নরেনকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাল বিকালে আমার সংগে বেড়াতে যাবে ?"

নরেন বল্ল "আমার সাথীকে না জিজ্ঞাসা করে কোথাও যেতে পারব না। তুমি কাল আমাদের লজিং হাউসে এস, যদি যাবার আদেশ পাই তবে যাব।"

যুবতী নরেনের লজিং হাউস দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, "ঐ দেখো তোমার লজিং হাউস। আগামীকাল বিকালে আমি কিন্তু আসব।"

নরেন যুবতীকে বল্লে "আমি যা বলেছি এর বেশী বলার মত কিছুই নেই।"

যুবতী চলে গেল। নরেন চিন্তিত মনে লজিং হাউসে প্রবেশ করল। তখন রামবৃজ উপস্থিত ছিল না। লজিং-হাউস-কিপারকে নরেন জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের দেশের যুবতীরা কি অপরিচিত যুবকদের সংগে বেড়াতে যেতে পারে ?"

"কেন পারবে না। শুনেছি তোমাদের দেশে অপরিচিত যুবক কেন পরিচিত যুবকের সংগেও যুবতীরা বেড়াতে যেতে পারে না। নারী-হরণের প্রচলন তোমাদের দেশে রয়েছে, আমাদের দেশে নারী হরণ হয়

না, হতে পারে না! যদি কোনও সময়ে কেউ নারী হরণের চেষ্টা করে তবে তার শাস্তি সরকারের তরফ থেকে হয় না। সরকারী মতে শাস্তি দিতে হলে অনেক সময়ের দরকার হয়, আমরা তত সময় ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি না। নিজেরাই এর ব্যবস্থা করি। তোমার সংগে কোনও যুবতী এরই মধ্যে পরিচয় করে নিয়েছে?"

'পরিচয় করেনি, পরিচয় করতে চেয়েছে। পরিচয় করতে হলেই উভয়ে বেড়ানো অতীব দরকার?'

'যুবতীদের সংগে একটু দেখেশুনে পরিচয় করো নরেন, এটা তোমাদের দেশ নয়, দু' শিলিং ফেলে দিয়ে বিদায় নেবে। ইংলণ্ডে পিরীত করার বিশেষ দণ্ড দিতে হয়। হয় বিয়ে করতে হবে নয় সারা জীবনের খাওয়া থাকার খরচ বহন করতে হবে। তুমি বৃটিশ রাজ্যে বাস কর সে কথাও যেন মনে থাকে।'

লজিং হাউসের মালিক যদিও আকার ইঙ্গিতে নরেনকে হুসিয়ার করে দিল তবুও নরেন সম্যকরূপে বিষয়টা বুঝতে পারল না। নরেন জানত কোনও যুবতীর শ্লীলতা নষ্ট করার মত প্রবৃত্তি তার নেই এবং কৃষ্টি বলতে যা বুঝায় সে তা আয়ত্ব করেছে। কৃষ্টিহীন মানুষই পশুর প্রকৃতি পেয়ে থাকে।

রামবৃক্ষ ফিরে আসার পর নরেন অপরিচিত যুবতীর কথা বলল এবং আরও বলল, "যুবতী বড়ই সুন্দর এবং দয়ালু; তার হাত বেশ গরম। শরীরে নিশ্চয়ই প্রচুর রক্ত আছে নতুবা এত শীতেও হাত গরম থাকে কি করে?"

রামবৃক্ষ জিজ্ঞাসা করল, "তারপর?"

"তারপর আবার কি, আগামী কাল বিকালে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে বলেছে; এখন তোমার আদেশ পেলেই যুবতীকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারি।"

রামবৃজ একটু চিন্তা করে বলল, "আমার মনে হয় না যুবতী তোমার সংগে পুনরায় দেখা করতে আসবে। যদি আসে তবে স্বচ্ছন্দে তার সংগে বেড়াতে যেতে পার।"

মাত্র দুই মাস নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া থাকা এবং পরিশ্রমের ফলে নরেনের শরীরে যৌবন দেখা দিয়েছিল। যৌবনের সংগে কামনা আসে কিন্তু সকলের কামভাব হয় না। নরেনের কামনা এসেছিল, যুবতীকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়েছিল বটে, কিন্তু কৃষ্টি তাতে বাধা দিয়েছিল। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। নরেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না। পরের দিন বিকালে রামবৃজ এবং নরেন যুবতীর জন্ম অপেক্ষা করছিল সেই সময় এক জন প্রৌঢ়া মহিলা আসলেন এবং নরেনকে লক্ষ্য করে বললেন— "মাননীয় মহাশয় আপনিই বোধহয় সেই ইণ্ডিয়ান্ যুবক- যাঁর সংগে একটি যুবতীর দেখা করার কথা ছিল। তাঁর কাছ থেকে আমি এসেছি। তিনি বলে পাঠিয়েছেন "আপনার সংগে তাঁর দেখা হবে না। দয়া করে ক্ষমা করবেন, বিদায়।'

মহিলা চলে যাবার পর রামবৃজ নরেনকে বলল, "দেখলে ভায়া, আমার কথা ফলেছে। তোমার কথার মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম যুবতী কোনও ধনীর কন্যা হবেন। কৌতুকী হয়ে তোমার করমদন করেছিলেন। এই শীতে যে কোন লোকের হাত শীতল হয়, কিন্তু যুবতীর হাত গরম ছিল; দ্বিতীয় কারণ, তিনি এত গরম খাদ্য ভোজন করেন যাতে তাঁর হাত সবসময় গরম থাকতে বাধ্য। লিভারপুল সহরে বদোওয়াইন লক্ষ প্রতি একজন লোক খায় কি না সন্দেহ। যুবতী বদোওয়াইন খান বলেই তাঁর হাত গরম ছিল।"

নরেন ভাবল হয় ত রামবৃজের কথাই ঠিক। যুবতীর সম্বন্ধে আর

কোনও উচ্চবাচ্য না করে নরেন্ বল্‌ল "চল কোনও ক্লাবে যাওয়া যাক।" রামবৃজ ক্লাবে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। উভয়ে রাজপথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়ল। কতক্ষণ চলার পর রামবৃজ বলল, "চল নরেন আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া যাক, সেখানে গেলে হয় ত কিছু শিখতে পারবে।"

নরেন আপত্তি করল না। উভয়ে রামবৃজের বন্ধুর বাড়ী গেল। নরেন মনে করেছিল রামবৃজের বন্ধুর বোধহয় নিজের বাড়ী রয়েছে। কড়া-নাড়া মাত্র যে মহিলা দরজা খুলে দিলেন তিনি রামবৃজ এবং নরেনকে বিদেশী দেখে বিরক্ত হলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাই।"

রামবৃজ মহিলার বিরক্তি বুঝল এবং ক্ষমা চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বৃদ্ধ স্টিফেন্‌সন্ ঘরে আছেন ?"

পুনরায় বিরক্তি প্রকাশ করে মহিলা বল্‌লেন, "বুঝতে পেরেছি, আজ বৃদ্ধ পেন্‌সন্ পেয়েছেন, আপনারা কি তাঁর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে এসেছেন ? বৃদ্ধকে নিয়ে আর পারা গেল না, আমার বাড়ী থেকে বার করে দিতে হবে, যার-তার কাছ থেকে ধার করে মদ খেয়ে আসে। আপনারা প্রথম এসেছেন বলে ছেড়ে দিচ্ছি আর কখনও আসবেন না।"

রামবৃজ পুনরায় বলল, "আমাদের সংগে দেনা পাওনার সম্বন্ধ বৃদ্ধের নেই এবং ছিল না। আমরা ইণ্ডিয়ান। বৃদ্ধের সংগে পরিচয় ছিল। দেখতে এসেছি তিনি কেমন আছেন।"

মহিলা লজ্জিত হলেন এবং উভয়কে বৃদ্ধের ঘর দেখিয়ে বল্‌লেন ঐ ঘরটাতে তিনি থাকেন।

বৃদ্ধের সংগে রামবৃজ দেখা করল। বৃদ্ধ রামবৃজকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং নরেন রামবৃজের ছেলে মনে করে বল্‌লেন, "এবার

পিতাপুত্রে এক সংগে বের হয়েছো, বেশ রোজগার করতে পারবে ;
রামবৃজ বল্‌লে "না হে বৃদ্ধ, যুবক আমার পুত্র নয়, আমাদের দেশের এক ভদ্রলোকের ছেলে।"

বৃদ্ধ অনেকবার ক'লকাতায় এসেছিলেন সেজন্য বাঙ্গালী ভদ্রলোক কাকে বলে জানতেন। ভদ্রলোকের ছেলেরা কেরাণীর কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কতকগুলি বাঙ্গালী পল্টনে ভর্ত্তি হয়েছিল। সদাশয় বৃটিশ সরকার বাঙ্গালীদের পল্টন হ'তে ধীরে ধীরে অপসারণ করছিলেন। নৌবিভাগে কয়েকজন ডাক্তার মাত্র ছিলেন। বৃদ্ধ সবই জানতেন। তিনি রামবৃজকে বল্‌লেন, "এটা আশ্চর্যের বিষয় রামবৃজ, এক জন ভদ্রলোকের ছেলে "মারচেণ্ট্ মেরিনে" কাজ নিয়েছে ; তুমি বোধহয় একে লোভ দেখিয়ে এনেছ ; সাবধান যদি এই যুবক পুলিশে সংবাদ দেয় তবে বিপদে পড়বে, একে বিদায় করে দাও।"

রামবৃজ হাসল এবং বৃদ্ধকে বল্‌ল "তোমাকে নিয়ে ইন্‌টারনেশনেল (Inter-national) ক্লাবে যাব। সেখানে নরেন অনেক কিছু জানতে পারবে। বৃদ্ধ রামবৃজের অনুরোধে নরেনের সংগে আলাপ পরিচয় করার ইচ্ছুক হয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা, তবে তোমার নাম নরেন, আমার নাম ফ্রেগার্গ। বুঝলে ভায়া ফ্রেঞ্চ আর জার্মাণ রক্ত আমার মধ্যে রয়েছে। জাতে আমি ইংলিশ। তোমাকে দেখতে ব্রাউন মংগোলিয়ান মনে হয়। যে কোন প্রকারেই হউক তুমি ইন্দো-এরিয়ান্ নও ; তোমাদের দেশে আমি গিয়েছি। একবার চাঁদপুর গোয়ালন্দ ফেরী বোটে চাকরিও করেছি, হিন্দী বলতে পারি। রামবৃজের সংগে অনেক পূর্বের পরিচয়, আমিই তাকে বিদেশে পাঠিয়েছিলাম। তখন আমার কথার মূল্য ছিল, আজ আমি বৃদ্ধ। বৃদ্ধাবস্থায় পেন্‌সন্ ছাড়া আর কোনও আয় নাই। তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক জমি আছে?"

"হাঁ স্যার, জমি আছে। ইচ্ছা করেই আমি নাবিক হয়েছি এবং ব্যারিষ্টার হবার যে ইচ্ছা ছিল তা পরিত্যাগ করেছি, নাবিকের কাজই করব। আপনি বল্‌লেন, বৃদ্ধাবস্থায় পেন্‌সন পান তার মানে কি?"

"আমাদের দেশে যাঁদের বয়স ষাট হয়েচে তাঁরা স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক সকলকেই সপ্তাহে সতের শিলিং করে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে মাত্র দশ শিলিং দেওয়া হ'ত, ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।"

"এত অর্থ কোথা হতে আসে?"

"তোমাদের দেশের মত আমাদের অনেক রাজ্য আছে, সেই রাজ্যগুলি হতে ধনরত্ন শোষণ করে এনে আমাদের সরকার বিলিয়ে দেন আমাদের। দেবেন না কেন? আমরা সকলেই আমাদের সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ খেটেছি। যাঁরা গ্রেটবৃটেন হতে বিদেশে যান নি তাঁরাও জীবনভোর কাজ করেছেন। তোমাদের মতে, তোমরা বলবে নিজের প্রাণ ধারণ করার জন্য কাজ করেছেন সেজন্য সরকার রাজ্যের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পেন্‌সন দেবেন কেন? এখানে তোমাদের সংগে আমাদের মতের মিল নেই। আমরা মনে করি আমাদের দেশে যত লোক আছে তারা সকলেই আমাদের জাত এবং তাদের সকলকে নিয়েই "আমরা"। অতএব আমাদের বৃদ্ধরা উপার্জনে অক্ষম হলে উপবাস করে মরবে, সেটা আমরা পছন্দ করি না। তোমরা কিন্তু আমাদের মত চিন্তা কর না। তোমরা মনে কর যাদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স হয়েছে তাদের পক্ষে বনে যাওয়াই ভাল এবং বনে যাওয়ার অর্থই হ'ল হিংস্র জীবের কবলে পড়া নয়ত উপবাস করে মৃত্যু বরণ করা। অতএব প্রাণের বন্ধু নরেন, আমরা বৃদ্ধ হলে কেন পেন্‌সন পাই তুমি বুঝবে না। যখন বৃদ্ধ হবে তখন বুঝবে বৃদ্ধাবস্থায় সরকারী সাহায্যের কত দরকার।

আমি যখন নারায়ণগঞ্জে ছিলাম তখন আমাদের এক কেরাণীর দাদু মারা যান। কেরাণী তার দাদুর জন্য একটুও দুঃখ প্রকাশ না করে আত্মীয়দের ভোজনের ব্যবস্থা করেছিল এবং সকলে আনন্দ করে ভোজন করেছিল, আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম বলে অনেকে হেসেছিল। বলেছিল বৃদ্ধের মৃত্যু হওয়াতে ভালই হয়েছে। বৃদ্ধ ত মরেন নি তিনি বেঁচে গেছেন। বার্দ্ধক্যের যন্ত্রণা আর কতকাল সহ্য করবেন? আমরা আজীবন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার যাতে কোনরূপ যন্ত্রণা না হয় তার চেষ্টা করি, তোমরা তা কর না। তোমরা বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার মৃত্যু কামনা কর। এখানে তোমাদের কৃষ্টির সংগে আমাদের কৃষ্টির একটুও মিল নেই। যাক্‌গে এসব কথা। এখন ক্লাবে চল, অনেক বিদেশী লোকের সংগে দেখা হবে। আমি এবং রামবৃজ উভয়েই ইন্‌টারনেশনেল্ ক্লাবের সভ্য।

বৃদ্ধ নূতন স্যুট পড়লেন, নেক্‌টাইও ছিল নূতন। তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন একটি বলিষ্ঠ যুবক। যুবকদের মত তিনি হাঁটছিলেন দেখে নরেন মনে করল যদি তার দেশেরও বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা পেন্‌সন পান তবে বোধহয় প্রত্যেকেই এক শত বৎসরেরও বেশি বাঁচতে পারবেন।

ইন্‌টারনেশনেল্ ক্লাব: পৃথিবীর অনেক দেশের লোক এখানে জমা হয়। বর্ণ বিচার অর্থাৎ কালা ধলা পীত এখানে গ্রাহ্য করা হয় না। নিগ্রো, রেড্ ইণ্ডিয়ান্ সকলেই এই ক্লাবে শুধু খেতে পায় না থাকতেও পায়, কারণ ক্লাব ঘরটা বেশ বড়। দোতলা এবং তিন তলায় যাত্রীরা বাস করেন। বৃটিশ হ'লে থাকতে দেওয়া হয় না কারণ এটা বৃটিশের নিজের দেশ। নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান এবং অন্যান্য দেশের লোক সহজে বৃটিশ হোটেলে স্থান পায় না তাও স্মরণ রাখা উচিত।

ইন্‌টারনেশনেল্ শব্দ নরেনের জানা ছিল কিন্তু ইন্‌টারনেশনেল্ ক্লাব

যে দেখতে পাবে নরেন তা কল্পনাও করে নি। অনেক জাতের লোকের সংগে রামবৃক্ষ নরেনকে পরিচয় করিয়ে দিল। তুরুক, আনাম্ এবং ইন্দোনেশিয়ান্ ছাড়া সকলেই নরেনের সংগে বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিল। তুরুকরা সাধারণতঃ সাম্রাজ্যবাদী। আরব দেশটা যাদের অধীনে ছিল তারা কি করে এক জন ইণ্ডিয়ানের সংগে বন্ধুত্ব করতে পারে? আনাম লোকটির নাকে মুখে পরাধীনতার ছাপ পড়েছিল সেজন্য সে ভারতীয়দের সংগে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছিল। ইন্দোনেশিয়ান্ লোকটি নরেনকে স্বজাতি মনে করেছিল। সে মনে করেছিল নরেন ইন্দোনেশিয়ান্। ইন্দোনেশিয়ান্ হয়ে যে ইণ্ডিয়ান্ পরিচয় দেয় তার সংগে প্রাণ খুলে কথা বলা চলে না। অশিক্ষিত ইন্দোনেশিয়ান্ নাবিকের নৃ-তত্বে অভিজ্ঞতা ছিল না শিক্ষিত হয়েও নরেন নিজের চেহারার সংগে অন্য কোন জাতের চেহারার সংগে মিল আছে কি নেই জানত না। যেখানে শিক্ষাই সঙ্কীর্ণ সেখানে অভিজ্ঞতা অবহেলিত। নরেনকে এ বিষয়ে দোষ দিয়ে কোন লাভ হবে না।

একে অন্যের সংগে পরিচিত হবার পর নরেন শুনল হিটলার নাকি অনেকগুলি সাবমেরিন তৈরী করেছেন। প্রত্যেক সাবমেরিন দশ খানা বৃটিশ জাহাজ নিমজ্জিত করার মত শক্তি রাখে। যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে সমুদ্রে চলাফেরা করা মারাত্মক হবে। সাবমেরিন্, জঙ্গী বিমান, বোমা পড়া হতে আত্মরক্ষা এই ধরণের কথাই হচ্ছিল বেশি। ইন্টারনেশনেল ক্লাবের কথা শুনে নরেন হতাশ হয়েছিল। তার মনে হয়েছিল যেন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে।

জুলিয়া

গ্রেট-বৃটেনে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার আছে। পিয়ারসন্ পরিবার তারই একটি। লিভারপুল সহরের কাছেই তাঁদের বাড়ী। বাড়ীর চারিদিকে মস্তবড় ফলের বাগান। এরূপ বড় বাগিচা এই অঞ্চলে বড় দেখা যায় না। মিঃ পিয়ারসন্ কাউণ্ট কাউন্সিলার। জমিদারী হতে বাৎসরিক আয় প্রায় আড়াই লক্ষ পাউণ্ড উপরন্তু পিয়ারসন্ কোম্পানীর অর্দ্ধেক শেয়ারের মালিক মিঃ পিয়ারসন্। তাঁর একমাত্র কন্যা জুলিয়া প্রায়ই সহরে যায় এবং সাধারণ যুবতীর মত পথে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য ড্রাইভার মোটর নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে। অনেক দিন জুলিয়া যখন হাঁটতে হাঁটতে হায়রাণ হয়ে যায় তখন ট্যাক্‌সিতে করে মোটর ষ্ট্যাণ্ডে পোঁছে নিজের মোটরে বাড়ী ফেরে।

জুলিয়াদের বয়, বাট্‌লার, বাবুর্চির সংখ্যা অনেক। গ্রেটবৃটেনের মধ্যবিত্ত পরিবারে যত রকমের আভিজাত্য থাকা দরকার পিয়ারসন্ পরিবারের কিছুরই অভাব ছিল না। সব কিছু থাকা সত্ত্বেও পিয়ারসন্ পরিবার সুখী ছিলেন না। তাদের একমাত্র কন্যা জুলিয়া আভিজাত্য পছন্দ করত না। অনেক লর্ড, নাইট তার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয়ে ফিরেছেন। কাকে সে বিয়ে করবে কোনও দিন কারো কাছে প্রকাশ করে নি। সে শুধু আনমনে ঘুরে বেড়াত আর দেখত, দেখেও তৃপ্তি পেত না। অনেকদিন সে শুধু বই পড়েই কাটিয়ে দিত, বাইরের লোকের সংগে কথাও বলত না। সে এক নূতন জাতের যুবতী। বাবা-মা তাকে কোনও রকমে ব্যতিব্যস্ত করতেন না, সে ছিল সবরকমে স্বাধীন।

সেদিন জুলিয়া ঘরে ফিরে তার মায়ের ঘরে প্রবেশ করল এবং তার মাকে বলল, "মা আজ একটি কালো যুবককে দেখেছি, তার শরীরের গঠন, মুখের আকৃতি আমাকে মোহিত করেছে। মোহিত করেছে বলে তুমি মনে করো না আমি তাকে বিয়ে করব। আমার বিয়ে হবে কি না তাই জানি না। যে কোন রকমেই হউক আমি তোমার মত দাসী হ'ব না, তুমি আমাকে আদর কর, যত্ন কর, আমাকে না দেখলে থাকতে পার না, এই যে চিন্তাধারা তাকেই বলে মাতৃত্ব। মাতৃত্বও এক প্রকারের দাসীত্ব, আমি সেই দাসীত্ব গ্রহণ করব কি না সন্দেহ। তা বলে ব্যভিচারিণী হ'ব তাও মনে করো না। তোমাকে একদিন বলেই ছিলাম, "আমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছি, সেই লড়াই-এ কে বিজয়ী হয় কে জানে?"

জুলিয়ার মা হেসে বললেন, "তুমি কালো ছেলেটাকে অলক্ষিতে ভালবেসেছ, তুমি প্রকৃতির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছ এবং সেই পরাজয়ের সংবাদই আমাকে দিতে এসেছ?"

জুলিয়া বললে, "তাই না কি?"

জুলিয়ার মা বললেন, "হাঁ, তাই জুলিয়া, তোমার পরাজয়ের সংবাদ তুমিই নিয়ে এসেছ।"

জুলিয়া আর কথা বলল না। নিজের ঘরে গিয়ে মস্ত বড় একখানা বই পড়তে আরম্ভ করল। বইটা মনস্তত্ব সম্পর্কিত। অনেকক্ষণ পড়ে খেতে বের হ'ল, তার গভর্নেস্‌ও খেতে বের হলেন। উভয়ে একই টেবিলে বসলেন। জুলিয়া তাদের বাট্‌লারকে জিজ্ঞাসা করল, "বাট্‌লার তুমি যখন যুবক ছিলে তখন কি তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছা হ'তে"?

বাট্‌লার জবাব দিল না, শুধু হাসল। গভর্নেস্ এরকম কথা পছন্দ করলেন না। চোখ লাল করে বাট্‌লারকে চলে যেতে বললেন।

ধনী পরিবারের নিয়মই তাই। অপরাধীর শাস্তি হয় না, শাস্তি হয় অপরাধী যার কাছে বসে এবং যার কাছে যায়।

গভর্ণেসকে জুলিয়া মোটেই পছন্দ করত না। পদে পদে তিনি জুলিয়াকে সংশোধন করতেন। ডিনারের টেবিল হতে ফিরে এসে গভর্ণেসকে পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "আপনাকে কি পাহারা দেবার জন্য রাখা হয়েছে? যদি তাই হয়, তবে এরূপ করে পাহারা দেবার কি কোনও মানে আছে? এই ত আজ একলা বেড়িয়ে এসেছি, একটি কালো যুবকের সঙ্গে কথা বলেছি, বোধ হয় অজানিতে তার সংগে প্রেমও করে ফেলেছি। আমার যদি ইচ্ছা হয় বিয়েও করতে পারব।"

গভর্ণেস বল্‌লেন, 'কালো আদ্‌মীকে বিয়ে কর, জাহান্নমে যাও তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কথা হ'ল তুমি ধনীর মেয়ে, ইংলণ্ডের ধনীর মেয়েরা যাতে আদব কায়দা শিখে তারই জন্য আমাকে রাখা হয়েছে। আরও একটি বিষয় আছে জুলিয়া, ভেবো না তুমি একেবারে নিরাপদ, তুমি তোমার পিতার একমাত্র কন্যা। অনেক যুবককে বিমুখ করেছ, তার মধ্যে যদি একটা কাপুরুষ ছেলে থাকে তবে সে প্রতিহিংসাও নিতে পারে। স্ত্রীলোকের প্রতি প্রতিহিংসা নেয় শুধু কাপুরুষ; আমাদের দেশে কেন পৃথিবীর অনেক দেশেই কাপুরুষ যুবকের অভাব নাই। তোমার রক্ষার্থে আর কিছু না পারি চেঁচাতে পারব। তোমাকে রক্ষা করার জন্য অন্তত চেষ্টা করতে পারব, এটা কি কম সাহায্য মনে কর জুলিয়া? আমি কি বুঝি না তুমি আমাকে পছন্দ কর না, সবই বুঝি, তবুও আমি তোমার ভার নিয়েছি। আমারও আত্ম-সম্মান আছে, আমারও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে তবুও কর্তব্য-বোধে তোমাদের এখানে আছি।'

'যখন তুমি বই পড়, তখন আমি লক্ষ্য রাখি। দেখতে পাই তোমার

মনে প্রবল হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে হিংসা মানুষের বিরুদ্ধে নয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে, প্রকৃতিকে জয় করা সম্ভব নয়। যদি তুমি প্রকৃতিকে জয় করতে পার তবে ইংলণ্ডের ইতিহাসে নূতন পাতার সৃষ্টি হবে, তুমি অমর হবে’।

জুলিয়া চুপ করে ভাবছিল, তবে কি নারীর জীবন মোটেই স্বাধীন নয়। পুরুষই নারীর জীবনের একমাত্র আশ্রয়? এটাই কি চিরাচরিত নিয়ম? স্ত্রীলোক শুধু দাসীবৃত্তি করেই জীবন কাটাবে? নারী কি কখনও পুরুষের সমান অধিকার পাবে না?

গভর্ণেস কাছেই বসেছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের সর্ববিষয়ে সমান অধিকার বিষয়টা কি রকম দাঁড়াতে পারে জিজ্ঞাসা করল। গভর্ণেস্ বললেন, "নারীকে যারা পুরুষের দাসী মনে করে তারা বন্য জীব। নারীর ধর্ম এবং পুরুষের ধর্ম এক নয়। এই দুই ধর্মের সঙ্গমই হ’ল মানব ধর্ম। সংক্ষেপে কথাগুলি বল্‌তাম বটে কিন্তু অনুধাবনের বিষয়। তুমি হয়ত বলবে নূতন নারী জীবনের সৃষ্টি করবে। যেই তুমি একটি নূতন নারী জীবন সৃষ্টি করবে, অমনি দেখবে ঠিক সমসাময়িক আর একটি পুরুষ জীবনেরও সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির বিপর্যয় যখন হয় তখন একদিকে হয় না, উভয় দিকে হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে উপমা দেব না, তুলনাও করব না।"

জুলিয়া গভর্ণেসকে বল্‌ল, "সেদিন একটি কালো লোককে দেখেছিলাম। কথা বলেছিলাম, পুনরায় দেখা করব সেকথাও বলেছিলাম। লোকটির সংগে দেখা করতে ইচ্ছা হয় কেন?"

গভর্ণেস্ বল্‌লেন, "দু’টি কারণে দেখা করতে ইচ্ছা হচ্ছে তোমার। প্রথম কারণ হ’ল লোকটি বিদেশী, বিদেশী লোককে দেখলেই কথা বলতে ইচ্ছা হয়, সে যে-দেশ থেকে এসেছে সে-দেশের অনেক কথা জানতে ইচ্ছা হয়। দ্বিতীয় কারণ হ’ল লোকটি যুবক। যুবক যুবতীর মন আকর্ষণ করে।

যে কালো লোকটির সংগে তোমার দেখা হয়েছিল সে বোধ হয় যুবক এবং সেজন্যই তার প্রতি তোমার মন আকৃষ্ট হয়েছে। এটাও প্রকৃতির প্রস্ফুটনের আর একটি বিপর্যয়। সেরূপ বিপর্যয় পুরুষ এবং নারী-জীবনে হয়ে থাকে। যাঁরা নৈতিক জীবনে বলীয়ান তাঁরাই শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে রেহাই পান। রেহাই পেয়েও তাঁরা সুখী হতে পারেন না। যতদিন জীবন ধারণ করেন ততদিন দুর্ভোগে কষ্ট পেতে হয়। মানুষ ভুলতে পারে বলেই পাগল হয় না। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভুলতে পারা যায় না। শেষ নিশ্বাসের সংগে সব শেষ হয় এর পূর্ব পর্যন্ত সবই স্মৃতি-পথে বিরাজ করে। শরীরের পারিপার্শ্বিক অবস্থাই হ'ল মন। মন প্রাকৃতিক নিয়ম তখনই ভুলে যায় যখনই শরীর ধ্বংস হয়।

মানুষের সমাজ ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে এবং হবে। মানুষ যতই উন্নতি করছে ততই পশু বৃত্তিগুলির শুদ্ধি হচ্ছে। শুদ্ধি মানে উন্নতি অর্থাৎ সংযত হওয়া। সেই উন্নতির প্রধান স্তরই হ'ল বিবাহ প্রথা। বিবাহ প্রথার প্রথম অবস্থায় পুরোহিত প্রথা ছিল না, পরে পুরোহিত প্রথা হয়েছে। ভবিষ্যতে পুরোহিত প্রথা উঠে যাবার সম্ভাবনা বেশি। আদি-যুগের প্রথাই যদি ফিরে আসে তবে তা হবে আরও কঠোর, আরও শৃঙ্খলতায় আবদ্ধ। এটা আমি বুঝি, কারণ আমার অভাব না থাকাতে চিন্তা করার সময় প্রচুর রয়েছে। শুধু তাই নয় আমাদের সাহিত্যে এমন অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে যা পড়লে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে কি ঘটবে বৈজ্ঞানিক মতে বিচার করা চলে এবং নির্ভুল উত্তরও পাওয়া যায়।

জুলিয়া একগুঁয়ে মেয়ে, নিজের মত সহজে পরিবর্তন করার পক্ষপাতী নয়। সে গভর্ণেসকে বললে, "আগামী কল্য বিকালে আমরা সহরে যাব। আপনাকে কথিত যুবকের লজিং হাউস দেখিয়ে দেব,

আপনি দয়া করে যুবককে বলে আসবেন তাঁর সংগে আমার দেখা করার সময় না থাকাতে দেখা করতে পারব না।"

জুলিয়া ঘুমিয়ে থাকল না। ইংলিশ কায়দায় বই নিয়ে বস্‌ল এবং পড়তে আরম্ভ করল। জুলিয়ার সাহিত্য জ্ঞান বেশ ছিল সেজন্য সে প্রায়ই মৌলিক প্রবন্ধ নিয়ে গবেষণা করত। যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে কৃতিত্বের সঙ্গে ডিগ্রী আয়ত্ব করে আর নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর কোনও বিশেষ প্রবন্ধ লিখে উচ্চ উপাধি পায়, জুলিয়া তাদেরই প্রবন্ধ পড়ত এবং নিজেকে জ্ঞানমার্গের উচ্চ শিখরে উঠাতো। যে-দেশে নিউটনের মত দরিদ্র মানব কল্যাণে যথা সর্বস্ব দান করতে পেরেছিলেন সে দেশেরই মেয়ে জুলিয়া। নিজের মতবাদ প্রবর্তন করার জন্য রাত্রি-জাগরণ করা বড় কথা নয়।

পরদিন বিকালে জুলিয়া এবং তাঁর গভর্ণেস একত্রে সহরে গেলেন। জুলিয়া ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করবে ঠিক করে গাড়ি হতে নেমে গেল। গভর্ণেস গাড়ি করে লজিং হাউসে গেলেন। রামবৃজ যুবতীর জন্য অপেক্ষা করছিল, নরেন ঘরের মধ্যে ছিল। গভর্ণেস গাড়ি হ'তে নেমে নরেনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। রামবৃজ কথার উত্তর দিল। গভর্ণেস ইংলিস ধরণে অতি বিনয়ের সহিত বল্‌লেন, "আমাদেরই একটি মেয়ে আজ বিকালে আসার কথা ছিল, দুঃখের সঙ্গে জানাতে এসেছি, তিনি আসতে পারেন নি। ধন্যবাদ মহাশয়, বিদায়।"

রামবৃজ কোনও কথা বলার পূর্বেই নবাগত ভদ্র-মহিলা গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি প্রবল বেগে গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। দূর থেকে লজিং-কিপার নবাগত মহিলাকে লক্ষ্য করছিল। মহিলা চলে যাবার পর লজিং-কিপার রামবৃজকে বল্‌লে, "ইনি সাধারণ মহিলা নন্ রামবৃজ, নিশ্চয়ই কোনও ধনী পরিবার থেকে এসেছেন। তাঁর কথার ভঙ্গি,

পদক্ষেপ এবং গাড়ি হ'তে নামার দিকে লক্ষ্য করলেই মনে হয় শুধু তিনি ধনী পরিবার হতে আসেন নি, কোনও সম্মানিত পরিবারের হবেন। গাড়ির দরজা নিজেই খুললেন এবং অতি যত্নের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকলেন। দেখছ বাইরের অবস্থা—যেমন প্রবল বেগে বাতাস বইছে তেমনি পড়ছে বৃষ্টি। এতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না, কি জানি গাড়ির দরজা যদি ক্লিক করে শব্দ হয় সেদিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল বেশি। তারপর তুমি যাতে কোনও প্রশ্ন করতে না পার সেদিকেও লক্ষ্য ছিল। অতি সাবধান, অতি উঁচু এবং অতি বনেদী ঘরের মেয়ে না হলে এমন হতে পারে না। তারপর যে যুবতী আসার কথা ছিল তিনিও কেউ-কেটা হবেন নতুবা ফোনে না আসার সংবাদ দিলেও চলত। অজুহাত অতি উত্তম রয়েছে—দুর্যোগ—এর চেয়ে বড় অজুহাত আর কি থাকতে পারে ?"

জুলিয়া ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। বৃষ্টির ঝাপটা তার শরীরে লাগছিল। শীতে কাঁপছিল, অনেকে দাঁড়িয়েছিল ট্যাক্সির জন্য। একটার পর একটা করে ট্যাক্সি আসছিল এবং লোক নিয়ে যাচ্ছিল। জুলিয়ার প্রাইভেট গাড়ী, ট্যাক্সি নয়। গাড়ী আসামাত্র জুলিয়া গাড়ীর দরজা খুলে উঠল এবং ড্রাইভারকে নিকটস্থ কোনও কাফেতে নিয়ে যেতে বল্‌ল। গভর্ণেসের সংগে একটিও কথা হ'ল না। অনর্থক কথা বলা অথবা দুর্বলতাসূচক মিষ্টি হাসি জুলিয়ার মুখে ছিল না। ড্রাইভার জানত সাধারণ কাফি হাউসে জুলিয়া প্রবেশ করে না। সাধারণ কাফি হাউসে লোক শীত নিবারণার্থে যায় এবং এক পেয়ালা কাফি খেয়ে চলে আসে। লিভারপুলের বিশিষ্ট কাফি হাউস সব সময়ই জনাকীর্ণ থাকে। সেখানে বসে আরাম পাওয়া যায়, কথা বলার লোকেরও অভাব হয় না। বিভিন্ন দেশের লোক দেখা যায়। শুধু তাই নয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও

আর এক পেয়ালা কাফি চাই কি চাইনা কেউ জিজ্ঞাসা করে না। সেজন্য প্রত্যেকটি জিনিসের দাম যেমন উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়, শূন্য পকেট নিয়েও কেউ সেরূপ কাফিতে প্রবেশ করে না।

জুলিয়া যে কাফিতে প্রবেশ করল তার নাম "ক্যাপিটল কাফে" লিভারপুলের একটি উত্তম কাফে। গাড়ি থামবামাত্র দারওয়ান গাড়ির দরজা খুলে দিল। গভর্ণেস আর জুলিয়া গাড়ি হতে নেমে কাফি হাউসে প্রবেশ করলেন। তাঁদের শরীরে এমন কোনও কোট ছিল না যা দারওয়ান অথবা বয় খুলে রাখতে পারে। এত শীতেও উভয়ে মামুলী বস্ত্রে বেরিয়েছিলেন। এটা হ'ল তাঁদের খেয়াল! শীতই লাগবে না কেন। উভয়ের শরীরে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করছিল। পরিশ্রম হয় না অথচ উত্তম খাদ্য খাওয়া, উত্তম বিছানায় ঘুমানো, উত্তম জুতা ব্যবহার করা এতেও শরীরের উপর আধিপত্য থাকে।

জুলিয়ার চোখে-মুখে যৌবন ফুটে উঠছিল! যৌবন ফুটে উঠবার সংগে সংগেই যদি যৌবন অপচয় করা হয় তবে যৌবনের মূল্য থাকে না আর যদি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা যায় তবে তা ক্রমেই ফুটতে থাকে, সৌরভ বের হয় আর সেই সৌরভে মাতোয়ারা হয়ে প্রাণ ভরে পৃথিবীর সৌন্দর্য লুটতে সক্ষম হয় এবং তাকে কেন্দ্র করে যুবকের দল ভ্রমরের মত গুন্ গুন্ করতে থাকে। যে সকল যুবতী ভ্রমরকে কাছে আসতে দেয় তাদের যৌবন-কীট ক্লিষ্ট হয়, যারা ভ্রমরকে কাছে আসতে দেয়না তারা নিজেই যৌবন উপভোগ করে। জুলিয়া তার যৌবনের সুগন্ধে নিজেই মাতোয়ারা ছিল, ভ্রমরও কাছে আসতে দিত না। কিন্তু ভ্রমর বেহায়া এবং দুষ্ট। জুলিয়া বসামাত্রই একটি যুবক কাছে এলো এবং জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সাহায্যার্থ কি করতে পারি বলুন?"

জুলিয়া সবই বুঝল। প্রকৃতির বিপর্যয় হতে না দেওয়াই তার

প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু সেজন্য সমাজদ্রোহী কোনও কাজ করাও অন্যায়। সেজন্য জুলিয়া বলল, "ক্ষমা করবেন, আমাদের বিশ্রাম করতে দিন. আমরা ভয়ানক পরিশ্রান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করাই আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য। আমাদের সংগে কথা বললে শুধু বিরক্তি বাড়িয়ে তুলবেন, ধন্যবাদ।"

যুবক ভদ্র, একটি কথা না বলেই সরে পড়ল। বয় আসল, অর্ডার পেল শুধু কাফি এবং নিশ্ কেইক্-এর। নিশের পিঠা পৃথিবী বিখ্যাত। নিশ্ হতে তৈরী হয়ে কন্টিনেন্টের সর্বত্র পাঠানো হয়ে থাকে। দামও তেমনি অসাধারণ। দরিদ্রলোক নিশের পিঠার ঘ্রাণও জানতে পারে না। এত দাম দিয়ে পিঠা কে খাবে ?

নিশের পিঠার অর্ডার পেয়ে বয় সন্তুষ্ট হ'ল। অন্ততঃ দশ শিলিং টিপ্ পাবার আশা করল। এক প্লেট পিঠার দাম এক পাউণ্ড। যাঁরা কাফি এবং পিঠাতে তিন পাউণ্ড খরচ করবে, তাঁদের কাছ থেকে দশ পাঁচ শিলিং টিপ্ আশা করা অন্যায় হয় না। ইংলণ্ডের হোটেল রেস্তোরাঁতে বয়রা কম মাইনে পেয়েও কাজ করে। টিপ্ যার অপর নাম, বকশিষ বক্শিষ-প্রথা যে-দেশে বাধ্য-বাধকতার অন্তর্গত সে-দেশে কম বেতনে হোটেল রেস্তোরাঁতে কাজ করা স্বাভাবিক।

জুলিয়া শীতে কাতর হয়েছিল। রেস্তোরাঁর গরম বাতাস তাকে চাঙ্গা করে তুলেছিল। তার মন রেস্তোরাঁর সৌন্দর্য অথবা উত্তাপের দিকে ছিল না, সে শুধু ভাবছিল নারীর স্বভাবের কথা। সে ভাবছিল, নারী কোনও মতে অবলা হতে পারে না। নারী সব সময় পুরুষের সমান বরং বেশি শক্তিশালী। নারী পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী মুখে বললেই হবে না, প্রমাণ করতে হবে। প্রামাণ্য উদাহরণ চাই। সোভিয়েট নূতন করে গড়ে উঠেছে মাত্র। সংবাদপত্র অথবা পুস্তকাদি হতে তেমন

কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না যাতে বলা যেতে পারে নারী নরের সমান। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ পাওয়া গেছে এবং সেই উদাহরণে দেখা গেছে নারী নর হতে কোন অংশে অসমান নয়।

কাফি হাউস হতে বের হয়ে জুলিয়া আর গভর্ণেস সিনেমাতে গেল। আমেরিকান্ ফিল্ম, নানা রকমের বীভৎস দৃশ্য দেখার মধ্যে জুলিয়া দেখতে পেল আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপমালাতে অসভ্য লোকের নারীর স্বাধীনতা। কামাতুর নরের সংগে রীতিমত যুদ্ধ করে হটিয়ে দিচ্ছে। নরের সাহায্যের মোটেই দরকার হয় না। জুলিয়া বুঝতে পারল যুগ-যুগান্তর ধরে নারীর মনে নরসৃষ্ট ভীতি সঞ্চারের ফলে নারীর মন দুর্বল হয়েছে। নারী মনকে সবল করলে এবং পরিবর্তন করলে নারী মন সবল হবে, আরও উদার হবে, আরও স্নেহময়ী হবে।

জুলিয়ার মন কল্পনাতে ভরে উঠেছিল। সে ঠিক করল সাগরে গেলে তার মন আরও সবল হবে। অনেক কিছু দেখে তার মন উন্নত হবে।

ঘরে ফিরে জুলিয়া শুনতে পেল তার বাবা ঘরে নাই, লণ্ডনে গেছেন। জুলিয়ার বাবা প্রায়ই লণ্ডনে যেতেন। দুই এক দিনের বেশি থাকতেন না। সে মনে করল তার বাবা লণ্ডন হতে ফিরে আসলেই সাগরে যাবার প্রস্তাব করবে।

পরের দিন বিকালে জুলিয়ার বাবা লণ্ডন হতে ফিরে আসলেন। জুলিয়া তার বাবা পিয়ারসনের সংগে দেখা করল এবং সাগরে যেতে চায় জানাল। পিয়ারসন বল্‌লেন "জুলিয়া, তোমাকে সুখী করার জন্য সব কিছু করতে পারি। সাগরে যাওয়া ত মামুলী বিষয়। গ্রেটবৃটেন সাগরের অধিশ্বরী, তুমি গ্রেটবৃটেনের নাগরিক। তোমার জন্য সাগর বক্ষ উন্মুক্ত। যখন ইচ্ছা তখনই সাগরে যেতে পার। তারপরই বল্‌লেন তাদের একখানা জাহাজ সত্বরই আটলান্টিক মহাসাগরে যাবে। যদি ইচ্ছা হয় তবে সে সেই

জাহাজেও যেতে পারে। কাপ্তেন টমাস্ সেই জাহাজ পরিচালনা করবেন। কাপ্তেন টমাস যে সকল দ্বীপে যাবেন সেই দ্বীপগুলিতে লুক্কায়িত ধনরত্ন পাবার সম্ভাবনা আছে।

জুলিয়া চুপ করেছিল। কতক্ষণ পরে বলল, "আমি কাপ্তেন টমাসের সংগেই যাব এবং সংগে গভর্ণেসও যাবেন।"

"বেশ ভাল কথা, তোমার গভর্ণেস যাবেন কি যাবেন না তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। যদিও তিনি আমার মাইনে নিচ্ছেন তবুও মনে রাখতে হবে তাঁর মত মহিলাকে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। তিনি যদি যেতে ইচ্ছুক হন তবে তাঁর জন্য একটি বিশেষ এলাউন্সও নির্দ্ধারণ করতে পারি। আমি অথবা তোমার মায়ের পক্ষে সাগরে যাবার উপায় নেই। এখানকার কাজই শেষ করতে পারছি না।"

জুলিয়া নিজের ঘরে গেল এবং দেখল মিসেস্ জর্জি একখানা জার্মান সংবাদপত্র পড়ছেন। সে তাঁকে বাধা দিল না। তাঁর সংবাদ পত্র পড়া হয়ে গেলে জুলিয়া বল্ল, "সাগরে যাওয়া ঠিক করেছি, আপনি আমার গভর্ণেস্, অনেক বৎসর একত্রে আছি, যদি ইচ্ছা করেন তবে সাগরে যেতে পারেন।"

জর্জি বললেন, "সাগরে যেতে আপত্তি নেই, তবে আসল কথা হ'ল কখনও যাত্রী হয়ে কোনও জাহাজে আরোহণ করি নি। দরিদ্র লোকই জাহাজের যাত্রী হয়। গভর্ণেসের কাজ করে অভ্যাস খারাপ হয়েছে। সাধারণ লোকের সংগে একই কেবিনে থাকা কোন মতেই পোষায় না। হয়ত সম্ভবপরও হবে না। যদি তোমার বাবা জাহাজ-চার্টার করেন এবং সেই জাহাজের প্রধান অথবা দ্বিতীয় অতিথিরূপে যেতে দেন তবে যেতে পারব। জাহাজে যাঁরা অতিথি হন, কাপ্তেনকেও তাদের আদেশ মানতে হয়। পৃথক কেবিন, স্নানাগার এবং বয়ের সুব্যবস্থা না হলে

সাগরে ভ্রমণ করে কোন আরাম নাই। যদি সে ব্যবস্থা তোমার বাবা করেন তবে আনন্দের সহিত তোমাকে নিয়ে আমি সাগরে যাব। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে জুলিয়া, সংবাদপত্র পড়ে মনে হচ্ছে যুদ্ধ যেন ক্রমেই কাছে আসছে। সে যা হ'ক অন্তত ছ' মাস নিশ্চিন্ত মনে ভ্রমণ করা চলবে।

পরের দিন জুলিয়া তার বাবার কাছে গভর্ণেসের "ডিমাণ্ড" পেস্ করল। গভর্ণেসের ডিমাণ্ড সাদরে পূর্ণ করা হবে—পিয়ার্‌সন জানিয়ে দিলেন। পিয়ার্‌সন বড়ই কাজের লোক। তিনি তাঁর কন্যা জুলিয়াকে বিদায় দেবার পূর্বে বল্‌লেন, "সবই হবে মা, তবে সাগর সাগরই, কারো তোয়াক্কা রাখে না। প্রকৃতিকে জয় করাই হ'ল মানবধর্ম, কিন্তু সকল সময় আমরা প্রকৃতির সংগে লড়াই করে জয়ী হই না। যখন পরাজিত হই তখন সমূলে বিনাশ হই। যাও এখন, তোমার সাগর যাওয়া হবে বটে কিন্তু আমার হৃদয় তোমার অবর্তমানে কিছুতেই শান্তি পাবে না। সাগর ভ্রমণ বড়ই আরামের কিন্তু আরাম করা যায় যদি যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকে। হের হিটলার যেমন করে সাবমেরিণের সংখ্যা বাড়াচ্ছেন তাতে মনে হয় তিনি সত্বরই যুদ্ধের হুঙ্কার দেবেন। তিনি যাই করুন এটাও একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মতই দেখাচ্ছে। পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাসই হ'ল অ্যাংলো-জার্মান প্রতিযোগীতা। এই প্রতিযোগীতা চলবে ততক্ষণ, যতক্ষণ একজন প্রতিযোগী দৃশ্যপট হতে অদৃশ্য না হবেন। এই প্রতিযোগীতা আরম্ভ হবার পূর্বেই যাতে ভ্রমণ-স্পৃহা সম্পন্ন হয় তারই চেষ্টা করবে।

প্রস্তুতির প্রথমাবস্থা

মিঃ পিয়ারসন্ আজ একখানা জাহাজ চার্টার করবেন। কত টনের জাহাজ চার্টার করা যেতে পারে তাই নিয়ে চিন্তা করছেন। ওয়ার উইক কোম্পানীর একখানা জাহাজ লিভারপুল বন্দরে গত কয়েক বৎসর যাবৎ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। কোম্পানী জাহাজকে "স্ক্রেপ্ আয়রণে" পরিণত করে কিছু উদ্ধার করতে মনস্থ করেছে। ইতিমধ্যে পিয়ারসন জাহাজখানা চার্টার করবেন শুনে কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ আনন্দে অধীর হয়ে জাহাজের মেরামত পূর্ণ উদ্যমে চালাতে আরম্ভ করলেন। মিঃ পিয়ার্সন্ সরাসরি কোনও অর্ডার দিলেন না, তবুও কোম্পানী জাহাজ মেরামত করছিল দেখে ওয়ার উইক কোম্পানীর জাহাজ চার্টার করাই সস্তায় হবে মনে করলো। অবশ্য বিষয়টি তাঁর কন্যা জুলিয়ার কাছে বলাও প্রয়োজন। সে যে জাহাজে যাবে সেই জাহাজের নাম তার কাছে অজ্ঞাত রাখার কোন মানেই হয় না।

জুলিয়া সবেমাত্র সকালের ভ্রমণ হতে ফিরে এসেই শুনল তাকে তার বাবা ডাকছেন। এই সংবাদ দিলেন তা'র গভর্ণেস। সকাল হতেই গভর্ণেসের মুখ অন্ধকার হয়েছিল। জুলিয়া ভ্রমণে বের হবার পূর্বে গভর্ণেসকে সুপ্রভাতও বলে নি এবং কোথায় বেড়াতে যাচ্ছে তাও বলেনি, তাই গভর্ণেসের মুখ অন্ধকার হয়েছিল। জুলিয়া কিন্তু গভর্ণেসের মুখের দিকে তাকায় নি, সে আপন মনে কি চিন্তা করে পিতার ঘরের দিকে যাচ্ছিল।

গভর্ণেস্ জুলিয়াকে ডেকে বল্লেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন জুলিয়া, তুমি ত হলিউডের তারকা নও অথবা পুলিশ বিভাগের ইন্স্পেক্ট্রেসও নও, তুমি হলে যুবতী জুলিয়া অথবা মিস্ জুলিয়া, তুমি যদি এরূপ কর তবে ইংরেজ জাতের মান-ইজ্জত থাকবে কি? এর পরেও কথা আছে, এখনও তোমার বাবা ইংলণ্ডের রাজপরিবার হতে কোনও অনারারী

পদবী পান নি। যখন পদবী পাবেন তখন তুমি আর মিস্ থাকবে না, সম্মানিত মিস্ হবে। তখন যদি তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর তবে আমি কিছুই মনে করব না। জার্মান সম্রাটের কন্যারাও আমাকে অবজ্ঞা করতেন, তাতে আমি মোটেই দুঃখিত হই নি, কিন্তু তোমার অবজ্ঞা আমি সহ্য করতে পারছি না।

গভর্ণেসের কথা শুনে জুলিয়া লজ্জিত হল এবং গভর্ণেসকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি এমন কি কাজ করেছি যাতে আপনার পান্ হতে চুণ খসে পড়ল ?"

গভর্ণেস গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "সকালে আমাকে সুপ্রভাত বল নি, দ্বিতীয়তঃ কোথায় গিয়েছিলে তাও বলে যাও নি ; যদি স্বাধীন ভাবেই চলবে তবে আমাকে মাইনে দিয়ে রেখে লাভ কি ? আমি তেমন লোক নই যে কর্তব্যে অবহেলা করে মাইনে নিয়ে সুখী থাকব। কেনা গোলামদের মধ্যে কাজে ফাঁকি দেবার অভ্যাস রয়েছে ; আমি ত কেনা গোলাম নই, আমি স্বাধীন ইংলিশ বংশে জন্ম নিয়েছি। তুমি আমি সকলেই কর্ত্তব্যকে বড় মনে করি। মনে রেখো জুলিয়া, স্বাধীন বংশে যাদের জন্ম, তারা কখনও কাজে ফাঁকি দেয় না। গোলাম এবং গোলামের ছেলে মেয়েরাই শুধু কাজে ফাঁকি দেয়।

জুলিয়া দুঃখিত হল এবং গভর্ণেসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে পিতার ঘরের দিকে রওনা হল। পথ চলার সময় জুলিয়া ভাবল গোলামেরা কাজে ফাঁকি দেয় কেন ? নিশ্চয়ই তাদের মানসিক দুর্বলতা আছে। বিদ্রোহ, বিপ্লব—এসব হল মানুষের জন্মগত অধিকার, এসব থাকতে কাজে ফাঁকি দেবে কেন ? গভর্ণেস্ যা বলেছেন নিশ্চয়ই তিনি কোথাও হ'তে শুনেছেন, এটা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা মোটেই নয়। পিতার কাছ থেকে ফিরে এসে এ বিষয় নিয়ে সমালোচনা করতে হবে।

চিন্তিত মনে জুলিয়া পিয়ার্‌সনের ঘরে প্রবেশ করল। পিয়ার্‌সন তখন একখানা মানচিত্র দেখছিলেন। জুলিয়াকে দেখামাত্র পিয়ার্‌সন মানচিত্র হতে মুখ উঠিয়ে জুলিয়াকে বললেন, "তুমি বোধহয় আটলান্টিক মহাসাগরে বেড়াতে পছন্দ করবে ?"

"সমুদ্র-ভ্রমণ আমার ভাল লাগে এ-পর্যন্ত বলতে পারি, সে আণ্টলান্টিক হ'ক আর প্রশান্ত মহাসাগরই হ'ক। জাহাজ ঠিক করেছেন কি ?"

"হাঁ, জাহাজ ঠিক হয়েছে এবং জাহাজে কাজ আরম্ভ হয়েছে ; ত্রিশ হাজার টনের জাহাজ। ওয়ার উইক কোম্পানী জাহাজ ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছিল। আমি ভাড়া করব শুনে নূতন করে মেরামত করতে আরম্ভ করেছে। এই জাহাজে অনেকবার আমি সমুদ্র গমন করেছি, আশা করি, তুমিও জাহাজের গঠন কৌশলের প্রশংসাই করবে। জাহাজের বয়স প্রায় একশত বৎসর হয়েছে, তবুও চলার ভঙ্গি দেখলে মনে হবে যেন জাহাজের প্রাণ আছে, লোকের কথা বোঝে। এসব নিশ্চয়ই তোমার বাজে কথা বলে মনে হবে, কিন্তু আট্‌লান্‌টিক মহাসাগরের ট্রপিকেল এলাকায় এমন অনেক বীভৎস জলজীব দেখা যায় তারা বড় বড় জাহাজকে ঘায়েল করতে টর্পেডোর মত তেড়ে আসে। সেরূপ দৃশ্য আমি দেখেছি, আশা করি তুমিও দেখতে পাবে এবং জীবনের সার্থকতা অনুভব করবে। তখন বুঝবে এই পুরাতন জাহাজের কতগুণ ; বিপদ আপদ বুঝতে পেরে সে আপন ইচ্ছায় মোড় ফিরিয়ে নেয়।

পিতার মুখ থেকে এড্‌ভেন্‌চারের কাহিনী শুনে জুলিয়া আনন্দিত হল এবং বুঝল তাকে সাগরে পাঠাতে তার পিতা দুঃখিত হওয়ার পরিবর্তে বরং সুখী হয়েছেন।

জুলিয়া তার পিতা পিয়ার্‌সনকে জিজ্ঞাসা করল, "সাগরে অতি দরকারী কি কি দ্রব্য নিয়ে যাওয়া দরকার বাবা।"

পিয়ার্‌সন বললেন, "স্থিরতা, ধীরতা, সহনশীলতা এবং সাহস নিয়ে যাওয়া দরকার ; এতগুলি গুণসম্পন্ন তোমার গভর্ণেস্, তিনিই তোমাকে পরিচালনা করবেন। এই ভদ্রমহিলা কাইজার উইলিয়মের চোখ রাঙ্গাণীতেও ভীত হন্ নি, সমুদ্র ত' তাঁর কাছে জল্‌তরঙ্গ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। দরকারী জিনিসের লিষ্ট করে নিয়ে গভর্ণেসকে সংঙ্গে নিয়ে দেখেশুনে কিনে নিও। তোমার গভর্ণেস্ অনেকবার সাগরে গিয়েছেন এবং তিনি ভাল করেই জানেন কি কি দ্রব্যের দরকার হবে।

পিয়ার্‌সন যখন কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন তিনি বেশি কথা বলেন না। তিনি মানচিত্রে দেখছিলেন সেই দ্বীপটির অবস্থিতি কোথায়—যে দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে হীরা, পান্না এবং স্বর্ণ মাটির নীচে নাবিক দস্যুরা লুকিয়ে রেখেছিল।

পিয়ারসন্ একদিকে মানচিত্র অন্যদিকে একটা বড় বই রেখে বসেছিলেন। যে প্যারাটার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল তাতে লেখা ছিল "পর্তুগীজদের পরিচালনায় মহারাষ্ট্র নাবিকের আটলান্টিক মহাসাগরে গাইকোরা নামক এক ভারতীয় রাজার দ্বারা লুণ্ঠিত ধনরত্ন সরিয়ে রাখার জন্য সুরাত বন্দর হতে রওয়ানা হয়ে এল্ বার্গাস নামক দ্বীপে পৌছে এবং সেখানে ধনরত্ন সমাহিত করে স্বদেশে ফিরে যায়। পর্তুগীজ কাপ্তেন জাহাজের গতিবিধি মহারাষ্ট্রদের কাছে লুক্কায়িত রাখেন এবং তাঁরা ইচ্ছা করেন সুরাত পৌছে অন্য জাহাজে করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ধনরত্ন আত্মসাৎ করবেন। কিন্তু সুরাতে পৌছানর পর গাইকোরেকে স্থানের অবস্থান জ্ঞাপন করার সময় ভারতীয় নাবিকেরা কেপটাউন হয়ে তাদের জাহাজ গিয়েছে বলে সংবাদ দেয়। গাইকোয়ার কেপটাউনের অবস্থিতি কোথায় জানতেন এবং বুঝতে পারেন পর্তুগীজ কাপ্তেন "অতল-আন্তিক" সাগরের কোনও দ্বীপে তাঁর লুণ্ঠিত ধনরত্ন রেখে

এসেছে। "অতল-আন্তিক" সাগরের তীরেই ফিরিঙ্গীদের বাস এবং দেশের কাছে ধনরত্ন রেখে আসার মানেই তাঁকে প্রতারণা করা। গাইকোয়ার ফিরিঙ্গী ক্যাপ্টেনের ধুর্তামী সহ্য করতে না পেরে কয়েকদিন পর তাকে গুলি করে হত্যা করেন।"

পর্তুগীজ কাপ্তেন আবদ্ধ অবস্থায় তাঁর ডায়েরী সমাপ্ত করেন এবং এক যায়গায় লিখেন "কোন্ যায়গায় ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছি, কোডে বলা হয়েছে। কোড্ ডায়েরীর দশম পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হয়েছে। যদি কোড্ নষ্ট হয়েও যায় তবুও যে কেহ এল্ বার্গাচ্ছ দ্বীপে বিশেষ করে অন্বেষণ করলেই ধনরত্নের সন্ধান পাবে। "বিশেষ" শব্দটির মধ্যে এমন কতকগুলি অক্ষর ছিল যাতে চিহ্ন দেওয়া ছিল। অনেকে হয়ত মনে করতে পারে বিশেষ শব্দ দশম পৃষ্ঠার বিশেষণ মাত্র। আসলে "বিশেষ" শব্দই ছিল কোড্।

কোড্ সম্বলিত ডায়েরী বৃটিশ শাসকদের হাতে পৌছান সত্বেও কোনও বৃটিশ শাসক লুকায়িত ধনরত্নের দিকে না তাকিয়ে ভারত বৃটিশ শাসন কায়েম করার দিকে তখন মন বিলিয়ে দিয়েছিল। এটাই বৃটিশ অফিসারদের মাহাত্ম্য। নিজেদের লোভ সম্বরণ করতে সততই তারা প্রস্তুত ছিল।

কালক্রমে বৃটিশ মিউজিয়মে পর্তুগীজ কাপ্তেনের ডায়েরী পৌছে এবং সে ডায়েরীতে বিশেষ কিছু নেই মনে করে পুরাতন কাগজরূপে বিক্রি করা হয়; বৃটিশ মিউজিয়মের পুরাতন কাগজ ক্রেতার অভাব নাই। অনেক সময় উচ্চদরেও অনেকে বৃটিশ মিউজিয়মের পুরাতন কাগজ কিনে এত লাভবান হয় যে ভবিষ্যৎ জীবনে বড় বড় উপাধি অর্জন করারও ক্ষমতা অর্জন করে। পিয়ারসন্ কোম্পানী পুরাতন কাগজ ক্রেতা। মিষ্টার পিয়ারসন পুরাতন কাগজ পরীক্ষার জন্য এক্সপার্ট পর্যন্ত নিযুক্ত

করতেন, তাতে তাঁর যেমন খরচ হ'ত তেমনি মোটা টাকা লাভও হত।

মিঃ পিয়ারসন বড় বইটার সাহায্যে কোডের অর্থ নির্ণয় করতে ব্যস্ত ছিলেন। ইচ্ছা ছিল সে-সম্বন্ধে জুলিয়াকে কিছু বলবেন কিন্তু কোড্ তখন কোড্ই ছিল বোধগম্য (ডি সাইফার) হয় নি। জুলিয়াকে বিদায় দিয়ে পিয়ারসন্ পুনরায় কোড্ সমাধায় ব্যস্ত হলেন।

নিজের ঘরে গিয়ে জুলিয়া দেখতে পেল তার গভর্ণেস জাহাজের এক-খানা মানচিত্র মনোযোগের সহিত দেখছেন। কৌতূহল সকলেরই আছে তা বলে এক জনের ঘাড়ে পড়ে কিছু দেখা—বর্বর সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। জুলিয়া পোষাক পরিবর্তন করার জন্য ড্রেসিংরুমে গেল এবং ফিরে দেখল গভর্ণেস তারই জন্য অপেক্ষা করছেন। গভর্ণেস জুলিয়াকে বললেন, "এখন আমরা জাহাজ দেখতে যাব। এতক্ষণ আমি জাহাজের মানচিত্র দেখছিলাম, আমার মনে হয় আমাদের থাকবার জন্য দুটো কেবিনের দরকার হবে। সাগর যখন শান্ত থাকবে তখন আমরা উপরে থাকব। সাগর যখন অশান্ত হবে তখন আমরা নীচে নেমে যাব। নীচের কেবিনে "পাখা" সিষ্টেম করে নিতে হবে নতুবা বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া সম্ভব হবে না। রেডিওর সংযোগ স্থাপন করতে হবে, সেজন্যই এখন জাহাজ দেখতে যাচ্ছি। আরও একটি বিষয় আমাদের চিন্তা করতে হবে; আমাদের জন্য একজন নার্সের দরকার। নার্স যাতে আমাদের কেবিনে থাকতে পারেন তারও বন্দোবস্ত করতে হবে। এর মানেই হল আমাদের কেবিনে তিন জন লোক থাকার মত উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন। তাও ইন্‌জিনিয়ারকে বলতে হবে।"

জুলিয়া একটিও কথা না বলে গভর্ণেসের সঙ্গে চলল। ড্রাইভার মোটর তৈরী করে রেখেছিল। গভর্ণেসকে সংগে নিয়ে জুলিয়া মোটর গাড়িতে

বসল। তারপর চেয়ে থাকল পথের দিকে। পথ যেন তার কাছে নূতন মনে হচ্ছিল। পথের উপর গ্রেভেল পাথর অতি মসৃণ করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মসৃণ গ্রেভেল পাথরের উপর দিয়ে মোটর চলার সময় পথের ধূলোর সাহায্যে একখানা ধূমায়িত পর্দার সৃষ্টি করে চলছিল। নিজের বাড়ীর পথ ছেড়ে সরকারী রাস্তায় পৌছানমাত্র ধূলায়িত পর্দার পরিশেষ হয়ে গেল। গাড়ি চলল প্রবল বেগে কারণ মানুষ পথে ছিলনা। অল্প অল্প করে বৃষ্টি পড়ছিল। পিন্‌পিনে বৃষ্টিতে কে সিক্ত হতে চায় বিশেষ করে ইংলণ্ডের মত দেশে!

লিভারপুলের ড্রাই ডক্ পৃথিবী বিখ্যাত। পৃথিবীর লোক যদি ড্রাই ডকের ইতিহাস লিখতে বসে তবে সর্ব্বপ্রথম নাম বলবে লিভার পুলের। এত বড় ড্রাই ডক জুলিয়া দেখে নি। তার জন্ম লিভারপুলে অথচ লিভারপুলের ড্রাইডক্ সে দেখেনি, অনুতাপের বিষয় নিশ্চয়ই। বায়ান্ন নম্বর ডকে "এস্ এস্" জুলিয়াকে উঠানো হয়েছিল। পাশেই ইঞ্জিনীয়ারদের অফিস। জুলিয়াকে নিয়ে গভর্ণনেস সেখানেই গেলেন প্রথম। তিনি ভেবেছিলেন জাহাজে যেমন করে উঠে তেমনি উঠবেন। কিন্তু একজন ইন্‌জিনিয়ার জুলিয়া এবং তার গভর্ণেসকে সংগে নিয়ে ডকের কাছে গেলেন এবং বললেন "আপনারা ইচ্ছা করলে লিফ্টের সাহায্যে নীচে নামতে পারেন। আমার মনে হয় এত কষ্ট করা আপনাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে না. এর চেয়ে ইন্‌জিনিয়ারদের ঘরে জাহাজের যে মানচিত্র রয়েছে তাই দেখলে ভাল হবে। আপনাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে ইন্‌জিনিয়ারদের কাছে বললেই আপনাদের ইচ্ছামত কাজ হবে। গভর্ণেস ইন্‌জিনিয়ারের কথামত অফিসে গেলেন এবং তাঁর যে ছোট নক্সা ছিল তাই দেখিয়ে বললেন, "জাহাজের যিনি প্রধান অতিথি হবেন তার জন্য দুটো কেবিনের দরকার সে দুটো কেবিন কোথায় হবে বুঝিয়ে দিন।

প্রধান অতিথির জন্য তিনখানা কেবিন তৈরী হচ্ছিল এবং প্রত্যেকটি কোথায় কি ভাবে তৈরী হচ্ছে তাই চীফ্-ইন্জিনিয়ার জুলিয়ার গভর্ণেসকে বুঝিয়ে দিলেন। গভর্ণেস বুঝলেন যদিও জাহাজের টনেজ বত্রিশ হাজার তবুও কুইন মেরীতে যে কম্ফর্ট পাওয়া যায় তার চেয়ে কমফর্ট পাওয়া যাবে না, উপরন্তু নিরাপত্তার জন্য অনেক রকমের উপায় করা হচ্ছে। জুলিয়ার গভর্ণেস মনযোগের সহিত চীফ ইন্জিনিয়ারের বর্ণিত কেবিনের মানচিত্র দেখে খুবই সুখী হলেন এবং মনে করলেন এরূপ জাহাজে যদি একমাসও থাকা যায় তবে জীবন সার্থক হবে। জাহাজের সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য না করে গভর্ণেসের সংগে বের হতে চলেছেন এমন সময় চীফ ইনজিনিয়ার গভর্ণেসকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি সেই ভাগ্যবতী যিনি এই জাহাজের প্রধানা অতিথি হয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করবেন?"

গভর্ণেস বললেন, "আমি সেই ভাগ্যবতীর সংগে অনুগমন করব, সেই ভাগ্যবতীকে আপনারা সেদিনই দেখবেন যেদিন তিনি জাহাজে উঠবেন অথবা আপনাদের কাজ শেষ করারপর জাহাজ যেদিন সাগরে ভাসাবেন।"

চীফ্ ইনজিনিয়ার বললেন, "আমাদের সৌভাগ্য সেদিন—নিশ্চয়ই হবে। শুনতে পাচ্ছি আমাদের এক সপ্তাহেই বেতন বোনাস রূপে দেওয়া হবে। আজ পর্যন্ত কোনও ড্রাই ডকে এক সপ্তাহের বোনাস কোনও ধনী দেন নি। আমাদের দেশের ধনীদের মধ্যে মিঃ পিয়ারসেন দেখছি একটি নিদর্শন স্থাপন করতে যাচ্ছেন। হাজার হউক তিনি ইংলিশ। ইংলিশ জাত সেজন্যেই সাগরে রাজত্ব করছে।"

গভর্ণেস নিজের গাম্ভীর্য ভঙ্গ করে একটু হাসলেন এবং আভিজাত্যের পরিচয় দিয়ে সকলের চিত্ত বিনোদন করলেন।

ইনজিনিয়ার অনেক ছিলেন। গভর্ণেসের গাম্ভীর্য এবং আভিজাত্য

সকলের মনে আঘাত দিয়েছিল কিন্তু কেহই কিছু বলতে সাহস করেন নি। আভিজাত্যদের উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করাই এদের অভ্যাস। যুবক ইন্‌জিনিয়ারদের কিছুই বলবার মাত্র অধিকার ছিল না ; পুরাতন ইন্‌জিনিয়ারেরাই চুপ করেছিলেন। শুধু একজন বিদেশী ইন্‌জিনিয়ার সামান্য দুএকটি কথা বলেই চুপ করেছিলেন।

ড্রাই ডক হতে ফিরে এসেই জুলিয়া তার পিতার ঘরে পুনরায় প্রবেশ করল এবং বলল "আমার গভর্ণেসের আভিজাত্য আজ অনুভব করলাম বাবা, কিন্তু দুঃখের সংগে বলছি আভিজাত্য ভাবাপন্ন লোকের মনোভাব পরিবর্তন করার মত লোক একটিও দেখতে পেলাম না।"

মিঃ পিয়ারসন্ তখনও কোড্ সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ না উঠিয়েই বললেন, এ'টা হ'ল অর্থের নিষ্পেষন। অর্থের প্রাধান্য থাকা পর্য্যন্ত আভিজাত্য ভাব থাকবে। বহুরকমের শিক্ষা ব্যর্থ হবে। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ হবে না। বর্তমান সমাজে যারা নিষ্পেষিত তারাই এর প্রতিকার করবে।

ড্রাই ডকে যাবার পর জুলিয়ার মনে যে আলোড়ন হয়েছিল তার একটুও প্রশমন হল না। আপন মনে জুলিয়া কি ভাবছিল। জুলিয়ার গভর্ণেস তা লক্ষ্য করে জুলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে জুলিয়া, তুমি চুপ করে বসে আছ কেন ?"

"ভাবছি আভিজাত্য কি করে দূর করা যেতে পারে, আজও আপনি যে রকমে ইন্‌জিনিয়ারদের সংগে কথা বলে এলেন, আমি হলে সহ্য করতে পারতাম না।

গভর্ণেস বল্‌লেন "আমিও সহ্য করতে পারতাম না। বিদেশী রাজ-পরিবারের ছেলেমেয়েদের ইংলিশ শিক্ষা দেওয়াই ছিল আমার কাজ। সে সময়ে বুঝতে পেরেছিলাম আভিজাত্য কাকে বলে। সম্ভবতঃ ভুল

হয়ে গেল জুলিয়া, এরূপ ভুল তোমাদের সংগে থাকলে হবেই। এই ত বলে ফেললাম 'বিদেশী রাজাদের ছেলে মেয়েকে ইংলিশ শেখাতাম।' এটা মস্ত ভুল, আমার বলা উচিত ছিল 'বিদেশী রাজকুমার এবং রাজকুমারীকে ইংলিশ শিক্ষা দিতাম।' আভিজাত্যতার প্রথম লক্ষণ হ'ল কম কথা বলা অর্থাৎ যা বলতে হবে তা চিন্তা করতে হবে প্রথম তারপর শব্দ উচ্চারণ করা। বড় কষ্টকর ব্যাপার জুলিয়া, আমিও অতি কষ্টে আভিজাত্যভাব শিখেছিলাম, এরই জের চলছে এখনও পর্যন্ত। তুমি কিন্তু সে পথে পা বাড়িওনা। আভিজাত্য জীবন দেখতে সুন্দর কিন্তু বড়ই কষ্টের। আভিজাত্য ভাব পরিত্যাগ করার জন্যে তোমার সংগে সাগরে যাচ্ছি। সাগরে গেলে আমার পরমায়ু বাড়বে। হয়ত পরিশ্রমের কাজ করতেও সক্ষম হব। সাগরে গেলে আমার পরিবর্তন দেখে সুখী হবে। আমাদের জাহাজে অন্তত তিন শত নাবিক থাকবে। ইউরোপের প্রায় সকল জাতের লোক ত থাকতেই উপরন্তু থাকবে ভারতীয় কারণ কাপ্তেন টমাসের কতকগুলি পেটোয়া ভারতীয় নাবিক আছে যারা তাঁর সংগে থাকেই। নানা জাতের লোকের সংগে স্বাধীনতা বজায় রেখে মেলামেশা করতে পাবে, এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে? জুলিয়া তৈরী হও, আজ আমরা অপেরা দেখতে যাব, টিকিট কেনা হবে তৃতীয় শ্রেণীর। তৃতীয় শ্রেণীর শ্রোতারা পেছনের সিটে বসে কেমন করে আনন্দ লুটে, তাও অনুভব করার মত বিষয়।"

অপেরা সকলে পছন্দ করে না, জুলিয়াও অপেরা পছন্দ করত না কিন্তু গভর্ণেসের অপেরা দেখতে ইচ্ছা হয়েছে, যেতে হবে নতুবা তিনি রাগ করবেন ; হয়ত মনে করবেন তিনি নিযুক্তা। জুলিয়া এই মনে করেই অপেরা দেখতে গেল।

———

সামুদ্রিক চার্ট

কাপ্তেন্ টমাস কয়েক দিন বড়ই ব্যস্ত আছেন, সেজন্য তাঁর অনুচরেরা দেখা পাচ্ছিল না, অবশ্য সেজন্য কেহই দুঃখিত অথবা চিন্তিত ছিল না। কাপ্তেন টমাসের অনুচরেরা আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল। তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত সহর লণ্ডনে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

লণ্ডন সহরে যারা সংবাদপত্র কেনাবেচা করে তাদের কাছে ফ্লিট ষ্ট্রীট অতি আদরের এবং সেখানে সাংবাদিকেরা যেদিন না যান সে দিনটা যেন বিফলে গেল বলেই মনে করেন। সাংবাদিকরা দৈনিক সংবাদ কেনাবেচা করেন কিন্তু ফ্লিট ষ্ট্রীটের মধ্যেও অনেক গলি আছে। সেরূপ গলিপথ কলিকাতা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কাপ্তেন টমাস সেরূপ গলিপথে প্রবেশ করলেন। এরূপ গলিপথে চলাফেরা করা তাঁর অভ্যাস ছিল। পরিচিত পথ ধরে তিনি চল্‌লেন। প্রায় পনর মিনিট চলার পর একটি তিন তলা বাড়ির সামনে চেয়ে তাঁর ঈপ্সিত কোম্পানির নেম্‌প্লেট দেখে সুখী হলেন।

কড়া নাড়া মাত্র একজন যুবতী দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন "কাকে চাই।"

টমাস্ ভদ্রভাবে টুপি উঠিয়ে যুবতীকে সম্মান দেখালেন এবং বল্‌লেন, "আমি ভেতরে যাব, এই বাড়িতে আমার অনেক পরিচিত লোক আছেন, দরজা ভেজিয়ে ভেতরে চলুন।" যুবতী দ্বিরুক্তি না করে দরজা ভেজিয়ে দিলেন এবং টমাস্‌এর সংগে চল্‌লেন। টমাস্ দোতলাতে গেলেন এবং একটি কোম্পানী আফিসের দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। যুবতীও সেই সংগে প্রবেশ করলেন।

দরজার পাশেই এক ভদ্রলোক একখানা সামুদ্রিক মানচিত্র দেখছিলেন। ভদ্রলোক মানচিত্র দেখাতে এতই তন্ময় ছিলেন যে

টমাসের আগমনে তাঁর তন্ময়ত্ব কাটেনি। টমাস ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পেছন দিকে চেয়ে যুবতীকে বল্লেন, "আমি ঠিক যায়গায় এসেছি এবং যাঁকে চাই তাঁকে পেয়েছি, আপনি এখন যেতে পারেন।"

ভদ্রলোকের তন্ময়ত্ব অপসরণ হল, দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এই যে কাপ্তেন টমাস, কেমন আছেন, বসুন; গত কয়েক বৎসর আপনার সংগে দেখা হয় নি।" যুবতীকে ভদ্রলোক বল্লেন, "মা ইলাইজা, আমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এস, ইনি আমার পুরাতন বন্ধু কাপ্তেন টমাস, যাঁর সম্বন্ধে প্রায়ই তোমার কাছে গল্প করি।"

এট্‌কিন্‌সন্ গ্রেটবৃটেনের একটি প্রসিদ্ধ এবং অতীব পুরাতন কোম্পানী। তিন শত বৎসর পূর্বে এই কোম্পানীর পত্তন করেছিলেন পিটার এট্‌কিন্‌সন্, তাঁরই বংশধর হলো এট্‌কিন্‌সন্ কোম্পানীর মালিক। অংশীদার বলতে কেহই নাই, কিন্তু বর্তমানে এলেন এট্‌কিন্‌সন্ তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে সেয়ার বিনামূল্যে দিয়ে দিচ্ছেন। কাপ্তেন টমাস্ এট্‌কিনসন্ কোম্পানীর বেতনভুক ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নন্।"

এলেন সদাশয় ব্যক্তি, এলেনের করমর্দ্দন করে বল্লেন, "আপনার মাসিক বৃত্তি মাসে মাসে আপনার স্ত্রী নিয়ে যাচ্ছেন, উপরন্তু পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ডের শেয়ারও দেওয়া হয়েছে, আপনার স্ত্রী বোধ হয় সেয়ার সার্টিফিকেট দেখিয়েছেন।"

"হাঁ দেখেছি মিঃ এলেন; এই অভিনব পথ অবলম্বন করার কারণ কি?"

এলেন বল্লেন, "সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, মৃত্যু কর না দিয়ে যদি কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখা যায় তবে দোষও হয় কাজও আরও ভাল হয়। এই ত আপনি কোথায় কার চাকরি করছেন সে সম্বন্ধে আমরা মাথা

ঘামাই না অথচ মাসিক বৃত্তি দিয়ে যাচ্ছি, এর ফল কি একেবারে বিফলে যাবে মনে করেন ? আপনাদের টমাস পরিবার হতে আমাদের পরিবার অন্তত কোটি পাউণ্ড অর্জন করেছেন, সে ক্ষেত্রে মাসিক বৃত্তি দেওয়া আমাদের পক্ষে যেমন কর্তব্য তেমনি আপনাদের মধ্যে অনেকে অনেক করণীয় করেন যা আমরা কখনও আশা করতে পারি না। গ্রেটবৃটেনের মেরুদণ্ড গড়ে উঠেছে বৃটিশ ধনীদের গোপন সাহায্যকারীদের সাহায্যে। আপনি পৃথিবীর যে অংশে থাকুন না কেন, জানেন আপনার পরিবার অভুক্ত থাকবে না, শীতে কষ্ট পাবে না, কোনরূপ বিপদে পড়লে মাথায় হাত দিয়ে বসবে না, সেজন্যই আপনারা আমাদের প্রতি দয়া করে আসছেন। এখন বলুন কোন সংবাদ আছে কি না ?"

কাপ্তেন টমাস বল্লেন, "মিঃ এলেন, সংবাদ আপনার কাছে। আমার অর্থের অভাব নেই, লোকের অভাব নেই শুধু অভাব বলতে যা আছে সেই অভাব হল কোথায় যাই এবং কি করতে পারি ?"

এলেন উঠলেন এবং টমাসের হাত ধরে বল্লেন, "চলুন খেতে যাই, দু'টা বাজে, সেই সাতটায় বসেছিলাম বন্ধু, আপনি না আসলে বোধহয় আরও বস্তে হ'ত। আমার কোম্পানিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাও একটি ট্রেড্ ইউনিয়ন করেছেন, তাতে তাঁরা দাবী করেছেন আমি মাসে হাজার পাউণ্ড খরচ করতে বাধ্য। যদি হাজার পাউণ্ড না খরচ করি তবে তাঁরা ধর্মঘট করবেন। বলুন, কি করে হাজার পাউণ্ড খরচ করা যায় ? আমরা মাত্র চার জন লোক, অতি কষ্টে পঁচাত্তর পাউণ্ড খরচ করি, বাকি টাকা কি করা যায় তাও ভেবে পাই না। সকাল হতে দুটা পর্যন্ত চেয়ারে বসে থাকার পর কি মোটরে বসতে ইচ্ছা হয় ? হেঁটেই সময় কাটাই। জানি না মশায় এই ধর্ম্মঘটের মীমাংসা কে করবে ?"

টমাস্ হেসে ফেল্‌লেন এবং বললেন, "এটাকে ধর্মঘট বলে না। এটাকে বলা হয় একটু মুক্ত হস্ত হতে পরোক্ষ ভাবে আদেশ। আপনার পরিবারের মাত্র একদিকেই দান রয়েছে। হাঁ, আজকের দিনে এটাকে দান বলা যেতে পারে না, যার যা কাজ তাকে সেই অনুযায়ী ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া দরকার। আপনাদের পরিবার তা করেছেন সেজন্য আপনি শুধু আমাদের কাছ থেকেই ধন্যবাদ পাবেন কিন্তু অন্য লোক ত' তা জানে না।"

"না জানুক, অন্য লোকের সংগে আমাদের সম্পর্ক নেই। ইংলণ্ডের রাজপরিবার, লর্ডমহোদয়গণ, এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তির সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। পৃথিবীতে যেখানে যত গুপ্ত ধন আছে, সবই আমরা সংগ্রহ করি। সেজন্য আমরা কখনও সরকারী সাহায্য চাওয়া দরকার মনে করি না। এই কয়েক বৎসর পূর্বে আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদের ছোট ছোট দ্বীপ হতে স্বর্ণ উদ্ধার করে এনেছি। এত স্বর্ণ ইংলণ্ডের লোক আজ পর্যন্ত একত্রে দেখে নি। এত বড় কাজটি করেছে আপনাদের মত লোকই। সাহায্য করেছে কয়েকজন জার্মান, তারাও উপযুক্ত মজুরী পেয়েছে এবং তাদের পরিবার নিয়ম মত মাসিক ভাতা পাচ্ছে। এই ভাতা চলবে বংশানুক্রমে—যতদিন কর্মচারীদের পরিবারের সত্বা থাকবে।"

এলেন, তাঁর কন্যা এবং কেপ্‌টিন টমাস্ খেতে বসলেন। বয় খাদ্য পরিবেশন করতেছিল। বৃটিশ নিয়ম মতে বড় ধনী পরিবারে ছয় রকমের খাদ্য তৈরী হয় কিন্তু এলেন পরিবারে আঠার হতে কুড়ি রকমের খাদ্য থাকত অবশ্য মদের পরিমাণ খুবই কম।

খাওয়া হয়ে গেলে খাদ্যের টেবিলে বসেই এলেন জিজ্ঞাসা করলেন "বলুন আপনাকে কি করে সাহায্য করতে পারি?"

কেপ্‌টিন টমাস্‌ বল্‌লেন "চাকরি করতে ইচ্ছা হচ্ছে না, এমন কিছু বলে দিন যাতে এড্‌ভেন্‌চারও হয় এবং মোটামোটি কিছু পাওয়াও যায়।"

"তাই বলুন, আজ মানচিত্রে যা দেখেছিলাম, তাই আপনাকে দেব" মানচিত্র তৈরী করতে সময় লাগবে, আপনি ইত্যবসরে এক খানা জাহাজ চার্টার করে ফেলুন এবং বিশ্বস্থ নাবিকের সন্ধান করুন। প্রত্যেক নাবিকের মাইনে যেন মাসিক পঁচিশ পাউণ্ডের কম না হয়। যাদের দ্বারা আপনার এত বড় কাজ হবে তারাই যদি অভুক্ত থাকে তবে তেমন কাজ করে লাভ নেই।"

কেপ্‌টিন টমাস্‌ বললেন "জাহাজ চার্টার করতে কতক্ষণ, কিন্তু যদি গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারি তবে জাহাজ চার্টার করার পর জাহাজকে ইচ্ছামত সজ্জিত করতে পারব।"

মধ্য অতল-অন্তিক, মানে আট্‌লান্‌টিক মহাসাগরের কথা বলছি—মানচিত্রে গ্রীক্‌রা অতল-অন্তিক বলেই লিখেছেন। মনে হয় না এটা সংস্কৃত শব্দ, ইন্দোএরিয়ান্‌দের প্রাদুর্ভাবের বহু পূর্বে মধ্যভারতে এই শব্দের প্রচলন ছিল, মানচিত্রে সেই কথাও বলা হয়েছে। এতে মনে হচ্ছে দৃশ্যত যাদের দ্বীপ বলা হয় এই দ্বীপগুলি সাধারণতই চোরা বালির উপর অবস্থিত। বর্ত্তমানে যেখানে আমরা গঙ্গা এবং সিন্ধু নদ দেখতে পাচ্ছি পূর্বে সেখানে ছিল সাগর। আমার মনে হয় সেই অজানা সমুদ্রে চোরা বালির উপর অনেক দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের ইপ্সিত দ্বীপ নিয়েই গবেষণা করতেছি, উপরন্তু কতকগুলি কোডেরও সমাধান করতে পারছি না। আপনি হলেন কেপ্‌টিন মানুষ, এই ধরণের গবেষণা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। আমাদের এড্‌মিরেল ড্‌গলাসও এই দ্বীপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন। অনুসন্ধান করার পর তিনি কোথায় চলে গিয়েছেন আজ পর্যন্ত তাঁর কোনও সন্ধান পাই নি।

কেপ্‌টিন টমাস্ বেড়াবার উদ্দেশ্য করে বের হলেন। জীবন যার গাম্ভীর্য বজায় রেখে কাটে, তাঁর ইচ্ছা হয় সহজ এবং সরল ভাবেও জীবন কাটাতে কিন্তু অপরিচিত স্থান ছাড়া কোথাও আবুল তাবুল বকা চলে না।

কতক্ষণ হেটে যেয়ে কেপ্‌টিন টমাস্ একটি মদের দোকানে প্রবেশ করলেন। তখন মদের দোকানে মাত্র কয়েক জন লোক বিয়ার খাচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের নাম লরেন্স। লরেন্স বেশি কথা বলছিল এবং মাঝে মাঝে সমুদ্রে কি করে জীবন কাটাতে হয় তাই বলে বাহাদুরী করতেছিল। কথা প্রসঙ্গে সে একটি দ্বীপের নাম করল এবং বল্‌ল সেই দ্বীপে নাকি অনেক গুপ্ত ধনরত্ন রয়েছে, সে দ্বীপে অবতরণ করেছিল কিন্তু যে যায়গাতে ধনরত্ন লুকায়ীত ছিল সেই যাগয়াতে আঘাত করার পূর্বেই জাহাজের কেপ্‌টিন তাকে এবং তাঁর বন্ধুদের পিস্তল দেখিয়ে জাহাজে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে আরও মন্তব্য করল হয়ত কেপ্‌টিন নিজেই পরে সেই লুক্কায়ীত ধনরত্ন আত্মস্মাৎ করেছিলেন।

কেপ্‌টিন টমাস্ দেখলেন লোকটা মদের নেশায় আসল কথা ফাক করে দিচ্ছে, তার কাছ থেকে আরও বেশি কথা শোনার জন্য অন্য আর একটি বড় দোকানে নিমন্ত্রণ করলেন, নিমন্ত্রণ পেয়ে সে আত্মহারা হল এবং কেপ্‌টিন টমাসের সংগে অন্য মদের দোকানে গেল। সেখানে যেয়ে কেপটিন টমাস্ লরেন্সকে পেট ভরে মদ খাওয়ালেন এবং কথা প্রসঙ্গে সে কোথায় থাকে জেনে নিলেন। বিদায়ের সময় কেপ টিন টমাস্ বল্‌লেন "বন্ধু মাতাল হয়েছ, যদি কিছু মনে না কর তবে ঘরে পৌছে দিয়ে আসতে পারি।"

লরেন্স লজ্জিত হ'ল এবং বুঝল সে এত মদ খেয়েছে যে একাকী ঘরে পৌছা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেপ্‌টিন টমাসকে সংগে নিয়ে বের হওয়া মাত্র কেপ্‌টিন এক খানা টেক্‌সী ভাড়া করলেন এবং লরেন্স ঘরের

পৌঁছে দিয়ে তার হাতে একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট গুঁজে দিলেন। পাঁচ পাউণ্ডের নোট লরেন্সের হাতে গুঁজে দেওয়াতে সে এতই আনন্দিত হয়েছিল যে সে তার স্ত্রীকে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল। ইতিমধ্যে কেপ্‌টিন টমাস্ অন্যত্র চলে গেলেন।

লরেন্সের বাড়ী হতে বের হয়ে কেপ্‌টিন টমাস্ জনৈক মাষ্টার এটেন্‌ডেন্‌ট-এর বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। মাষ্টার এটেন্‌ডেন্‌ট (Master Attendent) লণ্ডন সহর হতে দশ মাইল দূরে এক বাগান বাড়ীতে থাকতেন। ভদ্রলোকের নাম লিস্‌টার, বয়সে বৃদ্ধ, জ্ঞানে অদ্বিতীয় এবং তৎপরতায় যুবক ছিলেন। বাগান বাড়ী তার নিজস্ব। তখন বেলা চারটা। বৃদ্ধ তাঁর কর্মচারীবৃন্দকে ছুটি দিয়ে আরাম করে বসেছিলেন। নিজের কোন সন্তানাদি না থাকাতে প্রত্যেকটি কর্মচারীকে স্বজন মনে করতেন এবং প্রত্যেক কর্মচারীর শিশুদের বিকালবেলা নিজের ঘরে বিকালের খাদ্য সরবরাহ করতেন। লিস্‌টার যখন শিশুদের সংগে আমোদ আহ্লাদ করতেছিলেন ঠিক সেই সময় কেপ্‌টিন টমাস্ তার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। কেপ্‌টিন টমাস্ লিস্‌টারের পরিচিত লোক। কেপ্‌টিন টমাস্‌কে দেখামাত্র লিষ্টার তাঁকে ডাকলেন এবং বল্‌লেন, "এই করেই এখন আমার জীবন কাটছে টমাস্, তুমি কেমন আছ?"

"ধন্যবাদ লিস্‌টার, আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ?"

"বেশ ভাল, ধন্যবাদ। শিশুদের বিদায় করি তারপর কথা হবে।"

পাঁচটার সময় শিশুরা নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। লিস্‌টার কাজের কথা উত্থাপন করলেন।

লিস্‌টার সাগর সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেজন্য

বৃটিশ জাত তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানাত। কেপ্‌টিন টমাস্‌ও প্রায়ই শ্রদ্ধা জানাতে যেতেন।

লিষ্টার আরাম করে বসে বল্‌লেন "পৃথিবীর সাগরগুলি যেন আমার সংগে কথা বলে কিন্তু বন্ধু, দক্ষিণ মেরুর সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু একবারও দক্ষিণ মেরুর চারিদিক ঘুরে আসা ব্যতিরেকে কিছুই দেখতে সক্ষম হইনি। এতবড় দ্বীপ যাহা অস্ট্রেলিয়া হতেও বড়, সেই দ্বীপটা খালি পড়ে আছে দেখে অবাক হতে হয়। এক সময়ে সেখানে প্রাণী ছিল তার অনেক প্রমাণ আছে। আজ কিন্তু সেই দেশটা হয়ে গেছে বরফের দেশ।

কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ এণ্টার্টিক সম্বন্ধে বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপন করা অথবা এণ্টার্টিক সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য লিস্‌টারের কাছে যান নি—তিনি গিয়েছিলেন আটলান্‌টিক মহাসাগরে যে সকল দ্বীপ চোরাবালির উপর অবস্থিত, সেই দ্বীপগুলির নাম এবং অবস্থিতি জানতে। কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ বল্‌লেন "আটলান্‌টিক সম্বন্ধে সমালোচনা করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, আজ পর্য্যন্ত চোরাবালির উপর যে সকল দ্বীপ ভেসে রয়েছে তাদেরই একটি লিষ্ট তৈরী করতে সক্ষম হই নি।"

লিস্‌টার হেসে ফেল্‌লেন এবং বল্‌লেন "এই নিয়ে যদি বেশি কথা বল তবে লোকে তোমাকে পাগল বলবে। তুমি দেখছি পৃথিবীর ভেতরের সংবাদ নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করে দিয়েছ। আমাদের সভ্যতার আদিস্থল ছেড়ে দিলে পৃথিবীতে সবই যে গ্রেভেল পাথরের শাল গ্রামের উপর ভেসে রয়েছে।" (Boll bearing of gravel stones)."

কেপ্‌টিন টমাস বল্‌লেন, "আমি সেরূপ কিছু বলছি না সার, আটলান্‌টিক মহাসাগরে সেরূপ অনেক দ্বীপ আছে যাদের বল্‌-বিয়ারিং মোটা দানার বালি, তাদের একটি লিষ্ট করতে চেয়েছিলাম।

লিস্টার বল্‌লেন সামুদ্রিক চার্টই একমাত্র লিষ্ট”। আজ আমি যে দ্বীপ দেখে এলাম আগামীকাল তুমি সেই দ্বীপ না দেখতে পেয়ে তোমার চার্ট হতে সেই দ্বীপের চিহ্ন বাদ দিয়ে দিলে এর বেশি আর কি করা যেতে পারে? আইসবার্গের যেমন কোনও চার্ট থাকে না, এই রকমের দ্বীপেরও কোন চার্ট রাখা যায় না। আজ যেখানে পত্রপুষ্পে সুশোভিত একটি দ্বীপ দেখে এলে আগামী কাল সেখানে আর দ্বীপের নাম-গন্ধও থাকে না। বালির বল্‌-বিয়ারিং-এর যদি ক্ষমতা থাকে তবে অন্যত্র সরিয়ে নেয় নয়ত অতল জলধী জলে কোথায় লুকিয়ে ফেলে তার সংবাদ কে রাখতে পারে? পর্তুগীজ জলদস্যুরা সেরূপ দ্বীপেই তাদের পাপার্জিত ধন-রত্ন লুকিয়ে রাখত। অন্বেষণ করার সময় গোপন করা ধন-রত্ন পেলে পেল, না পেলে জাহান্নামে গেল। অন্য কেহ যেন তাদের পাপার্জিত অর্থে ভাগ বসাতে না পারে তাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি বোধ হয় সেরূপ কোনও দ্বীপের সন্ধান পেয়েছ মনে হচ্ছে?

হাঁ, সার অনেকটা তাই।

যাই কর, সেরূপ দ্বীপের উপর দাঁড়িয়ে কোনওরূপ ডিনামাইট না ফাটাও এই হ’ল আমার উপদেশ। লিস্টারের উপদেশ নিয়ে কেপ্‌টিন টমাস্‌ নিজের গন্তব্যস্থলে রওয়ানা হলেন।

কার্য্যারম্ভ

কেপ্‌টিন টমাস্‌ লিভারপুলের বাসিন্দা। তিনি ভাড়াটে বাড়ীতে থাকেন। সমস্ত বাড়ীটা ভাড়া করেন নি, মাত্র একটি ফ্লেট্‌। ফ্লেটে পাঁচখানা রুম। তাতেই টমাস পরিবারের আরামে দিন কাটে। টেলিফোন নিজস্ব রয়েছে, একটি রুমে লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতেই বসেন। বাড়ীতে অভ্যাগতদের আসা যাওয়া মোটেই নেই। হবার কথাও নয় কারণ কেপ্‌টিন টমাস্‌ মধ্যবিত্ত নন্‌। যার নিজের বাড়ী নেই তার আবার অতিথি কিসের? অতিথি বলতে যারা আসেন তাঁরা হোটেলে রাত কাটান এবং টমাস্‌ পরিবারের সঙ্গে একত্রে ভোজন করে তৃপ্ত হন। অতিথিকে বিছানা দেবার মত বন্দোবস্ত সাধারণ পরিবারে থাকে না এবং সেরূপ ঝামেলাতে যেতে কেউ পছন্দ করে না।

নাবিক জীবন ঘরে বাইরে সর্বত্র সমান। একে ইংলিশরা কম কথা বলে তারপর নাবিক জীবনে কথা বলার অভ্যাস অনেকের কমে যায়। নাবিক চিন্তা করে বেশি। চিন্তা করার সংগে হাতের কাজও চলে। নাবিক জীবন অলস নয়, নাবিক জীবন কর্মময়। কাজ করেই নাবিক আনন্দিত হয়, কাজ না করতে পেলে নাবিক জীবন্মৃত হয়ে থাকে। কেপ্‌টিন টমাস্‌ নাবিক, বিয়ে করেছেন নাবিকের কন্যা। কেপ্‌টিনের কন্যা মায়ের সংগে থেকে মায়ের প্রকৃতি পেয়েছেন। কথা খুব কমই বলেন অথচ কাজ করেন বেশি।

কেপ্‌টিন টমাস্‌ লণ্ডন হতে ফিরে এসে ছেলে-মেয়েদের সংগে বেশি সময় ক্ষেপণ না করে মানচিত্র দেখাতে সময় কাটাতেন। সেদিন তিনি মানচিত্র দেখাতে মগ্ন ছিলেন। ফোনে তাকে কে ডাকল। টমাস্‌ জবাব দিলেন।

—আপনি কি কেপ্‌টিন টমাস্‌?

—হাঁ, বলুন?

কেপ্‌টিন টমাস্‌ ট্রাঙ্ক কল পেতেন। লিভারপুল হতে যারা তাঁর সঙ্গে কথা বলত তারা সকলেই নাবিক। টমাস্‌ ভেবেছিলেন কোনও নাবিক তাঁকে ডাকছে এবং সেজন্যই বেপরোয়া হয়ে কথা বললেন।

আমি পিয়ারসন্‌ কথা বল্‌ছি. কেপ্‌টিন টমাস্‌।

পিয়ারসন্‌ অনেক আছে সেজন্য কেপ্‌টিন টমাস্‌ একটু ইতস্তত করে বল্‌লেন, হাঁ, তা আপনি কোথা হতে কথা বল্‌ছেন?

—আমি পিয়ারসন কোম্পানীর মালিক পিয়ারসন্‌।

—আজ্ঞা করুন স্যার, আপনার সঙ্গে কথা বলে নিজেকে ধন্য করি।

—বেশি বিনয় দেখাবেন না কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌, এখনও কোন উপাধীতে ভূষিত হতে পারি নি, সে আশাও নেই। এখন কাজের কথায় আসা যাক। সেদিন লণ্ডনে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু এলেন বল্‌ছিলেন আপনি সত্বরই মধ্য আট্‌লান্‌টিকে বেড়াতে যাবেন। সুখের সংবাদ নিশ্চয়ই। সেই সম্বন্ধে আমার একটি নিবেদন আছে। নিবেদনটি কি আপনি শুনুন তারপর জবাব দেবেন। আজই শুনলাম আপনি জাহাজ চার্টার করবেন। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে আপনার জন্য আমি জাহাজ চার্টার করতে পারি। সমস্ত খরচ বহন করতে পারি এবং যত্র তত্র যাবার অধিকারও আপনার থাকবে, শুধু একটি মাত্র নিবেদন আমার কন্যা জুলিয়া আপনার জাহাজে প্রধান যাত্রী হবে এবং দ্বিতীয় প্রধান যাত্রী হবেন তার গভর্ণেস।

—হাঁ, মিঃ পিয়ারসন্‌ অপনার আবেদন শুনলাম এখন আমার নিবেদন শুনুন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন প্রধান যাত্রী মানে কি? প্রধান যাত্রী মানে হ'ল জাহাজের সর্বময় কর্তা। কেপ্‌টিন্‌কেও প্রধান যাত্রীর

আদেশ মানতে হয়। আমরা যে দিকে এবং যে কাজে যাচ্ছি সব সময় আপনার কন্যার আদেশ মানা সম্ভব হবে না। তারপর জুলিয়ার গভর্ণেসকে কে না জানে? একবার যদি তিনি কিছু আদেশ করেন তবে আদেশ তামিল না করা পর্য্যন্ত সান্তনা দেবারও উপায় থাকবে না। আপনার আদেশ প্রতিপালন করতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত, কিন্তু আপনিই চিন্তা করে দেখুন এই ক্ষেত্রে আমার কি করা কর্ত্তব্য?

—আপনি যা মনে করছেন সেরূপ প্রধান যাত্রী হবার জন্য আমার মেয়ে যাচ্ছে না। জাহাজে বয় বাবুর্চি পৃথক থাকবে, কেবিন কয়েকটা জুলিয়ার ইচ্ছামত তৈরী করাব, তারপর অন্যান্য দিক্ দিয়ে সবই আপনার ইচ্ছামতই চলবে। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে হয়ত জুলিয়া যদি কোনও দ্বীপে অবতরণ করতে চায় এবং দ্বীপ-বাসীর আচার ব্যবহার লক্ষ্য করতে চায় তাতে আপনার আপত্তি আছে কি?

—আপত্তি কিছুতেই নেই, আমার কাজে বাধা না দিলেই হ'ল।

—সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কেপ্‌টিন্ টমাস্, আমার কন্যা যা চায় তা আপনিও দিতে পারবেন না আমিও দিতে পারব না। সে সমুদ্রে গিয়ে আমাদের অজ্ঞানিত এক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়, একেবারে মনস্তাত্বিক।

—বেশ ভাল কথা মিষ্টার পিয়ারসন্ আপনি জাহাজ চার্টার করতে পারেন, আমি আপনার কন্যাকে প্রধান যাত্রী করব এবং তার গভর্ণসকে দ্বিতীয় প্রধান যাত্রী করতে কোন আপত্তি করব না। আমি যে মতলব নিয়ে বের হচ্ছি আপনার বন্ধু এলেন নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন। যদি আমাদের ভাগ্য ফিরে তবে আর কাজ করব না। আমেরিকানদের মত লোফিং করে জীবন কাটিয়ে দেব।

—পারবেন না কেপ্‌টিন্ টমাস্। আমাদের ধাত সেরূপ নয়। ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতে হবে কিন্তু মনে রাখবেন আমেরিকানরা

আমাদের সমকক্ষ কোনদিক দিয়েই হতে পারে না। ডলার অথবা স্টারলিং মানুষের পূজ্য নয়। স্টারলিং দিয়ে আমরা ভারত সাম্রাজ্য দখল করতে সক্ষম হই নি। আমাদের নাবিক অথবা নিতান্ত অশিক্ষিত লোকও বিদেশে গিয়ে স্বদেশ-দ্রোহী হয় নি। যদি আমরা স্টারলিং উপাসক হতাম তবে ইণ্ডিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তার করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হ'ত না। আমেরিকানরা ডলার উপাসকের জাতে পরিণত হয়েছে, আমরা স্টারলিং উপাসনা করি না স্টারলিং ব্যবহার করি। আপাতত, তাই করতেছি ভবিষ্যতে কি করব বলতে পারি না। এখন কাজের কথায় আসা যাক। আপনার আদেশ এবং উপদেশের অপেক্ষা না করেই ওয়ারউইক কোম্পানীর একখানা বত্রিশ হাজার টনের জাহাজ চার্টার করব ঠিক করেছি। বড় জাহাজ ভালই হবে। আমার কন্যা সমুদ্র যাত্রায় অনভ্যস্ত। সে যদি বড় জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রায় বের হয় তবে কষ্ট কম হবে। বড় জাহাজে সমুদ্রের ঢেউ লাগলেও জাহাজে ওলট-পালট কম হয়। সি সিক্‌নেস্ (সামুদ্রিক রোগ) খুব কমই হয়। উপরন্তু এই জাহাজে আমিও অনেক বার ভ্রমণ করেছি। এই জাহাজে করে যখন ভ্রমণ করতাম তখন মনে হ'ত জাহাজ সমুদ্রের রক্তচক্ষুকে একটুকুও ভয় করে না। অবশ্য সেজন্য জাহাজের পরিচালকই প্রশংসার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, তবুও জাহাজের গঠন এখনও শক্ত। আশাকরি আপনি জাহাজের পরিচালনা করে আমাকে বাধিত করবেন।

—আমার আপত্তি নেই মিঃ পিয়ারসন্, তবে বত্রিশ হাজার টনের জাহাজ চালাতে হলে অনেক নাবিকের দরকার হবে।

—যত ইচ্ছা নাবিক নিন্ কেপ্‌টিন, দরকার হলে রয়েল মেরিন্ হ'তেও নাবিক ধার করতে পারেন। আমার কন্যার চিত্তবিনোদনার্থ কয়েক লক্ষ পাউণ্ড খরচ করতেও ইতস্তত করব না।

—ধন্যবাদ মিঃ পিয়ারসন্ আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত হলাম।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কেপ্‌টিন টমাস্ হাত-পা ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে ঢলে পড়লেন। এটা আনন্দের অবসাধ। কর্মরত মানুষের স্নায়ুর উপর ক্রমাগত চাপ পড়তে থাকে, মনে হয় এই বুঝি স্নায়ু ছিড়ে গেল। আবার যখন অনেক কাজের অবসান হয় তখন স্নায়বিক শৈথিল্যও দেখা দেয়। কেপ্‌টিন্ টমাসের স্নায়বিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। স্নায়বিক শৈথিল্য অপসারণ করার জন্য তিনি তাঁদের ক্লাবের দিকে রওয়ানা হলেন। কেপ্‌টিনদের পৃথক ক্লাব থাকে, সেখানে শুধু কেপ্‌টিন্ এবং ইন্‌জিনিয়ার ছাড়া আর কেহ সভ্য হতে পারে না।

ক্লাব-রুমে প্রবেশ করামাত্র কেপ্‌টিন টমাস্‌কে অন্য আর একজন কেপ্‌টিন স্বাগত জানিয়ে বল্‌লেন, "শুন্‌লাম আমাদের আবার দুর্দিন আসছে?"

সে কি কথা কেপ্‌টিন? টমাস্ বললেন।

আবার সাজো সাজো রব, যুদ্ধ আরম্ভ হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

কেপ্‌টিন টমাস্ মৌন অবলম্বন করলেন এবং পরে বল্‌লেন, "যুদ্ধ আসতে অনেক দেরী, ভীত হবার কারণ মোটেই নেই। আমি যুদ্ধের কথা চিন্তাও করি না। আমাদের জন্ম হয়েছে হস্‌পিটালে। যদি মৃত্যু সাগর বক্ষে হয় তবে ক্ষতি কি কেপ্‌টিন, আমরা বৃটন, যুদ্ধকেও ভয় করি না, সাগরকেও ঘৃণা করি না। আসুন কিছুটা বিয়ার সেবন করা যাক।"

বিয়ার খেলে কারো ক্ষতি হয় না। উভয়ে বিয়ার খেয়ে মনটাকে একটু উত্তেজিত করলেন তারপর কেপ্‌টিন টমাস্ বল্‌লেন, "এই বিশাল বিশ্বে কত কিছু দেখার আছে, কিছুই দেখা হ'ল না এই যা' দুঃখ,

নিজের দেশের এবং বিদেশের অনেক পাহাড়-পর্বত দেখা হয়েছে, নাবিক জীবনও অনেক বৎসর কাটিয়েছি কিন্তু সাগর দেখার অতৃপ্ত বাসনা এখনও তৃপ্ত হয় নি, অতি সত্বরই আবার আটলান্টিকের কয়েকটি দ্বীপ দেখার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক দ্বীপগুলি কিরূপ।

দ্বিতীয় কেপ্‌টিন্ বল্‌লেন, "আটলান্টিক মহাসাগরে অনেক রহস্য রয়েছে যার হদিস আজ পর্য্যন্ত কেহই পান নি, যেমন বড় বড় দ্বীপের হঠাৎ অন্তর্দ্ধান। প্রশান্ত মহাসাগরে সেরূপ দ্বীপ একটিও দেখা যায় না। দস্তুর মত ভূমিকম্প হবার পর কোনও দ্বীপ অন্তর্হিত হয় আবার কোন দ্বীপ ভেসে উঠে কিন্তু আটলান্টিকের দ্বীপমালার সংগে ভূমিকম্পের কোনও সম্পর্ক নেই। এই ধরুন গতবার আমি যে জাহাজে ছিলাম সেই জাহাজের চার্টে অনেক দ্বীপের চিহ্ন রয়েছে। অন্য জাহাজের চার্টে সেরূপ দ্বীপচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। আর একবার যখন জাহাজে উঠব এবং মনের কোণে পুরাতন চার্টের স্মৃতি ভেসে উঠবে তখন হয়ত দেখব যেখানে দ্বীপচিহ্ন ছিল সেখানে উন্মুক্ত সাগরের ঢেউ আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে গুড়ুম গুড়ুম করে ঢেউ খেলে নিজের জলে নিজেই মিশে যাচ্ছে। সেজন্যই বোধহয় গ্রীকরা আটলান্টিক মহাসাগরের নাম দিয়েছে "অতল-অন্তিক্" অর্থাৎ যার তলদেশের কোনও নিশ্চয়তা নেই।

কেপ্‌টিন্ টমাস্ গুপ্ত ধনরত্ন সম্বন্ধে ক্রমেই সন্দিহান হচ্ছিলেন এবং ভাবছিলেন একদিকে যুদ্ধের সম্ভাবনা অন্যদিকে দ্বীপের অস্তিত্ব নিয়েই গোলযোগ, থাকগে যা হবার হবে, নিজের গাঁট থেকে একটি পয়সাও খরচ হবে না। অন্যান্য বাজে কথাও উত্থাপিত হয়েছিল। কেপ্‌টিন টমাস্ অন্যান্য বাজে কথা এড়িয়ে শুইবার জন্য বাড়ীতে চলে এলেন।

মদের নেশায় যে মন-ভুলানো ক্ষণস্থায়ী আরাম তার বিলুপ্তি

মদের নেশার সংগে শেষ হয় এবং পরে চিন্তাধারা প্রবল বন্যার মত আসতে থাকে। কেপ্‌টিন্‌ টমাসেরও সেই অবস্থা হয়েছিল। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখলেন প্রবল বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পাশের খিড়কী খুলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেন। দৃশ্য মনোরম। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর খিড়কী বন্ধ করে দিয়ে আপন মনে বললেন, "এখন যাওয়া হবে না।"

রামবৃজ এবং নরেনকে ফোনে জানিয়ে দিলেন তারা যেন সকালে কোথাও না যায়, বৃষ্টি একটু কমলেই তিনি তাদের সংগে দেখা করবেন।

মিসেস টমাস্‌ ঘণ্টাখানেক পূর্বে বিছানা ছেড়েছিলেন। রান্না শেষ করে ব্রেকফাষ্ট-এর টেবিল সাজিয়ে কেপ্‌টিনকে ডাকতে আসলেন। ছেলে-মেয়েরা তখনও ঘুমে। কেপ্‌টিন টমাস্‌ টেবিলে বসে সর্বপ্রথমই তাঁর স্ত্রীকে বল্‌লেন, "আমার অবর্তমানে যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে তোমরা "টানেলে" আশ্রয় নিবে। হিটলার আমাদের দেশ নিশ্চয়ই বোমা ফেলে লোকের মনোবল নষ্ট করার চেষ্টা করবে।

মিসেস টমাস্‌ বল্‌লেন, "যদি কিছু ঘটে, তবে পূর্ব উত্তর বৃটেনেই ঘটবে, এদিকে বোমা-ফেলার সম্ভাবনা খুবই কম। বিপদ আসলে এক টানেল ছাড়া আর কোথাও স্থান নেবার মত আশ্রয় নেই।"

কেপ্‌টিন টমাস্‌ তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধির পরিপক্বতা বুঝতে পেরে সুখী হলেন এবং সকালের ভোজনে তৃপ্ত হয়ে টেবিল পরিত্যাগ করলেন।

রামবৃজ এবং নরেন কেপ্‌টিন টমাসের অপেক্ষায় ছিল। বৃষ্টি শেষ হবার পরই তিনি তাদের লজিং হাউসে উপস্থিত হলেন এবং উভয়কে আদেশ দিলেন তারা যেন নাবিক সংগ্রহ করে। কিরূপ নাবিক হওয়া চাই এবং কত নাবিক ভর্তি করতে হবে তাও বলতে ভুল্‌লেন না।

কেপ্‌টিন টমাস্‌ রামবৃজকে আরও বল্‌লেন, "হয়ত আমাদের সুদিনও আসতে পারে তবে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। নাবিকদের মাসিক মাইনে বৃটিশ নাবিকদের মতই হবে। কারণ এবারের যাত্রা ব্যবসায়ের যাত্রা নয়, এড্‌ভেন্‌চারের যাত্রা।"

রামবৃজ আদেশ গ্রহণ করল এবং নরেনকে বল্‌ল, "এই কথাগুলি কিন্তু অন্যান্য নাবিককে বলা হবে না, যদি এড্‌ভেন্‌চারের কথা বলা হয় তবে প্রথমত বিশ্বাস করবে না, দ্বিতীয়ত লোক পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।" নরেন বিষয়টা ভাল করে বুঝতে পারল। কোনও বিষয়ে ঝাপিয়ে পড়া এবং ফলাফলের কথা চিন্তা না করা বাঙ্গালীর কেন ভারতবাসী মাত্রেরই নেই।

রামবৃজ নরেনকে নিয়ে নাবিকদের ক্লাবের দিকে রওয়ানা হ'ল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ডকের কাছে অনেকগুলি ক্লাব। ক্লাবগুলি যদি কলিকাতার খিদিরপুর অথবা বম্বের পেলেলের মত হ'ত, তবে ক্লাবে প্রবেশ করার সময় নাকে রুমাল দিতে হ'ত কিন্তু এটা ইংলণ্ড, এখানে যে যাহা করুক বৃটিশ মাতৃজাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে কোথাও কোনরূপ কার্পণ্য করেন নি। বৃটিশ মাতৃজাতির করুণায় টিল্‌বারী অথবা ইষ্ট-ইণ্ডিয়ার ডকের কাছে যে কোনও ক্লাবে প্রবেশ করলে নাক সিট্‌কাতে হয় না।

নরেনকে নিয়ে রামবৃজ একটি ক্লাবে প্রবেশ করল। ক্লাবের একদিকে বাংলা অক্ষরে লেখা ছিল "বাঙ্গালীর ক্লাব।" হস্তাক্ষর দেখলে যে কোন লোক বলতে পারবে লেখকের বিদ্যা দ্বিতীয় ভাগের বেশি নয়, তবুও নরেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। লণ্ডনের এক প্রান্তে চক্‌ দিয়ে লেখা বাংলা অক্ষর যেন চোখের দৃষ্টি বাড়িয়ে তুলছিল। উভয়ে ক্লাবে প্রবেশ করল। রামবৃজ বল্‌ল, "ইয়া সেলাম আলীকুম"

তারপরই সিলেটি ভাষায় কথা আরম্ভ করল। যে কতজন নাবিক চা খাচ্ছিল সকলেই "আলীকুম সেলাম" বল্‌ল।

নরেন ভাবছিল এবার কোন্ পথে? সেলাম আলীকুম অথবা নমস্কার কোন্‌টা? নমস্কার বলতে বাঁধে। কেন বাঁধে কারণ আছে, কিন্তু নরেন বন্ধন মুক্ত হয়ে সবাইকে বল্‌ল, "নমস্কার" ভাই সকল আমি তোমাদেরই একজন।"

যাঁরা বসেছিল তারা এমন কথা কোনকালে শুনে নি। তবুও একজন সাহস করে বল্‌ল, "তবে তুমি হিন্দু?"

হাঁ ভাই, প্রথমতঃ আমি বাঙ্গালী তারপর হিন্দু। তোমাদের এই কয়েকটি বাংলা হস্তাক্ষর আমাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। এইটুকু বলেই নরেন একখানা চেয়ারে বসে পড়ল।

পাশে বসা লোকটি নরেনকে জিজ্ঞাসা করল, " তোমার বাড়ী কোথায়?"

নরেন বল্‌ল, "চট্টগ্রাম।"

আমার বাড়ীও চট্টগ্রাম, তবে আর কেন নিজের কথায় কথা বলা যাক।

নরেন এবং অন্য নাবিক উভয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল। অন্য নাবিক তার আর্থিক কষ্টের কথা বলল। একটুও ছলনা এবং কপটতা তার কথার মধ্যে ছিল না। সে বড় "মালুম"এর (Assistant to first) সহকারী ছিল কিন্তু ইন্‌জিনিয়ার-এর সংগে ঝগড়া হওয়াতে চাকরি গিয়েছিল। এখন কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। গত এক বৎসর পরের উপর খেয়েছে এখন একবেলা খায়।

নরেন বল্‌লে "ভেবো না ভাই, আমার সংগের লোকটি তোমার জন্য আজই কিছু করবে। এখন পেট ভরে খাও, খরচ আমিই

দেব। বয়কে খাদ্যের আদেশ করা হ'ল। বয় খাদ্য দিল। পাঁচজন লোক প্রায় এক পাউণ্ড স্টারলিং খেয়ে ফেলল। দোকানী খরচ দেখে ঘাবড়িয়ে গেল। অবশেষে রামবৃক্ষকে বলল, "বাবু সাহেব বিল্ এক পাউণ্ডের মত হয়েছে, আরও খাদ্য দেব কি?"

রামবৃক্ষ দোকানীর কথার অর্থ বুঝল এবং একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বলল, "দুই পাউণ্ড রেখে তিন পাউণ্ড ফেরত দাও।" এর মানে বাকি এক পাউণ্ডও খানাপিনাতে শেষ হবে।

রামবৃক্ষ জানত ভারতীয় নাবিক জীবন কত কষ্টের। সুযোগ যখন এসেছে তখন হাত গুটিয়ে রাখার কোন মানেই হয় না। ভারতীয় নাবিক জীবনের পেছনে রয়েছে অভাবের তাড়না, এডভেন্চার বলতে কিছুই নেই। প্রত্যেক নাবিককে পাঁচ পাউণ্ড করে এড্ভান্স দিয়ে তাদের কাছ থেকে জাহাজী নলী নিয়ে নিল। নলী মানে যে দলিলে লোকের পরিচয় এবং সেই সংগে লেখা থাকে কোন্ জাহাজে কত মাস কাজ করেছে এবং আরও অনেক কথা।

পাঁচ পাউণ্ড স্টারলিং মানে পয়ষট্টি টাকা। এক সংগে এত টাকা কোনও নাবিক পায় না। একজন রামবৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করল, "নলী জমা রেখে পয়ষট্টি টাকা আমাদের দিয়ে দিয়েছে, আমরা নূতন নলী করতে পারি এবং তোমার কাছ থেকে একটি পয়সাও পাই নি বলতে পারি, এরূপ ঘটনা অনেক ঘটেছে।

রামবৃক্ষ বলল, "এরূপ অনেক ঘটনা ঘটেছে তা কি আমার জানা নেই, কিন্তু তোমাদের দুর্দশা দেখে দুঃখিত। সেজন্যই এক সংগে এত টাকা দিতে আনন্দই হয়েছে, অবিশ্বাসের চিন্তা মনে হয় নি, হ'তে পারে না।

আব্দুল-গণীর চাকরি গিয়েছিল। কেন চাকরি হতে বরখাস্ত

করা হয়েছিল শুধু সেই জানত। অন্য কেহ না জানবার প্রধান কারণ ছিল ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে অতি অল্প লোকই লিখতে এবং পড়তে জানত। আব্দুলগণী যখন তার নলী রামবৃজের হাতে দিয়েছিল তখন তার হাত কাঁপছিল। রামবৃজ তা লক্ষ্য করছিল। কাজ শেষ করে যখন রামবৃজ ক্লাব হতে বের হ'ল তখন নরেনকে বল্‌ল, "আব্দুলগণীর নলী দেখতে হবে, মনে হয় লোকটা গা-ঢাকা দিয়ে নাবিকের কাজ অবলম্বন করছিল। সে নিশ্চয়ই শিক্ষিত।

একটু দূরে গিয়েই রামবৃজ এবং নরেন বাস হ'তে নেমে একটি ইটিং হাউসে ঢুকে আবদুলগণীর নলী বের করে দেখল, এক যায়গায় লাল কালি দিয়ে লেখা রয়েছে, "নাবিকদের ধর্মঘট করাবার জন্য কাজ হ'তে বরখাস্ত করা হ'ল।"

রামবৃজ বল্‌লে, ভয়ের কোন কারণ নেই, এরূপ লোকই আমরা চাই। এরূপ লোক দিয়ে অনেক কিছু করানো যায়, যাদের মাথায় বুদ্ধি নেই তারা ধর্মঘট কাকে বলে জানে না। এখন আমরা অন্যত্র যাব এবং দেখব লাঠিয়াল গোছের লোক পাওয়া যায় কি না। আমাদের জাহাজে এমন অনেক লোক থাকবে যাদের দমন করে রাখাও আমাদের কর্তব্য হবে। এবারের সমুদ্র যাত্রার কেপ্‌টিন টমাস্‌, তুমি আর আমি এই তিনজনই কর্মকর্তা, অন্যান্য সকলেই সত্যিকারের নাবিক।

এখন থেকে নরেন এবং রামবৃজ টিলবারী টকের কাছে একটি ক্লাব হাউসে গেল এবং ক্লাবে প্রবেশ করেই যেন খুব ব্যস্ত সেরূপ বাহানা করে দুই পেয়ালা চা দেবার আদেশ দিয়ে বয়কে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বেকার কংকণী ভায়ারা কোথায় ?

একজন সভ্য বল্‌ল, আমিই একজন বেকার নাবিক, তোমাকে ভাল করে চিনি। এই ত হালে কলিকাতা হ'তে ফি, আই এর "টালমা"

জাহাজ নিয়ে এসেছ। আমি চাকরি চাই, এই নাও আমার নলী, এটা রেখে আমাকে কিছু আগাম দাও।

রামবৃজ একটু হাসল তারপর নরেনের হাতে নলীটা দিয়ে বলল "পড়ত নরেন, কি লেখা আছে?"

নাম-ধাম সমেত সবই পড়ল। বোঝা গেল নলী ঠিকই আছে। রামবৃজ নলীটা পকেটে রেখে দিয়ে "এক, দুই, তিন, চার এবং এই পাঁচ" উচ্চারণ করে এক পাউণ্ডের পাঁচখানা নোট টেবিলে রেখে দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার এড্ভান্স। পনর দিন পর আবার পাঁচ পাউণ্ড এড্ভান্স পাবে। কোন্ লজিং হাউসে থাক?"

লোকটি তার ঠিকানা দিয়ে পাঁচ পাউণ্ড পকেটস্থ করল এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "বিকালে যদি আস তবে অনেক লোক পাবে।"

রামবৃজ বললে, "অনেক লোক চাই না, কয়েকজন লোক চাই মাত্র। কিন্তু মনে রেখো ভায়া তিন মাসের মাইনে কিন্তু আমি নিয়ে নেব।"

হাঁ, হাঁ, তাই করো।

লোক সংগ্রহ কাজ দুইদিনে হয়ে যাবার পর রামবৃজ এবং নরেন কেপ্‌টিন্ টমাসের সংগে দেখা করল। কেপ্‌টিন টমাস জাহাজের নাম ধাম বলে দিলেন এবং নাবিকদের জাহাজে থাকতে আদেশ করলেন। ভারতীয় নাবিকেরা জাহাজে থাকলে অনেক সুবিধা হবে। সেকথা কেপ্‌টিন্ টমাস রামবৃজকে বুঝিয়ে বললেন।

নরেন কে বললেন নরেন তুমি হবে ভারতীয় নাবিকদের সারেং যে কাজ তুমি বুঝতে পারবে না রামবৃজকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে। তোমরা উভয়ে আমার সংগে বিশেষ কথাবার্তা বলবে না। শুধু দরকারী

কথা নির্জনে হিন্দুস্থানীতে বলবে। অনেক বৃটিশ ও থাকবে, তাদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের কেহই জানবে না আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমার কথা বুঝতে পেরেছ ?

হাঁ সার সব বুঝেছি। রামবৃজকে বুঝিয়ে বলুন এর মানে ?

কড়া পাহাড়া দিতে কড়া লোকের ও দরকার হয়। সেরূপ লোক কি তোমাদের মধ্যে কেহ নাই ?

না সার।

খোজে নাও, দেরী কারো না। শোনো রামবৃজ সেরূপ অন্তত দশ জন লোকের দরকার। থাবে আর শুয়ে থাকবে। উত্তাল তরঙ্গ না হলে বেড়াবে বুঝলে ?

বুঝেছি সার, নরেন ঠিকই বলেছে আজই সেরূপ লোক নিয়ে আসব।

কেপ্টিন্ টমাস বল্লেন আজ নয় যাবার কয়েক দিন পূর্বে, এথন লোক ঠিক করে রেথে দাও। এবার একটি বড় রকমের দাও মারতে চলেজি, সকল রকম লোকের দরকার।

নরেন বললে দাও মারার জন্য আমারা মাথা ঘামাই না সার, আমরা আপনার আদেশ প্রতিপালন করতে পারলেই নিজকে ধন্য মনে করব। কঠিন লোক পেতে কষ্ট হবে না।

কেপ্টিন্ টমাস নরেনের প্রভূভক্তির নিদর্শন পূর্বে অতি অল্পই বুঝতে পেরেছিলেন এমন বুঝলেন নরেন রামবৃজের দ্বিতীয় সংস্করণ। মনের ভাব গোপন রেথে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা যাদের কথা বলেছ তারা কোন্ দেশের লোক ?"

নরেন বললে আমাদের দেশেরই লোক, তাদের আমরা কঙ্কনী বলি। কেপ্‌টিন টমাস্ একটু চিন্তা করে বল্লেন বম্বের কাছেই তারা থাকে, কেমন নয় কি ?

হাঁ সার, এদের আর একটা নাম ও আছে মাওলীয়া অর্থাৎ মালাবারী। লোকগুলি কালো, আমাদের মতই মাছ মাংস খায় তবে বড়ই সাহসী।

সেরূপ লোকেরই দরকার, মাসে দশ পাউণ্ড করে তারা প্রত্যেকে পাবে, তাতে রাজি হবে কি? রমবৃজ বললে "দেখব সার"

কেপ্টিন টমাস চলে গেলেন। রামবৃজ এবং নরেন ব্রেকফাষ্ট শেষ করে পদব্রজে বেড়াতে বের হল। ক্লাবে যাওয়া উদ্দেশ্য, সহর দেখা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, শরীর ঠিক রাখতে হলে চলাফেরা করা সমূহ দরকার। নরেন এবং রামবৃজ বেড়াবার সময় ফুটপাথে বেশি লোকের দেখা পেল না। নরেন বললে ইংলণ্ডের লোক সকালে বেড়াতে বের হয় না সন্ধ্যার পূর্বে বেড়াতে বের হয়।

কি জানি নরেন্ এদের সংগে আমাদের চাল চলনের বিশেষ মিল আছে বলে মনে হয় না। এটা হল শীতপ্রধান দেশ, এদেশে সকালে যদি কেহ শীতল জলে স্নান করে তবে নিমোনিয়ায় নির্ঘাত মৃত্যু। সকালে কেহ বেড়াতে বের হয় না। দশটার পূর্বে যেন ঘর হতে বের হওয়া শুধু মজুরদের দ্বারাই সম্ভব।

নরেন বললে এখানে গত দেড়মাস ধরে বাস করতেছি, যাদের সংগে পরিচয় হয়েছে সকলেই নাবিক। নাবিকগণ বিশ্রামার্থ বন্দরে আসে, নাবিক সকাল দশটা পর্য্যন্ত কেন সারাদিন ঘুমিয়ে থাকলেও দোষের কথা নয় কিন্তু অন্যান্য লোক সকালে বের হয় নয় না কেন তাও তাজ্জব ব্যাপার।

রামবৃজ কুপিত হয়ে বলল, তাজ্জব আজব বলে বাজে কথাগুলি এখানে চলে না বলেই মনে হয়। বিনা কারনে ঘর হতে বের হওয়া এদেশের লোকের নিয়ম নাই। এদেশের লোক নিজের ঘরটাকে পরিস্কার

পরিচ্ছন্ন রাখতে বেতন ভোগী লোকের উপর বেশি নির্ভর করে না। ঘরের কাজ নিজেরাই অনেকে করে, তারপর এদের ঘরে বহু রকমের আরাম দায়ক জিনিস থাকে যেমন চেয়ার্। আমাদের দেশে ও চেয়ার আছে কিন্তু এদেশেব চেয়ারে বসে যে আরাম পাওয়া যায় সে আরাম কি আমাদের দেশের চেয়ারে বসে পাওয়া যাবে? এদের চেয়ার তৈরী প্রথা ভিন্ন রকমের। আমাদের দেশে যে সকল চেয়ার দেখতে পাওয়া যায় সবই হল "ওয়ারকিং" চেয়ার। সে চেয়ারে বসেই আমরা নিজকে ধন্য মনে করি।

নরেন এবং রামবৃজ বিশপ্ স্ট্রীটে পৌছল। হঠাৎ তারা দেখতে পেলে তু'জন কঙ্কনী তাদের দিকে আসছে। বিশপ্ স্ট্রীটেই গুজরাতী পরিচালিত ক্লাব ছিল। নরেন মনে করল হয়ত এরা ক্লাব থেকেই এসেছে। এরা নিকটে আসলে রামবৃজ এক জন কঙ্কনীকে জিজ্ঞাসা করল "আপনাদের ক্লাবের দরজা কি খুলেছে?"

—সে বহুক্ষণ, আপনারা কি সে দিকে যাচ্ছেন?

হাঁ. আমরা সেদিকেই যাচ্ছি, চলুন আপনাদের ক্লাবে যাই।

তু'জন কঙ্কনী রামবৃজের সংগে চল্‌ল। রামবৃজ ক্লাবে পৌছেই সকলকে লক্ষ্য করে বল্‌ল"আমাদের কয়েক জন নাবিক দরকার, যদি কেহ নাবিক হতে চান্ তবে আসুন, প্রত্যেককে এক পাউণ্ড করে ধার নিতে পারেন। এক পাউণ্ড করে সকলেই ধার নিতে রাজি হ'ল এবং প্রত্যেকে রামবৃজের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। রামবৃজ প্রত্যেককে এক পাউণ্ড করে কর্জ দিয়ে বল্‌ল "বন্ধুগণ বিকালে তিনটার সময় যেন আপনাদের দেখা এখানেই পাই। তখন সকলকে নিয়ে সিপিং অফিসে যাব। রামবৃজের আদেশ সকলেই মাথা নত করে গ্রহণ করল। পেটের জ্বালা বড়ই কঠোর। নরেন তখনও পেটের জ্বালা অনুভব করে নি।

অভাব বোধ যেমন তার ছিল না তেমনি অভাবও ছিল না। গ্রাম্য জীবনে .অভাব সকলে অনুভব করে না। সেজন্যই বোধহয় নরেন রামবৃজকে জিজ্ঞাসা করল "যাদের টাকা ধার দিয়েছ তারা বিকালে তোমার আদেশ মত আসবে কি ?"

—আসবার ত কথা।

—কি করে বুঝলে ?

—এদের মুখের অবস্থা দেখে।

—মুখের অবস্থা দেখে যদি মানুষের অন্তর বুঝা যেত তবে সকলের মনের কথা সকলেই বুঝতে পারত।

—নরেন তুমি সবেমাত্র সাগরের চাকরি নিয়েছ, যদি তুমি প্রকৃত নাবিক হতে পার তবে তুমি অনেকের মুখ দেখেই বুঝবে তারা তোমার সম্বন্ধে কি ভাবছে।

—কি করে সত্যিকারের নাবিক হওয়া যায় ?

—সত্যিকারের নাবিক কি করে হওয়া যায় ভাষার সাহায্যে কেউ তোমাকে বুঝাতে পারবে না। নাবিক কার্য্যের ভেতর দিয়েই প্রকৃত নাবিকত্ব তোমার মধ্যে ফুটে উঠবে। আমরা সত্বরই সাগরে যাব তখন এক দিন স্মরণ করিয়ে দিও দেখিয়ে দেব জাহাজের মধ্যে সত্যিকারের নাবিক কতজন আছে।

ফেরবার পথে একটি ইংরেজ যুবতীর সঙ্গে নরেনের ধাক্কা লেগেছিল। যুবতীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার পরই নরেনের স্মৃতিপথে সেই যুবতীর কথা ভেসে উঠল, যে যুবতী একদিন তার লজিং হাউসে আসবে বলেছিল কিন্তু সে আসেনি, অন্য আর এক জন স্ত্রীলোক এসে বলেছিল সে আসবে না। নরেন ভুলে গেল সে বাঙ্গালী এবং যুবতী ইংরেজ। তার মন বিচলিত হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য, তারপরই যখন তার মনের

সাধারণ অবস্থা ফিরে এল তখন যুবতীকে ভুলবার চেষ্টা করল, ভুলতে সক্ষম হল এবং মনস্থির করে ঠিক করল এথন থেকে সে বিদেশী নাবিকদের সংগে কথা বলে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবে। বিদেশী নাবিকেরা বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। তারা যখন লেকচার দেয় তখন মনে হয়না বিশ্ববিদ্যালয় হতে তারা ডিগ্রী অর্জন করে নি, বরং মনে হয় তারা পণ্ডিত ব্যক্তি। নরেন তার মনকে শক্ত করার জন্য অনেক উপায় নির্দ্ধারিত করেছিল, তার মধ্যে পুস্তক পাঠ একটি কাজ। নাবিকেরা প্রকৃত পক্ষে "বুক ওয়ার্ম" হয় নরেন কিন্তু সেরূপ ছিল না। যাদের সঙ্গে প্রথম জাহাজে এসেছিল তাদের প্রত্যেকেই ছিল নিরক্ষর। নিরক্ষর লোক কি করে বুক ওয়ার্ম হতে পারে? নিরক্ষর নাবিকেরা সেজন্য সূচের কাজ করে এবং ঘুমিয়ে থেকে সময় কাটানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

এখন থেকে নরেন বই নিয়ে ব্যস্ত। হাতের কাছে যে কোন বই পায় তাই পড়তে আরম্ভ করে। একথানা ইংলিশ অভিধানও সে কিনেছে কিন্তু মাঝে মাঝে নরেনের মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহে বিজয়ী না হয়ে পরাজিত হয়। সে দেখতে পায় রামবৃক্ষ যেন তার চারিদিকে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। সেই যুবতীর মুখ যখন নরেনের মনের কোনে ভেসে ওঠে তখন তার যৌবনতরী উচ্চাকাঙ্খার পাল তুলে দিয়ে মহাসমুদ্র পাড়ি দেয়। নরেনের মুখ হতে গান বের হয়ে আসে, সে গান গাইতে আরম্ভ করে। হঠাৎ যখন তার মনে হয় এটা চট্টগ্রাম নয় তখন সে চুপ করে যায়, সে ভাবে অন্যায় করেছে। বিদেশে এসে সেরূপ অন্যায় করা যুক্তিযুক্ত নয়। তারপরই যখন রামবৃক্ষের কথা মনে হয় তখন সে পুস্তকে মন সন্নিবেশিত করে। এসব করলে কি হবে, বয়সকে সকলে দাবিয়ে রাখতে পরেলেও নিষ্কৃতি পেতে পারে না। যাদের কথায় আমরা উঠি

বসি, যাদের আদেশে আমরা দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাই সেই অবতার এবং অবতীর্ণ কেহই জীবন এবং যৌবনের ভাব অবহেলা করতে পারেন নি। আমরা চেষ্টা করি অবতারদের স্থান একটু উচ্চে রাখতে, পবিত্র-ভাবে তাঁদের জীবন যৌবন চিন্তা করতে কিন্তু আমাদের মন এতই স্বাভাবিক যে আমাদেরই অগোচরে অবতারদের জীবন যৌবন আপনি প্রকাশ হয়ে যায় আমাদের ভাষায়, আমাদের লেখায় এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজে।

রামবৃজ মাঝে মাঝে নরেনের কথা চিন্তা করে কিন্তু কি করে তাকে কর্মবীর করে তুলবে ভাববার সময় পায় না। নূতন জাহাজে নাবিকদের নিয়ে যেতে হলে প্রত্যেকটি নাবিকের জাহাজী পাসপোর্ট (নলী) তৈরী করতে হবে, তাদের রসদ যোগাতে হবে ইত্যাদি নানা কাজে সে ব্যস্ত থাকে। নরেন্‌কে মানুষ করে রাখার মত সময় তার ছিল না তবুও অনেক যায়গায় নরেন্‌কে সে নিয়ে যেত, অনেকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিত, অনেক কাজের ভার তাকে দিত কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারত না। নরেনের শরীর শক্ত হয়েছিল, যে কোন কাজে অল্প সময়ের মধ্যে করতে পারত। কাজের শেষে হয় পুস্তক পাঠ নয় তন্ময় হয়ে বসে থাকা ব্যতিরেখে নরেনের করার মত কিছুই ছিল না।

রামবৃজ ভাবছিল তাড়াতাড়ি করে জাহাজে উঠতে পারলেই নরেনকে কাঠোর কাজে লাগিয়ে দিতে পারবে। কাজের চাপে নরেন যৌবনের মোহ ভুলে যাবে, কিন্তু অনুতাপের এবং পরিহাসের বিষয় রামবৃজ যে জাহাজের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল সেই জাহাজের প্রধান যাত্রী এবং কর্ত্রী সেই যুবতী যে যুবতীকে নরেন্ ধ্যান করে উন্মত্ত হয়েছিল।

জাহাজের নাম পরিবর্তন হয়েছিল। শিল্পীরা তুলি দিয়ে কাজ করতেছিল। রামবৃজ কখনও জাহাজের নাম নিয়ে মাথা ঘামাত না।

তাড়াতাড়ি কাজ হচ্ছেনা দেখে একজন আর্টিষ্টকে জিজ্ঞাসা করল, "এই নূতন নামের মানে কি বন্ধু ?"

আর্টিষ্ট বললে "নূতন নামের মানে বলা বড়ই শক্ত, শুনতে পাচ্ছি এই জাহাজে দুই জন মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণ করবেন। তাঁরা ধনী, বোধহয় তাঁদেরই কারো নামে জাহাজের নাম হচ্ছে। এটা চার্টার করা জাহাজ। সাধারণতঃ যাঁরা জাহাজ ভাড়া করেন তাঁদের নামানুসারে জাহাজের নাম পরিবর্ত্তন করা হয়।

রামবৃজ বুঝল কোনও ধনী সাগরে যাচ্ছেন। তারপর যখন দেখল তিনটা কেবিন ভেঙ্গে একটা কেবিন করা হচ্ছে তখন তার সন্দেহ দূর হল, বুঝল কোনও ধনী পরিবার সাগরে যাচ্ছেন। রামবৃজ নরেনকে সে-কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলল। নরেন আরও সুখী হল কিন্তু তৎক্ষণাৎ রামবৃজকে বলল "খবরদার অন্যান্য নাবিককে কিছুই বলবে না।"

নরেশের হুসিয়ারী দেখে রামবৃজ হাসল।

জাহাজ প্রস্তুত। ইউরোপিয়ান নাবিকেরা জাহাজে এসেছে। সরকারী মাল আসতে আরম্ভ করেছে। একজন স্টোরকিপার নিযুক্ত হয়েছে। সে মালের ফর্দ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে, মাল ফর্দ অনুযায়ী মিলাচ্ছে। কয়েকজন চীনা কারপেন্টার নূতন দু'টি কেবিনের পারিপাট্য বাড়িয়ে তুলছে। উত্তাল তরঙ্গ মালার আঘাতে জাহাজ নড়লেও যাতে চীনা বাসন স্থানচ্যুত না হয় ব্যবস্থা করছে। দু'জন ধুপি নিজেদের অটো-মেটিক মেসিন বসাতে ব্যস্ত। বিলাতী ধুপিরা কাঠের উপর আছড়িয়ে কাপড় ধুয়ে না। তাঁদের কাপড় বৈজ্ঞানিক প্রথায় মেশিনে ধুয়া হয়। কয়েকজন নাপিতও এসেছে এরই মধ্যে। তাদের কাজের কেবিন পৃথক। নিশ্চয়ই নারী যাত্রী আসবেন নতুবা স্ত্রীলোক নাপিত আসবে কেন ?

পাচক ইতিমধ্যেই রান্না করতে আরম্ভ করেছে। নরেন এবং রামবৃক্ষ ব্রেকফাষ্ট ইউরোপীয়ান ধরণে খায়। বিকালের টিফিন অর্থাৎ পিঠা এবং বিস্কুট এর সদ্ব্যবহার করে। চার্টার জাহাজ দেখতে অনেক লোক আসে। শুধু তাই নয় অনেক লোক চাকরির অন্বেষনেও আসে। চার্টার করা করা জাহাজের মালিক, মজুর ইউনিয়ন হতে লোক নিযুক্ত না করলে আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় হন না।

"এস্ এস্" জুলিয়া

জাহাজের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একদিন জুলিয়া এবং তার গভর্ণেস জাহাজ দেখতে আসলেন। কার্ষ্ট ইঞ্জিনিয়ার জুলিয়া এবং তার গভর্ণেস্কে নিয়ে তাদের জন্য যে কেবিন্ করা হয়েছিল দেখালেন। উপর হতে নীচের কেবিনে যাবার সময় জুলিয়া দেখতে পেল সেই কালো যুবক মন দিয়ে জাহাজের এক কোণে বসে কাজ করতেছে। জুলিয়া নরেনের দিকে বেশিক্ষণ না তাকিয়ে নীচের কেবিনে গেল। নীচের কেবিনটা বেশ বড় এবং জাহাজের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। কেবিন দেখে জুলিয়া সন্তুষ্ট হ'ল এবং নিজের বাড়িতে যেয়ে অনেকগুলি বই কেনার জন্য আদেশ দিয়ে কাপ্তান টমাসকে বলল দয়া করে যেন নাবিকদের লিষ্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাপ্তান টমাস তখনও নাবিকদের লিষ্ট তৈরী করতে পারেন নি। ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক নাবিকের কার্য্য গ্রহণ করে সাগরে যাবেন। সারভে বিভাগের লোক অনেক থাকবেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ফ্রান্সে বসবাস করেন, এখন ও তাঁরা পৌছেন নি। তাঁরা আসবার পর লিভারপুলের সারভে বিভাগের বহুদর্শিদের সংগে পরামর্শ করবেন, তারপর কে কোন কাজের ভার নেবেন ঠিক হবার পর জাহাজের কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবেন। অনেক রকমের ঝামেলা থাকাতে কাপ্তান টমাস নাবিকের লিষ্ট জুলিয়াকে দিতে সক্ষম হলেন না। জুলিয়া সেজন্য দুঃখিত হ'ল না এবং কপ্তেন টমাসকে কিছু মনে না করতে অনুরোধ করল।

কাপ্তান মনে করলেন যুবতী বোধ হয় পরিচিত কোনও লোকের সন্ধান করছে। এ বিষয়ে চিন্তা করার মত কিছুই ছিল না। টমাস

লরেন্সএর কথা মনে করতেন। এখন ও সে পৌঁছায়নি। সার্ভে বিভাগই বল অথবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের কথাই বল এখন ও সোনার খনির অবস্থিতি নির্দ্ধারণ করার মত কোনও যন্ত্র আবিস্কার হয় নি অতএব লরেন্সের নিতান্ত প্রয়োজন।

বেশিক্ষণ গেল না। স্থানীয় ফোণে কল্ পেলেন। লরেন্স তাঁকে ডাকতেছিল। হালো, হালো, বলার সংগে লরেন্স জবাব দিল এবং বল্ল সে লিভারপুলে এসেছে, তার সংগে একটি যুবক এসেছে যে তারই সংগে ছিল। যুবক জাতে গ্রীক্ অনেক বৎসর বৃটেনে থাকার জন্য বেশ ইংলিশ বলতে পারে।

কেপটিন্ টমাস তার সাথীর নিযুক্তি মঞ্জুর করলেন। লরেন্স লিভারপুলে পৌঁছাতে কেপ্টিনের মন সান্ত হ'ল। ষ্টোর কিপারকে নাবিকের লিষ্ট তৈরী করতে আদেশ করলেন। সকালে জাহাজ অপিসে পৌঁছে অপিসের যাবতীয় কাজ শেষ করে লরেন্স এর সংগে দেখা করে অবগত হলেন, সে যে সংবাদ দিয়েছিল তাতে ভুলভ্রান্তি মোটেই নাই। লরেন্সের মানসিক দৃঢ়তায় কেপ্টিন টমাস সুখী হলেন এবং তাকে বল্লেন সে যেন মনে মনে যথাস্থানের কথা প্রত্যহ একবার করে চিন্তা করে। অবশ্য কথন কি প্রকারে মধ্য আটলান্টিকে পৌঁছা যাবে সে বিষয়ে এখন ও তিনি কিছুই বলতে পারেন না, মধ্য আটলান্টিকে যাওয়া না যাওয়া জাহাজ কর্ত্তৃপক্ষের উপর অনেক নির্ভর করে।

বিকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। ইংলিশ কর্মীরা শীতকে ভয় করেন না। কেপটিন্ টমাস পিয়ারসনের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন এবং তাকে বল্লেন" মিস্ জুলিয়া এবং তার গভর্ণেস যেন জাহাজ চার্টার কথা হয়েছে কারো কাছে না বলেন এবং তারাই যে এই জাহাজের মালীক তাও যেন অপ্রকাশিত থাকে। ধনীদের পরিচয় ইংলণ্ডে আরাম দায়ক,

আমেরিকায় বিপজ্জনক। নাবিকদের মধ্যে আমেরিকান্ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। চীনা সূত্রধর অনেক থাকবে, তাদের প্রতি ও সব সময় বিশ্বাস করা চলে না।

পিয়ারসন বিষয়টি ভাল করে বুঝলেন এবং তাঁর কন্যা জুলিয়া এবং গভর্ণেসকে বুঝিয়ে দিলেন। গভর্ণেস চিন্তিত হলেন কিন্তু সাম্‌লিয়ে নিতে কতক্ষণ! বৃটিশ জাতের অনেক গুণ আছে, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা বৃটিশদের চিরাচরিত প্রথা। "প্রধান যাত্রী" মিস্ জুলিয়া কাকে বলে জানত না এবং সে কর্তৃত্ব করার প্রয়াসী ও ছিল না। জুলিয়ার উদ্দেশ্য পূর্বেও বলা হয়েছে।

জাহাজ দেখে জুলিয়া সুখী হয়েছিল এবং লেখবার এবং পড়বার নানা রকমের বন্দোবস্ত করতেছিল। পুস্তকাবলীর সংখ্যাই বেশি। দর্শন বিজ্ঞান আরও কত কি ছিল বলা চলে না। যদি পারত তবে জুলিয়া লক্ষ খানেক পুস্তক নিয়ে জাহাজে উঠত কিন্তু এত পুস্তকই কোথায় এবং সময়ই কোথায়? দেখতে দেখতে জাহাজ ছাড়বার নির্দ্ধারিত দিন এসে গেল। বৃটিশ জাত আমাদের মত দিন ক্ষণ দেখে কাজ করে না! তাদের দিন এবং ক্ষণ নির্দ্ধারিত হয় কাজের তাগিদ অনুযায়ী।

জাহাজে দরকারী জিনিষ হতে আরম্ভ করে সকল রকমের নাবিক এসে গেল। সকলেই জাহাজ ছেড়ে দিতে উৎসুক। জুলিয়া সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে আসল। গভর্ণেস পূর্বেই জাহাজে এসেছিলেন এবং কেবিন সাজাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দু'জন নাবিক তাঁকে সাহায্য করতেছিল। উভয়ই বৃটিশ। বৃটিশরা সাগরের আইন জানে এবং "ডিসিপ্লিন" কাকে বলে তাও বিশেষ ভাবে অবগত সেজন্য গভর্ণেসের পক্ষে কেবিন সজ্জিত করতে মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না। জুলিয়া তার মায়ের সংগে জাহাজে

উঠল। পিয়ারসন এবং কেপ্‌টিন টমাস একই সংগে জাহাজে উঠলেন। জাহাজ ছাড়বার পূর্বে যে সকল নিয়ম কানুন মানতে হয় তাতে কোনও ভুল ত্রুটি আছে কি না, কাপ্তান টমাস দেখে নিলেন তারপর বিশেষ ইন্‌স্পেক্‌সনের জন্য চার জনে মিলে বের হলেন। বিশেষ ইন্‌স্পেক্সনের সময় হুইসেল বাজাতে হয়, তাতে ত্রুটি হ'ল না। ভারতীয় নাবিকেরা লাইন বেধে দাঁড়াল। নরেনের পরনে অফিসারের পোশাক, দেখাতে বেশ ভালই মানিয়েছিল। কাপ্তান আসছেন দেখে নরেন্‌ "এটেন্‌সন্‌" বল্‌ল। সকলে কাষ্ঠ পুত্তালিকার মত দাঁড়িয়ে থাকল। জুলিয়া যখন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল তখন নরেনের সংগে চোখাচোখি হয়। নরেন জুলিয়াকে দেখে শঙ্কিত হল। শংকা কিসের নরেন বুঝতে পারল না। জুলিয়া শঙ্কিত হয় নি, তার শরীর কেঁপে উঠেছিল। জুলিয়া নিজের দুর্ব্বলতা বুঝতে পরেছিল এবং আপন মনে হাসতেছিল। প্রকৃতির ক্রিয়া তার শরীরে আরম্ভ হয়েছিল। প্রকৃতিকে যারা চিনে ফেলে তাদের পতনের কারন থাকে না কিন্তু অতি অল্পলোকই প্রকৃতিকে অবহেলা করতে পারে।

ইন্‌সপেক্‌সন্‌ হয়ে যাবার পর নরেন এবং অন্যান্য ভারতীয় নাবিকদেরা নিজের কাজে চলে গেল। সবাই আপন মনে কাজ করে যাচ্ছিল, নরেন কিছুটা চিন্তিত হয়ে জাহাজ হতে নামল এবং একটি ফুলের তোড়া কিনে কেপ্‌টিনের টেবিলে রেখে দিল। টমাস্‌ ফুল খুব ভালবাসতেন সে জানত এবং সেজন্যই এই ফুলের তোড়ার সৌন্দর্য্য কাপ্তানের ঘর শোভিত করতে পেরেছিল। ক্ষুধিত ব্যক্তি ফুল ভালবাসে না, ফল ভালবাসে।

এটা চার্টার করা জাহাজ, যখন ইচ্ছা তখন বন্দর ছাড়বে। যাদের টাকার অভাব নাই তারাই সময়ের দিকে লক্ষ্য না রেখে

কাজ করতে পারে। অন্যান্য জাহাজ জেঠি ছাড়তে পারলেই উন্মুক্ত সাগরে জাহাজের গতি কমিয়ে দিয়ে সকলকে বিশ্রামের সুযোগ দেয়। এখানে সে বালাই নাই। জাহাজ ছাড়বার পূর্বেই অনেকে বিশ্রাম করতে চলে গেল, কখন জাহাজ বন্দর ছাড়বে স্থিরতা ছিল না।

পিয়ারসন্ বুঝতে পেরেছিলেন কন্যার মমতা তাকে পেয়ে বসেছে পিয়ারসনের কন্যা পিতা মাতার মমতা ভুলতে পারতেছিল না, মাতৃস্নেহ তাকে আকড়ে ধরেছিল। জাহাজী কাপ্তান জাহাজী কাপ্তানই কর্তব্য জ্ঞান তাদের বেশি। স্নেহ, দয়া, মমতা এবং মায়া তাঁদের আছে, সর্বোপরী তাঁরা স্থান দেন কর্তব্য,সেটি তারা ভুলেন না। ঠিক চারটার সময় হুইসেল বাজিয়ে দেওয়া হল। আর ত্রিশ মিনিট পরেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। লিভারপুলের কাছে বার্কেন হেড। যে সকল নাবিক বার্কেন্ হেড্ গিয়েছিল তারাও যথা সময়ে ফিরে এসে কাজে চলে গেল।

পিতার আদর, মাতার স্নেহ এবং জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করে জুলিয়া চল্‌ল মহাসাগরে যেখানে মরণ বাঁচনের স্থিরতা নাই, আছে উদ্দীপনা উত্তেজনা নূতনের সন্ধান আর আছে চিন্তার অবাধ গতি। বাস্তবিক জাহাজে বসে যেমন করে আজেবাজে চিন্তা করা যায় তেমন আর কোথাও পারা যায় না। জাহাজের পরিবেশ ছোট, ঘন্টার মধ্যেই প্রায় সব কিছু জেনে নেওয়া যায়। তখন থাকেনা কিছু দেখার, থাকে না কিছু সোনার, সময় থাকে শুধু চিন্তার। সাগর যেমন দিগন্তব্যাপী চিন্তা তার চেয়েও বড়। চিন্তা অনন্ত। সাগরের অন্ত আছে কিন্তু চিন্তার অন্ত নাই।

জাহাজ জেঠি ছাড়ল। জুলিয়া ষ্টার বোর্ড দাঁড়িয়ে সজল নয়নে পিতা মাতার দিকে চেয়ে রুমাল উড়াতে ছিল। গভর্ণেস আদব কায়দা বজায় রাখার জন্য রুমাল উড়াতে ছিলেন কিন্তু তিনি চিন্তা করতেছিলেন

কতক্ষণে জাহাজ কিনারার লোকের অদৃশ্য হবে, কতক্ষনে কেবিনে যেয়ে বিশ্রাম করবেন, কতক্ষণে বিস্কে সাগরের ঢেউ লেগে জাহাজ তরতর করে কাঁপবে।

নরেন কেবিনে বসে কি ভাবছিল, রামবৃজ কিছুটা আন্দাজ করতে চাইছিল কিন্তু পেরে উঠতেছিল না। রামবৃজের জীবন যে রকমে আরম্ভ হয়েছিল নরেনের জীবন সে রকমে গড়ে উঠেনি। বঙ্কিম চন্দ্রের কোকিলের কুহু কুহু রব তার মনে না আসুক তার মনে ভেসে আসছিল দত্তার কথা। কিন্তু নরেন বুঝতে পারছিল না এটা বিস্কে সাগর আর জুলিয়া ইংরেজ দুহিতা। ইংরেজ কন্যা সকলে সমান হয় না। জুলিয়া চলেছিল প্রকৃতিকে পরাজয় করতে, নরেন চলেছিল প্রকৃতির ক্রোড়ে নিজকে আশ্রয় দিতে। এক জন স্বাধীন এবং মরণ বিজয়ী, অন্যজন পরাজিত এবং প্রকৃতির দাসানুদাস। এক জন প্রগতিশীল অন্যজন প্রগতি কাকে বলে সেই জ্ঞান বিরহিত। প্রভেদ ঢের, দূরত্ব ঢের কিন্তু নিকট সম্বন্ধ একে অন্যকে চুম্বকের মত টানতেছিল।

ক্রমেই জাহাজ বাহির দরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকল। সমুদ্রতীরের ঘরবাড়ী অদৃশ্য হতেছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে জাহাজ সাগরে পড়ল এবং তরতর করে কেপে উঠল। জাহাজের গতি পরিবর্তিত হল। দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করল। সাগরের অবস্থা বিকালের দিকে ক্রমেই খারাপ হতে আরম্ভ করল। জাহাজে মাত্র দু'জন যাত্রী বাদবাকি সবাই নাবিক। নাবিকেরা বহু পূর্বে নিজ নিজ কাজে চলে গিয়েছিল শুধু তারাই ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছিল যারা নাবিক বেশ অজ্ঞাত ধনের সন্ধানে যাচ্ছিল। জুলিয়া ধনের সন্ধানে যাচ্ছিল না কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আর উত্তাল তরঙ্গমালা তার চিন্তাধারার পরিবর্তন করে দিচ্ছিল। সে কি যে ভাবছিল নিজেই জানতে পারতেছিল

না। এটাই জুলিয়ার প্রথম সমুদ্র যাত্রা। যারাই প্রথম সমুদ্র যাত্রা করে তাদের কৌতুহলের অন্ত থাকে না, সর্বত্রই সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। উপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নীচে নীল জল বড় বড় ঢেউ তুলে সাগর যাত্রা ভয়াবহ করে তুলেছিল। জুলিয়া ভীত হচ্ছিল না, আনন্দে তার পা নেচে উঠছিল। কি আনন্দ দায়ক বাতাস, কখন ভাবছিল কত ভয়াবহ নীল জলের গভীরত্ব। লিভারপুলের কিছু দূরেই সাগর হঠাৎ গভীর হয়ে যাওয়াতে জলের রং নীল হতে কাজলে পরিণত হয়েছিল। কাজল রং ভীতি উৎপাদক। সাগর কি ভয়াবহ! চিন্তাধারায় জুলিয়া যখন বিভোর তখন একটি কালো আদমী জুলিয়ার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে নরেন। জুলিয়াকে নরেন দেখল কিন্তু জুলিয়া নরেনকে দেখতে পেল না। জুলিয়া রেলিং ধরে সাগর পানে তাকিয়ে রয়েছিল, নরেন দ্রুত পদ নিক্ষেপে জাহাজের পেছনের দিকে চলে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে চা খাবারের ঘন্টি বেজে উঠল। জুলিয়াকে ডাকতে বয় এল। বয় সমবিব্যাহারে জুলিয়া নিজের কেবিনে গেল এবং দেখল গভর্ণেস জুলিয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। কেবিনে পৌছামাত্র গভর্ণেস-জুলিয়াকে বললেন "একটু বিশ্রাম কর তারপর হাত পা শীতল জলে ধুয়ে চা খেতে চল, এতগুলি কাজ দশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া চাই। আমার আদেশ মেনে চলতে হবে।"

দশ মিনিটের মধ্যেই জুলিয়া সর্বকার্য্য সমাধা করে গভর্ণেসকে নিয়ে চায়ের টেবিলে হাজির হ'ল। কাপ্তান এসেছিলেন। প্রথম ইন্‌জিনিয়ার বাইবেল হাতে করে পাদ্রীর গাউন লাগিয়ে টেবিলের দক্ষিণ দিকে বসেছিলেন। জুলিয়া আসামাত্র সকলে বাইবেল পাঠ করলেন। এর পরে প্রথম ইন্‌জিনিয়ার কতকগুলি উপদেশ দেবার পর চা আনতে আদেশ করলেন। নূতন পরিবেশব মধ্যে জুলিয়ার নূতন জীবনের আরম্ভ হ'ল।

সাগরের জীবন

রাত দশটার সময় জুলিয়া ডেকে বেড়াতে বের হল। সংগে গভর্ণেস এবং প্রথম ইন্‌জিনিয়ার। আকাশ পরিষ্কার। গাঢ় নীল জলে জাহাজ তর তর করে চল্‌ছিল। শীতের প্রাবল্য ছিল। জুলিয়া এবং গভর্ণেস আকাশের তারকারাজি দেখতে ছিলেন। জুলিয়া তারকা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান অর্জন করেছিল। প্রথম ইন্‌জিনিয়ার মহাশয় জুলিয়াকে সন্তুষ্ট করার জন্য বল্‌লেন" দেখুন বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমা, উপরে আকাশ নীচে অফুরন্ত জল। আমরা জলে ভাসছি, আনন্দ করছি, আপনা হতেই পরম পিতা ঈশ্বরের প্রতি মাথা নত হয়ে আসে।"

—পরম মাতা বললে হয় না মিঃ ইন্‌জিনিয়ার ?

—সে আপনার ইচ্ছা মিস্ জুলিয়া, তিনি বহুরূপী কখন পিতৃ রূপে আর কখন মাতৃরূপে।

—আমি যদি বলি "তিনি" বলতে কিছুই নেই ?

—তবে আপনি নিরীশ্বরবাদী ?

—নিরীশ্বরবাদীর কি পৃথিবীতে স্থান নাই ?

—কেন থাকবে না মিস্, পৃথিবীতে সকলের সমান অধিকার বিশেষ করে গ্রেটবৃটেনে। যদি আমাদের দেশে স্বাধীন মতবাদ না থাকত তবে আপনার মত মহিলা চার্টার করে জাহাজে বের হতেন না।

ইন্‌জিনিয়ারের হাতে সিগারেট ছিল। সিগারেট হঠাৎ হাত থেকে পরে যাওয়াতে ইন্‌জিনিয়ারের মুখ বিবর্ণ হল এবং তিনি জুলিয়ার সংগ পরিত্যাগ করতে নানা রকমের অজুহাত সৃষ্টি করলেন। জুলিয়া বিষয় বুঝতে পেরে ইন্‌জিনিয়ারকে বিদায় দেবার পূর্বে বলল" আমি কিন্তু কুসংস্কার পছন্দ করি না।"

ইন্‌জিনিয়ার চলে গেলেন। গভর্ণেস এবং জুলিয়া একত্রে ডেকের উপর পাইচারী করতে আরম্ভ করলেন। অনেক ক্ষণ পর গভর্ণেস বল্‌লেন "অশিক্ষিত লোকের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করা কোনো মতেই শোভা পায় না। লোকটা জানে শুধু কলকব্জা এবং আকাশের কয়েকটি তারকা, এর বেশি যার জ্ঞান নাই তার সংগে দর্শন আলোচনা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। সহস্র সহস্র চেষ্টার ফলে মানুষের মনে ঈশ্বরের স্থান হয়েছে, সেই ঈশ্বরকে কথার ফাঁকে উড়িয়ে দেওয়া কি সম্ভব হবে ?

জুলিয়া অদূরে একটি আলো দেখতে পেয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। গভর্ণেসের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আলোর দিকে অঙ্গুল উঠিয়ে জুলিয়া গভর্ণেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গভর্ণেস্‌ আলোর দিকে তাকালেন, আলোটা ক্রমেই কাছে আসছিল। দেখতে দেখতে জাহাজে বিপদের বংশীধ্বনি হল। নরেন কোথায় কাজ করছিল, হাতের কাজ ফেলে দিয়ে জুলিয়ার কাছে আসল এবং জুলিয়াকে বল্‌ল "ভয়ের কোন কারণ নাই গভর্ণেস্‌ এটা জার্মান সাবমেরিন্‌। যুদ্ধ যদি আরম্ভ হয় তবে এরূপ সাবমেরিনে আমাদের মত নিরপরাধ লোককে হত্যা করবে না। জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে আমাদের সারমেরিণে উঠিয়ে নেবে।

সিগ্‌নেল্‌ কেবিন হতে কাপ্তান টমাস জার্মাণ সাবমেরিণকে গন্তব্য স্থলের নাম জানালেন এবং এটা মামুলী ধরণের কার্গো বোট্‌ সে কথা ও বলতে ভুললেন না। জার্মাণ সাবমেরিণ সামুদ্রিক নিয়ম অনুযায়ী কার্গো বোটকে সম্মান দেখিয়ে বিদায় নিল। নদীতে একটা কুমীর যেমন করে তলিয়ে যায় তেমনি জার্মাণ সাবমেরিন্‌ ও তলিয়ে গেল। নিশ্চল ভাবে জুলিয়া দাঁড়িয়ে ছিল সে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছিল। পাশে ছিল নরেন। যদিও নরেন এবং জুলিয়া একে অন্যের সংগে কথা বলছিল না তবুও একে অন্যে যেন অনেক কথা আদান প্রদান করল।

গভর্ণেস্ উভয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে জুলিয়াকে বললেন "এটাকেই বলে প্রকৃতির কাছে পরাজয়। এখন চল কেবিনে যাই। প্রথম রাত্রেই কালো আদমীর সংগে দেখা হয়েছে। আমাদের যাত্রা শুভ বলতেই হবে অবশ্য ইংলিশ কুসংস্কার যদি মান্য করা যায়।

—এখানে কালো সাদার কোন প্রশ্ন নাই, এখানে যৌবনের সংগে যৌবনের সংমিলনের চেষ্টা। বাস্তবিকই যৌবন যেমন মানুষের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটায় তেমন আর কিছুতেই বোধ হয় ঘটাতে পারে না ?

—যৌবন প্রতিরোধের প্রধান উপায় হ'ল কৃষ্টি, যাদের কৃষ্টি যত উৎকৃষ্ট তাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা তত বেশি। এক জন অষ্ট্রেলিয়ান্ বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম অষ্ট্রেলিয়াতে আদিবাসীদের মধ্যে যারা চিরকুমার হয় তাদের মানষিক শক্তি অত্যাধিক এবং তারা এমন অনেক কাজ করতে পারে যা আমাদের বেতার কেন্দ্র ও অনেক সময় করতে পারে না। আমার বন্ধু সেরূপ একটি লোকের সংস্রবে এসেছিলেন। সেই লোকটি বলেছিল অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী লোকটির বয়স দেড়শত বৎসরের ও উর্দ্ধে কিন্তু ক্রমেই সে অর্জিত গুণাবলী হতে বিচ্যুত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে সব হারিয়ে ফেলবে। সে অবিবাহিত, মানে ত বুঝতেই পেরেছ, আদিবাসীদের কথা এবং কাজ একই রকমের। জুলিয়া তুমি ও সেরূপ হতে পার।

—সেরূপ হবার সম্ভাবনা নাই, আদিবাসীদের মনে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোড়ন হয় না। আমরা যে সমাজে থাকি সেই সমাজের ক্ষয় ক্ষতি তাদের কাছেও পৌছতে পারে না এতএব পরমায়ুর দিক দিয়ে আমরা আদিবাসীদের মত দীর্ঘায়ু হবার আশা রাখতে পারি না।

—দীর্ঘায়ু হবার আশা না রাখতে পারি কিন্তু বর্তমান যুগের সভ্যতা এবং পুরাতন যুগের কৃচ্ছতার প্রার্থক্য কতটুকু জানাতে পারলে সুখী

ডুবারই সম্ভাবনা বেশি। তুমি অন্তত সে দিকটা অনুভব করতে পারবে জুলিয়া। এটা তর্কের বিষয় নয়। অনুভবের বিষয়। যতটুকু পার অনুভব কর এবং রেকর্ড করে রাখ, ভবিষ্যতে অন্যান্য লোকের উন্নতির পথ সুগম হতে পারে।

কথার অন্ত নাই। গভর্ণেস এবং জুলিয়া নিজেদের মনোভাব একে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে কোন রূপ বাঁধাবিঘ্ন পেতেন না। তাঁদের সময় ভাল রকমেই কাটছিল। কয়েক দিনের মধ্যে জাহাজ পর্তুগীজ অধিকৃত মেডিরা দ্বীপে পৌছল। মেডিরা বন্দরের লোক জানত না এটা যাত্রীবাহী জাহাজ নয়। তবুও দলে দলে লোক সওদা বিক্রি করার জন্য জাহাজে উঠতে আরম্ভ করল। কেউ বাঁধা দিল না। ক্রেতা না পেয়ে বিক্রেতা চলে গেল। নাবিকেরা দল বেধে মেডিরা সহর দেখার জন্য বেরিয়ে গেল। রামবুজ এবং নরেন গেল না জাহাজেই থাকল আর গেল না কয়েক জন নাবিক যারা নাবিক হয়েও নাবিক বেশে ছিল। তারা জুলিয়ার কেবিনের কাছে পাহারায় নিযুক্ত হ'ল। জাহাজ একরূপ নিরাপদ বললেই চলে। কিন্তু এটা মেডিরা সহর। সপ্ত রংগের মানুষের সংমিশ্রণে এই দ্বীপের লোকের উৎপত্তি স্পেনিশ, আরব, নিগ্রো পর্তুগীজ, ইংলিশ, ফরাসী ইত্যাদি। সকল জাত মিলে এক নূতন জাতের সৃষ্টি হয়েছিল। ইংলিশ এবং পর্তুগীজ ভাষা এই দ্বীপের চলতি ভাষা। আরব অথবা স্পেনিশ ভাষার প্রচলন নাই। অন্যান্য জাতের ভাষা লোপ পেয়েছিল।

যেদিন বিকালে জাহাজ জেঠিতে ভিরানো হয়েছিল তার পরের দিন সকালে আটটার সময় জুলিয়া সহরে যাবে কিন্তু গভর্ণেস বললেন সন্ধ্যার পর সহরে যাওয়াই ভাল। লোকের সংমিলন কি করে হয় দেখতে পেলে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারা যাবে। জুলিয়া সব সময়ই

সাধারণ মেয়েদের পোষাক এবং চালচলনে অভ্যস্ত ছিল। সন্ধ্যার পর সহরের বিজলী বাতি প্রজ্জলিত হবার পর গভর্ণেসের সংগে একত্রে সহরে বের হল। সহরের সর্বত্র বসন্ত ঋতুর প্রভাব। ফুল এবং ফলের বাগান সর্বত্র দৃষ্টি হচ্ছিল। পাখীর কোলাহল যদিও ছিল না তবুও মানুষের চলা ফেরাতে সহরের সজীবত্ব বেশ অনুভব হচ্ছিল।

সহরের মধ্যে প্রবেশ করার পর জুলিয়া একটি পথ ধরে যাচ্ছিল। যে পথ ধরে জুলিয়া যাচ্ছিল তার এক পাশে সুন্দর ফুলের এবং পাতা বাহারের উদ্যান, অন্য দিকে ফুটপাথ্। ফুটপাথের পাশ দিয়ে সারি দিয়ে দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী। প্রায়গুলিই হোটেল, নীচ তলাতে কাফে রেঁস্তোরা, বার (Bar) এবং কাবেরে। মনোহারী দোকান অনেকদূরে। সিনেমার অবস্থিতি অন্য স্ট্রীটে; সিনেমা কোন স্ট্রীটে জানবার জন্য একটি যুবক জুলিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল "এখানে সিনেমা কোথায়?"

জুলিয়া থতমত খেয়ে বল্ল "আমি এখানে নূতন, সিনেমা সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারব না। যুবক কথা শেষ করে নিমিষের মধ্যে একটি বারের মধ্যে প্রবেশ করে আত্ম গোপণ করল। জুলিয়া লক্ষ্য করল লোকটার নেকটাই অত্যধিক মোটা, যাহা সচরাচর দেখা যায় না। রুমানিয়ার লোক—যারা কৃষ্ণ সাগরে ডুবুরিয়ার কাজ করে তাদেরই কালো বর্ণের মোটা নেক্‌টাই পড়তে দেখা যায়। জুলিয়া সেরূপ লোক দেখে নি তবে পুস্তকে পড়েছে। লোকটা কি ডুবুরিয়া? যারা ডুবুরিয়া হয় তারা পালিয়ে যায় না, তারা মানুষের সংস্পর্শে থাকতে ভালবাসে, বেশি কথা বলে, জলের নীচের সংবাদ শুনাতে পারলে সুখী হয়, এই লোকটি এমন করে পালিয়ে গেল কেন? জুলিয়ার সন্দেহ হ'ল বটে কিন্তু কিছু বল্ল না। গভর্ণেস্ ও লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন

কিন্তু তিনি এত দাম্ভিক ছিলেন যে পায়ে হেটে সহর দেখা তাঁর পোষাচ্ছিল না তাঁর ধারণা হচ্ছিল ঐ যে লোকগুলি চলাফেরা করছে এরা মোটেই মনুষ নয় এক রকমের দ্বিপদী জীব। এদের আদেশ দেওয়া হবে, এরা আদেশ পালন করবে, এর বেশী নয়।

জুলিয়া সিনেমা দেখবার জন্য সহরে আসে নি, সহরে বেড়াতে এসেছিল। ফুটপাথ্ ধরে হাঁটার সময় নানা রকমের লোক এবং একটি কাফি হাউসের দরজায় নূতন ধরণের বিজ্ঞাপন দেখল। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল উত্তম খেজুরের রসের দ্বারা প্রস্তুত কাফি বিক্রি হচ্ছে। খেজুরের রসের দ্বারা প্রস্তুত কাফি জুলিয়া কখন ও খায় নি। গভর্ণেসকে সংগে নিয়ে জুলিয়া কাফিতে প্রবেশ করল। কাফিতে মাত্র কয়েক জন লোক বস্ছিল। সুখের বিষয় কাফি হাউসের মনোরম দৃশ্য এবং টগর, সন্ধ্যামালী ও মালতী ফুলের গন্ধে আমোদিত ছিল। গভর্ণেস্ একবার পারীর উদ্যান বাড়ীতে এরূপ সুগন্ধের সুখভোগ করেছিলেন তারপর আবার এই কাফি হাউসে সুগন্ধ পেয়ে একেবারে বসে পড়লেন। মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের সুগন্ধ কাফি হাউসের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল, জুলিয়া এরূপ সুগন্ধ জীবণে প্রথম অনুভব করল। জুলিয়া ভাবছিল এই ত জীবন। লিভারপুলের এক পাশে একটি উদ্যান বাড়ীতে জীবন কাটালে কি জীবনের আস্বাদ পাওয়া যায়? তারপর যখন খেজুর রসের তৈরী কাফি খেল তখন বুঝল এটা আর একটি নূতন খাদ্য। বৃটেণের কত জন লোক এরূপ সুমিষ্ট কাফি আস্বাদ করেছে? মৌড়িয়া বাস্তবিকই আরামের এবং চিরবসন্তের স্থান অথচ এখানে ট্রপিকেল আবহাওয়াতে যেরূপ কাঁটা, বণ, জঙ্গল, অরণ্যাদি অন্যত্র দেখা যায় সেরূপ কিছুই দেখা যায় না। একদা এই দ্বীপে নিগ্রোদের বাসস্থান ছিল কিন্তু ক্রমাগত বিদেশীদের দ্বারা আঘাত এবং অত্যাচারিত হয়ে, কামুকদের সংশ্রবে এসে, দ্বীপবাসীর

আমূল পরিবর্তন হয়েছে। জুলিয়ার ইতিহাস এবং ভূগোল জ্ঞান বেশ ছিল সেজন্য দ্বীপের সাধারণ মানুষ দেখেই বুঝতে পেরেছিল এটা বর্ণসংকরের দেশ। বৃটিশ জাত ও বর্ণসংকর, কিন্তু বৃটিশ জাত পুরাতন এরা আধুনিক এই যা' প্রার্থক্য। এরাও পুরাতন হবে, এদের ও ইতিহাস হবে, এরাও পৃথিবীতে নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

কাফি খাওয়া হয়ে গেলে জুলিয়া জাহাজে গেল। কেপ্‌টিন্ টমাস্ জুলিয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। দেখা হওয়া মাত্র জুলিয়া ডুবুরিয়ার কথা উত্থাপন করল। কেপ্‌টিন টমাস মন দিয়ে জুলিয়ার কথা শুনে বললেন বর্তমানে আটলান্টিক মহাসাগরে কতকগুলি ডুবুরিয়া দেখা যাচ্ছে তারা সাবমেরিণের সাহায্যে ধনরত্নের সন্ধান এবং আহরণ ও প্রাপ্ত ধনরত্ন বিদেশে বিক্রী করে। কয়েক দিন পূর্বে আমরা একটি জার্মান সাবমেরিনের দেখা পেয়েছিলাম সেই সাবমেরিন্ ও গুপ্ত ধন রত্নের সন্ধানে বেরিয়েছে কিন্তু এরা জানেনা পর্তুগীজ, স্পেনিশ অথবা বৃটিশ পাইরেট (জলদস্যু) বিষুব রেখার উত্তরে কখনও ধনরত্ন নিয়ে আসত না। আমাদের নাবিক শ্রেণী বাস্তবিকই আমাদের মেরুদণ্ড। লণ্ডনে বড় বড জাহাজ কোম্পনী সমুদ্র সম্বন্ধে তত সংবাদ রাখে যেমন সংবাদ অন্য কোন দেশের জাহাজ কোম্পানী রাখে নি রাখতেপাররে না, বর্তমাণে জাপানীরা আমাদের মতবাদ এবং পথ অবলম্বন করে অনেক উন্নতি লাভ করেছে, ভবিষ্যতে আরও করবে। এর প্রথম কারন হ'ল জাপানী জাহাজ কোম্পানী আমাদের জাহাজ কোম্পানীর পথ অনুসরণ করে নাবিকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে। প্রত্যেকটি জাপানী নাবিক মনে করে, আপদে বিপদে কোম্পানী তার পরিবারকে রক্ষা করবে এবং প্রত্যেকটি জাপানী নাবিক নিজের দেশের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। এই ধরণের বিভিন্ন রকমের কথা শেষ করে জুলিয়া নিজের কেবিনে গেল।

কেপ্‌টিন টমাস রামবৃজ এবং নরেনকে ডাকলেন। উভয়ে কেপ্‌টিন টমাসের ঘরে আসল। কেপ্‌টিন টমাস আদেশ করলেন, জাহাজে কড়া পাহারা বসাতে হবে। কয়েক জন কংকণী নাবিক পাহারায় নিযুক্ত করা চাই এবং এখন থেকেই পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে। জাহাজে যারা উঠা-নামা করবে তাদের পারমিট কার্ড থাকা চাই। বিনা কার্ডে কেউ যেন জাহাজে না উঠতে পারে। সিপিং অফিসেও সেই মর্মে চিঠি পাঠালেন। আদেশ পেয়ে রামবৃজ এবং নরেন ত্রিশজন কংকণীকে ডাকলে এবং ডেকের উপর বসে প্রত্যেককে বলে দিল "এখন থেকে তোমাদের কাজ আরম্ভ হ'ল। জাহাজের "বাংক" থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র অনুসন্ধান ক'রে দেখবে কোথাও কোন লোক লুকিয়ে আছে কি না। চোরের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে।" এই পর্য্যন্ত বলেই এদের ছেড়ে দিল। আগুনওয়ালার কাজে অনেক সিলেটি নিযুক্ত ছিল তাদেরও বলে দিল, "কয়লার বাংকে অথবা ইন্‌জিনের কাছে যদি কোন লোক দেখতে পায় তবে যেন তৎক্ষণাৎ রামবৃজকে ডেকে আনে, রামবৃজ অথবা আমাকে না পেলে কেপ্‌টিনকে ডেকে আনবে। চোরের ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে।" নরেন কারো কাছে মূল কথা প্রকাশ করল না।

তিন দিন তিন রাত জাহাজ বন্দরে থাকবে। মাল উঠানো নামানো নাই, শুধু জল নেওয়া। জল নেওয়া হয়েছিল প্রথম দিন। নাবিকদেরও বিশেষ কাজ ছিল না। সকলেই সহরে সময় কাটাচ্ছিল। আনন্দ করে সবাই বলছিল "এমন জাহাজে এই প্রথম চাকরি, জীবনব্যাপী যদি এমন জাহাজে কাজ করতে পারা যায় তবেই হবে জীবনের সার্থক" কিন্তু কেউ জানত না চার্টার করা জাহাজের বিশ্রাম যেমন আরামের বিপদ তেমনি মারাত্মক। চার্টার করা জাহাজে নাবিকের কাজ এই জাহাজের কেউ করে নি।

দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল। বন্দর পরিত্যাগ করে জাহাজ গভীর সাগরের দিকে রওয়ানা হ'ল। টমাস আদেশ দিলেন, জাহাজে কোনও "স্ট-এ-ওয়ে" আছে কি না অন্বেষণ করতে। অন্বেষণ করার কাজে সকলকেই নিযুক্ত করা হ'ল কিন্তু কংকণী এবং অন্যান্য নাবিককে বিশেষ ক'রে বলে দেওয়া হ'ল "জাহাজে যাকেই সন্দেহজনক মনে হবে তাকেই যেন নরেন অথবা রামবৃজকে দেখিয়ে দেওয়া হয়।

আব্দুলগণী নামে একটি ঝুনা আগুনওয়ালা এস্ এস্ "জুলিয়াতে" কাজ নিয়েছিল। লোকটির বয়স পঁয়তাল্লিশেরও বেশি। ব্লেইড দিয়ে কামাত, হিন্দু কি মুসলমান চেনা যেত না। বড়ই ধর্মপরায়ণ লোক কিন্তু নামাজ পড়তে কখনও কেউ তাকে দেখতে পায় নি। তাকে যারা জানত তারাই শুধু সম্মান করত। এক দিন আবদুলগণী জাহাজের পেছনে বসে নামাজ করছিল। তখন রাত প্রায় একটা। আকাশ ছিল পরিষ্কার। তারকাগুলি ঝক্‌মক্ করছিল। চাঁদ অস্তে যাচ্ছিল। নামাজ শেষ করে আব্দুলগণী আল্লার দয়া প্রার্থনা করছিল। দয়া চাওয়া হয়ে গেলে গামছাখানা উঠিয়ে বাইরে ফেলে অস্তমিত চাঁদের দিকে চেয়ে রয়েছিল। হঠাৎ সে শুনতে পেল একজন লোক অন্য জনকে বলছে "এরা তোমাকে ধরতে পারে নি, খুব সাবধানে থাকবে। জাহাজের ইণ্ডিয়ান নাবিকদের কথা ছেড়ে দাও, এরা সবাইকে ইংলিশ মনে করে। সাবধান ভায়া, যদি প্রথম ইন্‌জিনিয়ার দেখতে পায় তবেই বিপদ। কেপ্‌টিন্ টমাসকেও ভয় করতে হবে না। জাহাজে আর একটা লোক আছে তার নাম লরেন্স। একেবারে শিকারী বিড়াল। ইঁদুর পেলেই খেয়ে ফেলে। লরেন্স হ'ল কেপ্‌টিন্ টমাসের বন্ধু লোক। লরেন্স কাজ মোটেই করে না, শুধু খায় আর ঘুমায়।"

আব্দুলগণী সকল কথা শুনল তারপর অতি সন্তর্পণে কতকটা এগিয়ে গিয়ে যেন সে জাহাজের পেছনে যাচ্ছে সেরূপ ভাল করে এগিয়ে চল্‌ল। সামনে দু'জন লোককে দেখতে পেয়ে "সেলাম হুজুর" বল্‌ল। তারপর আরও একটু দূরে যেয়ে একটা বালতি হাতে করে নিজেদের কেবিনে গিয়ে দেখল রামবৃক্ষ শুয়ে আছে। নরেন কি লিখছে। নরেনকে কিছু বলার পূর্বে কেবিনের দরজাটা ভাল ক'রে ভেজিয়ে দিয়ে দরজার কাছে কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার দরজা খুলে দেখল কেউ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কি না? যখন দেখল দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে নাই তখন নরেনকে যা শুনেছিল সবই বল্‌ল এবং শেষটায় মন্তব্য করল "তুমি যদি এর কিছু না করতে পার তবে লরেন্স এবং প্রথম ইন্‌জিনীয়ারের পক্ষে বিপদের খুবই সম্ভাবনা। আর একটি কথা বলছি নরেন, "আগামী কল্য থেকে এদের পরিচয় পাবার জন্য অনবরত জাহাজে বেড়াব, দেখি আমার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না!

নরেন আবদুলগণীকে চিনত। আবদুল মিথ্যা বলে না নরেনের জানা ছিল। নরেন আরও জানত আবদুল ইংরেজী বেশ বোঝে। ক্ষণ-বিলম্ব না করে নরেন ডিউটিতে চলে গেল। যারা কেবিন পাহারা দিচ্ছিল তাদের কাছে গেল, দেখল কংকণীরা ঠিক ডিউটি দিয়ে যাচ্ছে। একজন কংকণীকে নরেন বল্‌ল, দুই নম্বর কেবিনের দিকেও দৃষ্টি রাখবে, সেই কেবিনেই ইন্‌জিনীয়ার থাকেন। কংকণী হেসে বল্‌লে, "তোমাদের সন্দেহের অন্ত নাই। সবই ত সাহেব, আমরা যে কতজন ইণ্ডিয়ান আছি যদি এক দিকে দাঁড়াই তবে এই সাহেবগুলিকে হজম করতে কতক্ষণ? আসল কথা হ'ল হাতিয়ার আমাদের নাই, হাতিয়ার না পেলে লাভ কি?

নরেন বল্‌ল, "হাতিয়ার দরকার হলে পাওয়া যাবে, বিনা-দরকারে

কেহ হাতিয়ার হাতের কাছে রাখে না, এখন আমি অন্যত্র যাচ্ছি বন্ধুগণ, সময়মত দেখা হবে।” কংকণীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রথম গেল কেপ্‌টিনের কেবিনে। কেপ্‌টিন তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমন্ত লোককে বিরক্ত করা যায় না সেজন্য নরেন প্রথম ইন্‌জিনীয়ারের কেবিনে গেল। বিশেষ কাজ না থাকলে অফিসারদের কেবিনে যাওয়া কেহই পছন্দ করে না। নরেনকে দেখা মাত্র প্রথম ইন্‌জিনীয়ার বুঝলেন বিশেষ কারণে নরেন এসেছে। হাতের কাজ রেখে দিয়ে প্রথম ইন্‌জিনীয়ার নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি চাই নরেন ?”

নরেন বক্তব্য বিষয়ের কিছুটা আভাস দিল এবং চলে আসবার সময় সাবধান করে দিয়ে আসল।

নরেন যখন কেবিন হতে বের হচ্ছিল তখন প্রথম ইন্‌জিনীয়ার নরেনকে ডাকলেন এবং বল্‌লেন, “নরেন তুমি অনেক দেরী করে এসেছ। তোমার আসার বহু পূর্বেই আমি এই সংবাদ পেয়েছি। রামবৃজ এবং আবদুলগণীকে ডিউটি থেকে ‘‘অফ্’’ করে দিও, এরা বর্তমানে পলাতক লোকটার সন্ধান আছে।

প্রথম ইন্‌জিনীয়ারের কেবিন হ’তে বের হয়ে নরেন ভাবল রামবৃজ এবং আবদুলগণী কি করছে দেখা চাই। এই মনে করে এদের সন্ধানে সে অনেকক্ষণ বেড়াল কিন্তু কোথাও আবদুলগণী অথবা রামবৃজকে খুজে পেল না।

অবসর সময়ে আবদুলগণী স্যুট পরে বেড়াত। স্যুট পরলে তাকে বেশ ভালই দেখায়। আবদুলগণীর মত অনেকেই অবসর সময়ে স্যুট পরত। স্যুতার মিস্ত্রীরা স্যুট পরেই কাজ করত। আজ আবদুলগণীর যেন আনন্দের দিন; ডেক্‌-খালাসী হ’তে একেবারে স্যুতার মিস্ত্রীর কাজে প্রমশন পেয়েছে। অন্যান্য নাবিকদের তাই দেখাত, আসলে

তার ভিন্ন মতলব ছিল। তার হাতে ছিল একটি হাতুড়ি, দরকার-বোধে হাতুড়িটা ব্যবহার করবার জন্যই হাতে রেখেছিল। ডিউটির সময় অতিবাহিত হবার পর সে কেবিনে ফিরে গেল। বিকালে শুয়ে থাকল। রাত দশটার পর চীনা মিস্ত্রীর সহায়তা নিয়ে লরেন্স যে কেবিনে থাকত সেই কেবিনের দরজা খোলার কাজে লেগে গেল। লরেন্স কিছু না বলে কেবিন হতে চলে গেল।

আবদুলগণী এবং চীনা কার্পেণ্টার যখন কাজ করছিল তখন দুইজন ইউরোপীয়ানকে লরেন্সের কেবিনের কাছে চলাফেরা করতে দেখে আবদুলগণীকে বল্‌ল্ উভয় ইউরোপীয়ানকে চিনে রাখবার জন্য।

কাজ শেষ করে আবদুলগণী এবং চীনা মিস্ত্রী যখন নিজ নিজ কেবিনের দিকে যাচ্ছিল তখন চীনা মিস্ত্রী আবদুলগণীকে বল্‌ল, "নাইট ডিউটি করে এই করার দরকার ছিল না।"

আবদুলগণী কি উত্তর দেবে তাই ভাবছিল' অবশেষে বল্‌ল, "দরজাটা নষ্টই ছিল, জাহাজ যখন মেরামত করা হয়েছিল তখন বোধহয় কেহই কেবিনের দরজাগুলি মেরামত করার কথা চিন্তাও করে নি।"

চীনা কার্পেণ্টার বোকা ছিল না অথবা "কর্তার ইচ্ছা কর্ম" বলারও লোক ছিল না, সে ছিল চীনা, সব বুঝতে পেরেছিল অথচ বিষয়টা তার পক্ষে নিতান্ত অ-দরকারী। সেজন্য একটু হেসেই নিজের কেবিনে চলে গেল, এটাই হ'ল চীনাদের বৈশিষ্ট। আবদুলগণী চীনাদের বিশেষ করে জানত সেজন্য সেও আর কিছু বলে নি।

কাজ শেষ করে আবদুলগণী বৃজের দিকে রওয়ানা হ'ল। তখন সকাল চারটা বাজতে চলেছে। সময়টাকে জাহাজী ভাষায় "ডে ব্রেক" বলা হয়। চারটার পরই নাবিকেরা চলাফেরা করতে আরম্ভ করে। আবদুলগণী চারটা বাজবার পূর্বেই কেবিনে পৌছার জন্য তাড়াতাড়ি পা

চালিয়ে চলছিল কিন্তু একটি দৃশ্য দেখে থম্‌কে দাঁড়াল। সেই দুটো ইউরোপীয়ান্ স্টিয়ারিংএর কাছে দাঁড়িয়ে কি কথা বলছিল। এত সদরা স্থানে এদের দেখবে আবদুলগণী আশা করতে পারে নি। এরা কোন-দিকে যায় দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকল।

আবদুলগণী যখন দাঁড়িয়েছিল তখন একটা শ্বেতকায় ধীরে হেঁটে এসে আবদুলগণীকে একটা ঘুসি মারল। পাগল আর কাকে বলে? শ্বেত কায়টার ধারণা ছিল আবদুলগণী এক আঘাতেই ডেকের উপর উপুড় হয়ে পড়বে কিন্তু সে ঘুসিটা গ্রহণ না করে মাথা নুইয়ে শ্বেতকায় লোকটার হাটুতে হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করা মাত্র লোকটা শুধু পড়ে গেল না চিৎকার আরম্ভ করে দিল। লোকটার চিৎকারে নাবিকের দল একত্রিত হ'ল। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল কিন্তু সে কিছুই বল্‌ল না শুধু চিৎকারই করতে থাকল। অবশেষে ডাক্তার আসলেন এবং মরফিয়া ইন্‌জেকসন্ দিয়ে লোকটার ব্যথার কিছুটা লাঘব করতে সক্ষম হলেন।

আবদুলগণী দ্বিতীয় লোকটিকে চিনে রেখেছিল। জাহাজে যত শ্বেতকায় নাবিক ছিল তাদের পেরেড হবার সময় আবদুলগণী দ্বিতীয় লোকটাকে ধরিয়ে দিল। উভয় ব্যক্তি ধৃত হবার পর কেপ্‌টিন্ টমাস এবং প্রথম ইন্‌জিনীয়ার এদের সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ করলেন। অনেক পরামর্শের পর ঠিক করা হ'ল এদের যদি দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারী মরুভূমিতে নির্বাসন করা যায় তবেই তাদের উপযুক্ত শাস্তি হবে।

পলাতকের পরিচয়

ব্রেকফাষ্ট টেবিলে অনেকেই বসেছেন। সেখানে কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ উপস্থিত ছিলেন না। অন্যান্য দিনের মত প্রার্থনার শেষে খাওয়া আরম্ভ হল। জুলিয়া প্রথম ইন্‌জিনিয়ার কে জিজ্ঞাসা করল "পলাতক লোকটা কে?" প্রথম ইন্‌জিনিয়ার বল্‌লেন "লোকটার পরিচয় এখন ও পাওয়া যায় নি, মনে হয় সে কোনও নাবিক হবে, অন্য পোর্টে যাবার চেষ্টা করছে।

গভর্ণেস্‌ কিন্তু প্রথম ইন্‌জিনিয়ারের জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বল্‌লেন "অনুসন্ধান করে জানুন এর সাহায্যকারী আর কেউ আছে কি না, যদি তার সাহায্যকারী আর কেউ থাকে তবে তাকেও কয়েদ করে গার্ড রুমে রেখে দিন।"

ভুল করলেন গভর্ণেস্‌ "গার্ড কেবিন" শব্দ এখানে ব্যবহার হবে, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলার মুখ হতে এরূপ ত্রুটি পূর্ণ শব্দ শুনতে আশা করি নি। গভর্ণেস্‌ লজ্জিত হলেন এবং শব্দের অপব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

প্রথম ইন্‌জিনিয়ার এবার চিন্তিত মনে বল্‌লেন "ভারতীয় নাবিক যদি চতুর না হ'ত তবে লোকটাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিল না। কতক্ষণ পর তার সাহায্য কারীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার মনে হয় ভারতীয় নাবিকেরাই সন্দেহ জনক নাবিকদের গ্রেফ্‌তার করতে সক্ষম হবে, ভারতীয় নাবিকদের ধারনা শ্বেতকায় লোক ভুল বড় করে না, যারাই ভুল করে তাদের মধ্যেই গলদ আছে।

গভর্ণেস্‌ বললেন যে কোন মতেই অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা চাই, আমার মনে হয় কেপ্‌টিন্‌ টমাস সকল বিষয় অবগত আছেন?

প্রথম ইন্‌জিনিয়ারের মনে সন্দেহে হল হয়ত গভর্ণেস এ সম্বন্ধে কিছু

জানেন সেজন্য জিজ্ঞাসা করলেন "আপনার মনে সন্দেহ হবার কারণ কি ?

গভর্ণেস বললেন "সারা জীবন বড় লোকের সংগে কাটিয়েছি, বড় লোকের জীবন বিপন্ন করার জন্য কত রকমের চেষ্টা হয়, এর বেশি কিছুই বলা ভাল হবে না ইন্‌জিনিয়ার, আমাদের মধ্যে বড় লোক কেহ নাই কিন্তু বড় উদ্দেশ্যকে পণ্ড করার জন্য যে কোন লোক চেষ্টা করতে পারে।

এবার ইন্‌জিনিয়ার ভাল করেই বুঝলেন ইতিমধ্যেই গভর্ণেস অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন। প্রথম ইন্‌জিনিয়ার এ বিষয়ে কথা চাঁপা দিয়ে বললেন "অন্য কোন দুষ্টলোক যদি জাহাজে থাকে তবে সে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।" জুলিয়া কিছুই বলল না। তার কেবিনের দরজার কাছে নরেনকে বার বার আসা যাওয়া করতে দেখে জুলিয়া নিজের দুর্বলতার কথাই মনে করেছিল। কেন নরেন জুলিয়ার কেবিনের দিকে বার বার আসছিল সে উল্টা বুঝেছিল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে জুলিয়া নিজের দুর্বলতার জন্য লজ্জিত হচ্ছিল এবং পরে বুঝতে পেরেছিল জাহাজে এমন কিছু ঘটেছে যেজন্য কেপ্‌টিন্ টমাস্ পর্য্যন্ত ব্রেকফাষ্ট খেতে আসেন নি। জুলিয়া এবং গভর্ণেস যখন নিজের কেবিণের দিকে যাচ্ছিল তখন দুই জন কন্‌কনী দূর থেকে উভয়কে লক্ষ্য রাখছিল। বুঝতে দেয়নি এরা জুলিয়া এবং গভর্ণেসের শরীর রক্ষী রূপে নিযুক্ত হয়েছে।

কেপ্‌টিন্ টমাস্ নিজের কেবিনে ছিলেন, রামবৃজ, নরেন এবং লরেন্স সেখানে ছিল। চার জনে পরামর্শ চলছিল। সন্দেহ জানক লোক সম্বন্ধে লরেন্‌স কিছুই বলতে পারছিল না। যে দুটা লোক ধরা পড়েছে তারা কিছু বলবে সে আশা ও ছিল না। কেবিন গার্ডে যারা থাকে তারা যদি সেচ্ছায় কিছু বলে তবেই রেকর্ড করা হয়। এবং

যাকে কেবিন গার্ডে রাখা হয় তাকে শুধু কেপ্‌টিনই প্রশ্ন করতে পারেন আর কেহ পারে না। শুধু তাই নয়, তার আহার নিদ্রার প্রতি ও লক্ষ্য রাখতে হয়। সামুদ্রিক নিয়ম বড়ই কঠোর এই নিয়ম শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমান ভাবে আরোপিত হয়, জাহাজের কেপটিন সর্বময় কর্তা তাঁর আদেশই চরম আদেশ বলে মেনে নিতে হয়।

অনেক্ষণ পরামর্শ করার পড় কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ রামবৃজ, নরেন এবং লরেন্‌স কে আদেশ করলেন যেন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে। রামবৃজ এবং নরেন যখন ফিরে আসছিল তখন তাদের সংগে পুনরায় আব্দুল গণীর সংগে সাক্ষাৎ হয়। আবদুলগণী পরিশ্রান্ত ছিল। রামবৃজকে আবদুলগণী বললে, লোকটাকে একটা মাসাজ না দেওয়া পর্যন্ত সে বসতে পারবে না।" রামবৃজ বললে "দেরী করে লাভ নাই এখনই চল, আমরা দু'জন গার্ড কেবিনের দরজায় পাহারা দেব।" আবদুলগণী বলল "তোমাদের দ্বারা হবে না অন্ততঃ আরও তিন জন লোকের দরকার হবে, লোকটার শরীরে এত শক্তি যে তোমাদের মত দু'জন লোককে ঠেলে ফেলে দিয়ে সমুদ্রে ঝাপ দিতে কতক্ষণ? সাবধানের মার নাই। নরেন কয়েকজন কংকণীকে ডেকে আনল। সকলেই দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। আহত লোকটাকে একটু মাসাজ করে দিতেই লোকটা নব চেতনা পেল। এতক্ষণ সে শুয়ে ছিল। উঠে বসল। রাগ করে বলল "হারামজাদা জাপানী"। নরেন বলল "আমাদের জাহাজে এক জন ও জাপানী নাই, অনর্থক কেন জাপানীদের নামে বদনাম দিচ্ছ। এখন বোধহয় সুস্থ হয়েছে? আমরা কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করেছি, পালিয়ে যাবার উপায় নাই। তোমাকে আমরা শাস্তি দেব না, নিকটস্থ বন্দরে ছেড়ে দেব। বন্দর অতি কাছে ভয়ের কারণ নাই। তোমার সাথীও বন্দী হয়েছে তাকেও তোমার সংগে পাচার করা হবে। আর

কেহ যদি তোমার সাথী থাকে তাদের নাম বলে দাও দলে ভারী হতে পারবে।

লোকটা চুপ করল, কথা বলার প্রবৃত্তি মোটেই ছিল না দেখে সকলেই গার্ড কেবিন হতে বেরিতে আসল এবং তিন জন কংকনীকে গার্ড নিযুক্ত করল। পলাতক লোকটা জাহাজী নিয়ম মতে খাদ্য এবং বিছানা পেল। সুযোগ সুবিধা যা দেওয়া দরকার কোনটারই অভাব হল না। লোকটার মনোদুঃখ ছাড়া আর কোন কষ্ট ছিল না।

জাহাজ চলছিল আফ্রিকার উপকূল ধরে। কেপ্‌টিন্ টমাসের ইচ্ছা জুলিয়াকে আফ্রিকার উপকূলের ভয়াবহ মৎস্য দেখিয়ে আনন্দ দেওয়া। একদিন বিকাল বেলা এক পাল মাছের দেখা পেয়ে টমাস নিজে যেয়ে জুলিয়া এবং গভর্ণেসকে ডেকে আনলেন। হাজারে হাজারে মাছ চলছিল। মাছে সাগরের একটা অংশ ছেয়ে গেছিল। মাছ চলেছে দক্ষিণের গরম জলের দিকে। যেখানে বিষুবরেখা আরম্ভ হয়েছে মাছ যাবে সেখানে। প্রকৃতপক্ষে বিষুবরেখা অধ্যুষিত সাগর অঞ্চলে বড় বড় মাছ ডিম ছেড়ে দেয়। কতক ডিম অন্য মাছ খায় অবশিষ্ট ডিম প্রস্ফুটিত হ'লে পোনা মাছ অন্য মাছে যত পারে খেয়ে ফেলে, বাদবাকি মাছ সাগরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যদি সবগুলি মাছের ডিম মাছে পরিণত হ'ত তবে সাগর জলে জল না দেখে আমরা শুধু মাছই দেখতাম। এর পরিণাম যে কি হ'ত বোঝা অথবা ধারণা করা অসম্ভব। স্বাস্থ্যবিদ্‌রা হয়ত বলতেন এতে সাগর জলে দুর্গন্ধ হয়ে যেত এবং পৃথিবীর লোক রোগে মারা যেত। বোধ হয় সকলে সেরূপ মন্তব্য করবেন না। এখানে তর্কের সময় নাই, প্রকৃতি নিজের কাজের ব্যাখ্যা নিজেই করছেন। মানুষের হাত নাই সেখানে।

জুলিয়া মাছ দেখে সুখী হ'ল এবং প্রথম ইন্‌জিনীয়ারকে জিজ্ঞাসা করল

"শুনেছি অনেক মাছের পেটেও মূল্যবান পাথর পাওয়া যায়, এই মাছগুলি কি সেরূপ মাছ ?"

নরেন তৃতীয় ডেকের উপরে বসে আফ্রিকার দৃশ্য দেখছিল। হটাৎ দেখতে পেল পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘ আরও কালো হয়ে উঠছে। সে ডেকের উপর বসে থাকা পছন্দ করল না। নীচে চলে গেল। রামবৃজের সংগে দেখা হ'ল। নরেন্ রামবৃজের কাছে আকাশের অবস্থা বল্‌ল। রামবৃজ সবই মন দিয়ে শুন্‌ল এবং নরেন্‌কে বল্‌ল "কেপ্‌টিন্ টমাস্ পুরাতন নাবিক, এরূপ কালো মেঘ তিনি অনেক দেখেছেন।" নরেনের মন শান্ত ছিল না, কেবিনে বসে থাকা তার মোটেই ভাল লাগল না। জাহাজের সামনের দিকে চলে গেল এবং কেপ্‌টিন্ টমাসের আদেশের অপেক্ষায় থাকল। নরেন দেখল জাহাজের গতি ক্রমেই সমুদ্র উপকূল পরিত্যাগ করে গভীর সাগরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নরেন্ বুঝল সমুদ্র উপকূলে জাহাজ এই সময়ে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা। কেপ্‌টিন্ টমাশের বুদ্ধিকে সে প্রশংসা করল এবং নিজের কেবিনে যেয়ে ঘণ্টি বাজিয়ে ভারতীয় নাবিকদের কাজে যেতে আদেশ দিল। বৃষ্টি এবং তুফানএর আশংকা দেখলেই প্রথম ডেকের যাতায়াতের পথ টারপালিন দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এতে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউএর জল প্রথম ডেকে প্রবেশ করতে পারে না। প্রথম ডেকে যদি জল প্রবেশ করে তবে জল গড়িয়ে ইন্‌জিন্ রুম পর্য্যন্ত যেতে পারে এবং জাহাজ অচল হবার ও সম্ভাবনা থাকে। ডেক্ কাপ্তান অর্থাৎ সারেংএর কাজই হ'ল ঝড়ের সুরু থেকে ডেক্ বাঁচিয়ে চলা। প্রথম ডেক্ রক্ষা করতে হলে বায়ু চলাচলের গোল গোল কাচের টুকরাগুলিও এটে দিতে হয়। নরেন্ প্রায় অর্দ্ধেক কাজ শেষ করেছিল এমনি সময় প্রথম ইন্‌জিনিয়ার আদেশ দিলেন নরেন যা করছে তা যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে

গেল। এদিকে সাগরে ঢেউ উঠল। জাহাজ (Tiltering) করতে আরম্ভ করল। ঢেউ ক্রমেই বড় হতে বড় হতে চল্‌ল। পুরাতন জাহাজের মেরুদণ্ড ভেংগে যাবে অনেকেই মনে করল। আকাশ অন্ধকার হ'ল বৃষ্টি হল না, জোরে বাতাস বইতে আরম্ভ করল। ইউরোপীয়ান্ নাবিকেরা প্রথম এবং দ্বিতীয় কেবিনের দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। লাইফ বয়গুলি এবং যে কত খানা নৌকা ছিল তারই হেফাজত করতে থাকল। কেপ্‌টিন্ এদিক সেদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করলেন। প্রথম ইন্‌জিনিয়ার নেভিগেসন্ কেবিনে বসে নিরাপদ পথে জাহাজ পরিচালনাতে নিযুক্ত থাকলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইন্‌জিনিয়ার ইন্‌জিন্ রুমে থেকে প্রথম ইন্‌জিনিয়ারের আদেশ মত জাহাজ যাতে বিপদের সম্মুখীন না হয় সেজন্য ষ্টিম বাড়িয়ে দিলেন। একটি ইন্‌জিন্ তবুও অকেজো ছিল। সেই ইন্‌জিন্‌টা ছিল রিজার্ভ। হটাৎ আদেশ হল চতুর্থ ইন্‌জিন্ ও চালিয়ে দেওয়া হউক। এর মানেই বিপদ, দ্বিতীয় ইন্‌জিনিয়ারের মুখ সাদা হয়ে গেল। তৃতীয় ইন্‌জিনিয়ার নিজে বেল্‌চা হাতে নিয়ে চতুর্থ ইন্‌জিনে কয়লা দিতে আরম্ভ করলেন। লরেন্স চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল না সেও পরিশ্রম করছিল। কতক্ষণ পর আদেশ হ'ল তিনটা ইন্‌জিন বন্ধ করে দিতে, চতুর্থ ইন্‌জিনে অর্দ্ধেক ইস্‌টিম্ দিতে, এর মানেই জাহাজের গতির কিছুই ঠিক নাই। বাতাস যে দিকে ইচ্ছা জাহাজকে নিয়ে যেতে পারে। লরেন্স দ্বিতীয় ইন্‌জিনিয়ারকে বল্‌ল "বিপদ কেটে গেছে।

দ্বিতীয় ইন্‌জিনিয়ার বল্‌লেন অনেকটা কেটে গেছে কিন্তু আবহাওয়া রিপোর্ট সাইক্লোনের কথা বলে না। লরেন্স্ বল্‌ল ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পারছেন না, সমুদ্রের জল উথলে উঠছে। বৃষ্টি হচ্ছে না, প্রবল বেগে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

লরেন্স পুরাতন নাবিক, ইন্‌জিন্ রুমে থেকেই বাইরের অবস্থা অনুভব করতে পারে। অনেক পুরাতন নাবিক কিন্তু লরেন্‌স্ এর মত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না, তারা শুধু আদেশ অনুযায়ী খেটেই মরে। লরেন্‌স্ আকাশের নক্ষত্র দেখে জাহাজের অবস্থিতি বলতে পারত, তবুও সে বড় পদবী পায় নি। বড় পদবী না পাবার একটি মাত্র কারণ ছিল সে কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের তোষামোদ করত না। বিদ্যার পরিচয় দিত না, শুধু বিপদের সময় সুবুদ্ধি দিয়ে জাহাজী কেপ্‌টিন্‌দের সাহায্য করত। নরেন্ লরেন্‌সের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। অনেক সময় লরেন্‌স্ আকাশের নক্ষত্ররাজির মানচিত্র এঁকে নরেনকে বুঝিয়ে দিত।

নরেন্ ছিল উপরের ডেকে। সমুদ্রের ভূমিকম্প কখন ও দেখে নি। সমুদ্রের অবস্থা দেখে নরেন ভীত হ'ল। জাহাজ খানা এক একটা ঢেউ এর উপরে উঠে যখন নীচের দিকে যাচ্ছিল তখন মনে করতে ছিল এই বুঝি জাহাজের শেষ হ'ল। সামনের ঢেউটার উপর যাবার পূর্ব্বেই মাছের মত জাহাজ খানা ডুব দেবে।

জাহাজ যতবারই ভেসে উঠছিল ততবারই সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছল। হঠাৎ মনে হল জুলিয়ার কথা। নিকটেই কেবিন। জুলিয়া এবং গভর্ণেস ও উভয়েই শয্যাসায়ী। নার্স এসেছিলেন, তিনিও শয্যা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নরেন্ কেবিনে প্রবেশ করল। তিন জন স্ত্রীলোককে মুমূর্ষু অবস্থা দেখে সাহস অবলম্বন করল ও জুলিয়ার পায়ের জুতা এবং মোজা খুলে দিল। টাব্ হতে শীতল জল এনে জুলিয়ার মাথায় দিল, নাক মুখ মুছিয়ে দিল, অবশেষে চরণ যুগল ধুইয়ে দেবামাত্র জুলিয়ার চোখ খুলে গেল। নরেনকে দেখতে পেয়ে সে পুনরায় চোখ মুদ্রিত করল। নরেন্ একে একে অন্য দু'জন নারীর পদ

যুগল ধুয়ে দেবার পর তাঁরাও চোখ খুললেন। নরেন্ গভর্ণেসকে বলল "যদি আপনারা তলপেটে ভিজা টাওয়েল রাখতে পারেন তবে সামুদ্রিক রোগ একেবারে চলে যাবে, আপনারা আমার মত চলা ফেরা করতে পারবেন, বলুন কি করবেন? যিনিই আদেশ করবেন তার জন্য টাওয়েল ভিজিয়ে নিংড়িয়ে নিয়ে আসতে পারি। সকলেই টাওয়েল চাইলেন। নরেন প্রত্যেককে এক খানা টাওয়েল দিল। প্রত্যেকে অদেশ মত টাওয়েল যথাস্থানে রাখলেন। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে জুলিয়া বিছানা পরিত্যাগ করে চেয়ারে বসল। গভর্ণেস্ এবং নার্স ও নীচে নেমে চেয়ারে বসেই নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন "এরূপ নার্সিং কোথা হতে শিখেছ?"

আমাদের গ্রামে, গ্রাম্য প্রথামতে এরূপ করেই লোককে সাহায্য করতে হয়। আরও অনেক রকমের নার্সিং অবগত আছি, এক্ষেত্রে এরূপ নার্সিংরই দরকার, উপকারও হাতে হাতেই পেয়েছেন।

জুলিয়ার কেবিনে বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, সমুদ্র কেমন রলিং (ঢেউ) চলছে দেখবার জন্য নরেনের হাত ধরে কেবিন হতে বেরিয়ে পরল। নরেন জুলিয়াকে একখানা ইজি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে থাকল। উভয়েই ঢেউ দেখছিল। এত উঁচু ঢেউ কমই দেখা যায়। ষাট-সত্তর ফিট ঢেউ সকল জাহাজ সহ্য করতে পারে না, এস্ এস্ 'জুলিয়া' নির্বিকারে এগিয়ে চলছিল কিন্তু বাতাস অথবা ঢেউ উল্টাদিকে নয়। এটা বোধহয় কেপ্টিন টমাসের সাহায্য। অনেক কেপ্টিন্ একগুঁয়েমী অথবা ভুল করে এরূপ অবস্থাতেও বাতাস এবং ঢেউয়ের উল্টাদিকে জাহাজ ধাবিত করেন। অনেক সময় তাদের ভুলের জন্য জাহাজ মারা পড়ে।

জুলিয়া অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে রয়েছিল। সামুদ্রিক রোগ মানষিক

দুর্বলতার উরশম করেছিল। বিষে বিষক্ষয় হয়েছিল। চারিদিকের দৃশ্যাবলী দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। একটা বড় ঢেউয়ের উপর ছোট ছোট ঢেউ উঠছিল। ছোট ঢেউ হতে জল ছিটকিয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল কোন অদৃশ্য হাত জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। জলের ছিটা বেশ শক্ত হয়ে পড়ছিল নতুবা বড় ঢেউটাকে বিদ্ধ করতে পারবে কেন? উরুক্কু মাছগুলি জল হতে উঠে অনেক দূরে উড়ে গিয়ে আবার জলে ডুব দিচ্ছিল। মাস্তলের রসিতে যে মাছটা বাড়ি খেয়ে ডেকের উপর পড়ছিল সেটা ধপাস ধপাস করছিল। আবার উড়তে চেষ্টা করছিল কিন্তু পাখা ভেঙ্গে যাওয়ায় আর উড়তে পারছিল না। ডেকের উপর শুধু ছিটকাচ্ছিল। ওলট-পালট করছিল। অবশেষে ধড়্ফড়্ করে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। জলের ছিটা নিস্তেজ মাছের উপর পড়ে সাগরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। নিরুপায় মাছ মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল। মাছ মানুষের ভক্ষ্য, অতএব মাছের মৃত্যু মানুষের কাছে ভাবোদ্দীপক কিন্তু মনে-বেদনার সৃষ্টি হয় না। নরেনের পূর্ব পুরুষ বুদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন পরে শঙ্করাচার্য্য বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলন করাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু রয়ে গিয়েছিল সর্বজীবে দয়ার প্রবৃত্তি। মৎস্য-ভোজী মাছের প্রতিও দয়া এবং দুঃখ প্রকাশ করা শুধু বুদ্ধধর্মাবলম্বীদের দ্বারাই সম্ভব। নরেন মাছের দুরাবস্থা দেখছিল। কিন্তু এর পরের অবস্থা বুঝতে পারছিল না। বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। কল্পনা করতেও কৃষ্টির দরকার, নরেনের তা ছিল না।

জুলিয়া মাছের দিকে তাকাচ্ছিল না। সে চেয়ে রয়েছিল উন্মুক্ত সাগরের দিকে। সে কল্পনা করছিল নৌ-যুদ্ধের ছবি। এমন সাগরে অনেক বৃটিশ নাবিক যুদ্ধ করে প্রাণ হারিয়েছে। একদিকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল শত্রুর সংগে, অন্যদিকে বিশাল ঢেউ, তার উপর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে, গতিপথ ঠিক রেখে, পাল খাটিয়ে জাহাজ আক্রমণ করতে

হ'ত। তখনকার সাগরের কেপ্‌টিনের কত দূরদৃষ্টি ছিল, কত তৎপরতা ছিল, কত সুক্ষ্মবুদ্ধি ছিল, কত ধৈর্য্য ছিল। তারপর নাবিকদের দেশ ভক্তি কেপ্‌টিনদের আদেশ মানবার আগ্রহ, যুদ্ধে জয়ী হবার প্রবল ইচ্ছা, বিদেশীর পরাজয়ের আনন্দ, সবই ছিল এর পরিবর্তে তারা পেত কি? কিছুই না, তবুও সাগর তাদের চুম্বকের মত টেনে আনত, সাগরে না যেতে পেলে তাদের ঘুম হ'ত না, জুলিয়ার সেরূপ আগ্রহ নাই। জুলিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখল, খুজে দেখল কারণ খুজে পায় কি না, কিন্তু কারণ খুজে পাবে কোথা হতে? পরিশ্রম করায় প্রেরণা কোথায়? প্রাচুর্য্যের মধ্যে জুলিয়ার বৃদ্ধি। ঘাত-প্রতিঘাতের নাম গন্ধ যে জানে না, সে সাগরের মর্ম বুঝবে কি করে?

জাহাজ মোচড় দিল, পট-পট করে শব্দ হতে থাকল, জুলিয়া নরেনকে জিজ্ঞাসা করল, "কিসের শব্দ হচ্চে?"

—জাহাজ ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করতে পারছে না।

—ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে?

—এখন ও সেরূপ অবস্থা হয়নি মেম সাহেব।

—নিশ্চিন্ত মনে চিন্তা করতে পারি কি?

—খুব পারেন কিন্তু কেবিনে যাবার সময় হয়েছে।

—কেন?

—অনেকক্ষন বাহিরে আছেন, কেবিনে গেলে কষ্ট হবে না। যদি বিপদ আসেই তবে বিপদ সংকেত শুনতে পাবেন। আমি আপনার কাছে থাকব।

—আমার প্রতি তোমার এত দয়া কেন নরেন?

—বলতে পারি না এটাকে বোধ হয় দয়া বলে না। কর্ত্তব্য বললে ভাল হবে।

—এর বেশী কিছু নয় ত ?

—এর বেশি কি হতে পারে ?

নরেন আকাশের দিকে তাকাল, দেখল দক্ষিন আকাশে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। আরও ঢেউ হবে। সংগে আনবে বৃষ্টি। তখন পালাবার সময় পাওয়া যাবে না। দক্ষিনের কালো মেঘ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে নরেন বললে "এটা বিপজ্জনক অর্থাৎ এটাকে এড়িয়ে চলতে হবে।

—এড়িয়ে না চলতে পারলে কি হবে নরেন ?

—সে অভিজ্ঞতা আমার নাই।

জুলিয়া কেবিনের দিকে রওয়ানা হ'ল। জুলিয়াকে কেবিনে পৌছে দিয়ে নরেন অধীনস্থ নাবিকদের মাস্তুলে উঠিয়ে দিয়ে কয়েকটা রসি ভাল ক'রে বাঁধতে আদেশ দিল। এদিকে কালো মেঘ ভেঙ্গে গেল। ঝড় প্রবল আকার ধারণ ক'রল, বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। সমুদ্রের ঢেউ প্রবল হ'তে প্রবলতর হতে থাকল। কেপ্‌টিন্‌ টমাস নিজে নেভিগেসন্‌ চার্ট এবং আবহাওয়ার বেগ অনুযায়ী জাহাজের গতি নির্দেশ করতেছিলেন। প্রথম ইন্‌জিনীয়ায় কেপ্‌টিন টমাসের কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন। নেভিগেসন্‌ চার্টে দেখলেন জাহাজ একটি দ্বীপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দ্বীপ সামান্ত ভাসমান। লোকজনের বসতি নাই, এমন কি বৃক্ষাদিরও জন্ম হয় নি। সমুদ্রের ঢেউ দ্বীপের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। এরূপ ছোট ছোট দ্বীপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখলে বিপদের সম্ভাবনা বেশি। অতি কষ্টে দ্বীপকে এড়িয়ে যাওয়া হ'ল বটে কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা কমল না। ঝড়-বৃষ্টি বেড়েই চলল।

নরেন আপন মনে কাজ করে যাচ্ছিল। নরেনের মনে ভয়ের বিন্দুও ছিল না। সে ক্রমাগত জুলিয়ার কথাই ভাবছিল। জাহাজ যদি ডুবে

তবে জুলিয়াকে কি ক'রে বাঁচাবে সে চিন্তাই তাকে বিব্রত করে তুলছিল। প্রথম মনে করেছিল হুইসেল বাজার সংগে সংগে জুলিয়াকে কেবিন হতে নিয়ে এসে, জুলিয়ার জন্য নিদৃষ্ট স্পেশিয়েল্ বোটে উঠিয়ে সেই নৌকা চালাবে। পরক্ষণেই মনে হ'ল ইংরেজ কন্যাকে কেপ্‌টিন্ টমাস তার হাতে ছেড়ে দেবেন না, হয়ত নিজেই বিশেষ নৌকা চালাবার ভার নেবেন। পরক্ষণেই মনে হ'ল কেপ্‌টিন্ টমাস কখনও জাহাজ পরিত্যাগ করবেন না। তিনি যখন জাহাজ পরিত্যাগ করবেন তখন জাহাজ সমুদ্রের জলে ভরে যাবে, যে কোন মুহূর্তে কেপ্‌টিন্ টমাস তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকবেন। জুলিয়ার কথা চিন্তাও করতে পারবেন না। হঠাৎ নরেনের মন পরিবর্তন হ'ল, সে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে বল্‌ল, "জাহাজ ডুবতে পারে না, এর চেয়ে বেশি ঝড়েও অনেক জাহাজ আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। যদি বিপদের সম্ভাবনাই থাকত তবে ইতিমধ্যে কেপ্‌টিনের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যেত। কই রামবৃজ আসছে না কেন? তার কি প্রাণের মমতা নাই? যে সকল ভারতীয় নাবিক অনেকবার সমুদ্রে আসা যাওয়া করেছে, যাদের অভিজ্ঞতার অন্ত নাই তারা ছুটাছুটি করছে না কেন? বোধহয় কতগুলি দুর্বল ধারণার উদ্ভব হয়েছে অন্য কোন কারণে। সেই কারণ হ'ল মনের দুর্বলতা। নরেন সচেতন হ'ল, পুনরায় কাজ করতে আরম্ভ করল এবং দেখে নিল প্রত্যেকটি লাইফ-বয় (জীবন সাথী) ঠিক করে উপযুক্ত সময়ে খোলা যায় কি না? লাইফ-বয়গুলি দেখতে মোটর-কারের চাকার মত এবং জাহাজের রেলিং-এর সঙ্গে বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি লাইফ-বয় সহজে বন্ধন হ'তে মুক্ত ক'রে সংগে নিয়ে সাগর জলে অথবা লাইফ-বোটে যাতে উঠা যায় সেজন্য অনেক কেপ্‌টিন বিপদের হুইসেল বাজিয়ে যাত্রী এবং নাবিকদের পরীক্ষা করেন। সেরূপ

পরীক্ষা সত্যিকারের বিপদের সময় নেওয়া হয় না। যখন কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকে তখনই পরীক্ষা নেওয়া হয়।

লাইফ বয় দেখার পর নরেন নিজেদের কেবিনে গেল। সেখানে রামবৃজ মদের বোতল খুলে বসেছিল। নরেনকে দেখেই রামবৃজ বল্‌ল, এস আনন্দ করে নেই, জীবন-মরণের স্থিরতা নেই, আনন্দ করাই সবচেয়ে পুণ্য কাজ।"

—এতগুলি লোকের জীবন-মরণ আমাদের হাতে রামবৃজ, এসময়ে আনন্দ করা কোনমতেই শোভা পায় না।

—সবই জানি নরেন কিন্তু আজকে বাঁচব মনে হয় না, এস, এস "জুলিয়াই" এতক্ষণ টিকে থাকতে পারছে, যদি নূতন জাহাজ হ'ত তবে আর রক্ষা ছিল না।

—এটাও তোমার আর একটি বাজে ধারণা, নূতন জাহাজ এই জাহাজ হতে আরও মজবুত, আত্মরক্ষার্থে আরও সক্রিয়, যদি আমরা মরি তবে মরব পুরাতন জাহাজের জন্যই। আমাদের কেপ্‌টিন হুসিয়ার লোক। এই মাত্র আমি মংকি আয়লেণ্ড হ'তে ফিরে এসেছি। সেখান থেকে সমুদ্রের অবস্থা দেখে তত বিপদ মনে হ'ল না।

—বিপদ আমরা এড়িয়ে এসেছি। আমাদের সামনে পড়েছিল একটি ফ্লেট দ্বীপ। দ্বীপটার ওপর দিয়ে জাহাজ যদি চলে যেত তবেই হ'ত বিপদ। আমরা সে বিপদ কাটিয়ে এসেছি। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে আর একটা বিপদ আসছে, সেটা যদি আমরা এড়িয়ে যেতে পারি তবে আর বিপদের সম্ভাবনা নাই।

—সে বিপদটা কিরূপ।

—"জল-চক্র", জলস্রোত অথবা তলিয়ে যাওয়া জলস্রোতের দিকে

আমাদের জাহাজ এমন ধাবিত হয়েছে, কেপ্‌টিন গতি পরিবর্তন করার জন্য ধ্রুবৎ তিনটা ষ্টিয়ারিং-এ কাছ করাচ্ছেন। দেখা যাক কি হয়।

আটলান্‌টিক মহাসাগরে কতকগুলি ঘুর্ণী আছে। ঘুর্ণীর অপর নাম "পাক্"। পদ্মানদীতে অনেক "পাক" দেখা যায়। পাকে পড়া এবং নিশ্চয় মৃত্যুতে একটু ও প্রভেদ নাই। আমাদের দেশের লোক পাক্ ভয়ানক ভয় করে। অনেকে পাকের কাছে গঙ্গা পূজা দিয়ে থাকে। ইংলিশরা গঙ্গা পূজা দেয় না, তারা জানতে চায় এবং জেনে নেয় অমুক স্থানে কেন পাক হয়েছে। কেপটিন্ টমাস জানতেন আটলান্‌টিক মহাসাগরে এতগুলি পাক কেন এবং কি করে পাক হতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের পদ্মানদীর পাক মাত্র চারশত ফুট গভীর সেজন্য নদী জলের উপরে পাকের ঘুর্ণন দেখা যায়। সমুদ্রে যখন ঢেউ থাকে না তখন কেপটিনরা "পাক" কোথায় আছে দূর থেকেই দেখতে পান কিন্তু ঝড় বৃষ্টিতে সমুদ্র চার্টের সাহায্য নিতে হয়।

কেপ্‌টিন টমাস্ তিনটা স্টিয়ারিং তৈরী রাখছিলেন। একটা চালাচ্ছিলেন, অন্য দুটা আদেশের অপেক্ষায় ছিল। জাহাজ ক্রমাগতই পাকের দিকে চলে যাচ্ছিল দেখে হটাৎ উল্টা দিকে জাহাজের গতি ধাবিত করতে বাধ্য হলেন। ষ্টীম কেবিনে ডবল ষ্টীম দেবার আদেশ দিলেন। এস এস্ "জুলিয়া" ক্রমেই বিপরীত দিকে ধাবিত হচ্ছিল। জাহাজ যেন বুঝতে পেরেছে বিপদ সন্নিকটে। পালাবার জন্য যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এবার সুযোগ পেয়ে পালাতে আরম্ভ করেছে। নাবিকেরা জাহাজকে অনেক সময় জীবন্ত প্রাণী বলেই মনে করে। বিপরীত দিকে জাহাজ বেশ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে দেখে টমাস প্রথম ইন্‌জিনিয়ারকে বললেন দেখুন "জুলিয়া" বিপরীত দিকে কেমন বেগে পালাচ্ছে?"

বিপদ কেটে গেছে বলে টমাস আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করেন নি, তিনি ধীর হয়ে আরও এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। কেপ্‌টিনেরা কখনও যাত্রী অথবা নাবিকদের জানতে দেন না অমুক সময়ে অমুক বিপদ এসেছিল। কেপ্‌টিনেরা যদি বাচাল হতেন তবে সমুদ্র যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যেত। তাদের অভিজ্ঞতা "লগ্‌" বইএ লিখে রাখেন মাত্র। লগ্‌ বইএর মালিক কেপ্‌টিন নন্‌। যে কোম্পানীর জাহাজ সেই কোম্পানী লগ্‌ বইএর মালীক, অতএব কেপ্‌টিনেরা "লগ্‌" বইএ বাজে কথা লিখেন না। জাহাজ যখন সম্পূর্ণরূপে বিপদ হতে মুক্ত হল তখন টমাস জাহাজ পরিচালনের ভার প্রথম ইন্‌জিনিয়ারের উপর ন্যস্ত করে নিজের কেবিনে গেলেন এবং বয়কে বেল্‌ বাজিয়ে ডাকলেন। বয় এল এবং জিজ্ঞাসা করল "কি চাই সার ?'

এক পেয়ালা কাফি, তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।

বয় কাফি আনল এবং কেপ্‌টিনের আদেশ অনুযায়ী আরও কয়েকটি ছোট খাটো কাজ করে চলে গেল।

জুলিয়া এবং তার গভর্ণেস ঘুমিয়েছিলেন। রাত্রি প্রভাতের সংগে ঘুম থেকে উঠলেন। শরীর কারো ভাল ছিল না। জাহাজে অত্যন্ত রলিং হলে আপনা হতেই শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। এদের শরীরও অবসন্ন হয়েছিল কিন্তু নাবিকেরা কাজ করে যাচ্ছিল। যারা কাজ করে তাদের শরীর অবসন্ন হয় না। জুলিয়া ঘুম থেকে উঠেই বাইরে চলল। সুন্দর সূর্য্যালোক জাহাজের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তরঙ্গরাজি জাহাজকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রেলিংএ ধরে সকালের সৌন্দর্য্য নয়ন ভরে জুলিয়া দেখছিল। চারিদিকে নাবিকেরা জাহাজ পরিস্কারে রত ছিল। গতরাত্রে দু'বার জাহাজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল, যারা বিপদের বিষয় অবগত হয়েছিল তারাও যেমন আপন মনে কাজ

করে যাচ্ছিল তেমনি কাজ করছিল যায়া বিপদ সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিল না। জুলিয়া ডেকে চলে গেছে দেখে গভর্ণেস ও ডেকে গেলেন। উভয়ের মুখ দেখলেই যে কেহ বলতে পারত এরা কতই পরিশ্রান্ত, এদের বিশ্রামের একান্ত দরকার। নরেন্ কাজে বের হয়েছিল। জুলিয়াকে বাইরে দেখে সামুদ্রিক কায়দায় সেলাম করল। নরেনকে দেখে জুলিয়ার ম্লান মুখে হাসি ফুটে উঠল। গভর্ণেস্ লক্ষ্য করলেন জুলিয়ার হাসি। গভর্ণেস্ কালো আদমী ঘৃণা করতেন, অনেক বৎসর তিনি জার্ম্মাণ রাজপরিবারের সংশ্রবে ছিলেন। সেখানে কালো আদমীর প্রবেশ নিষেধ যেমন ছিল তেমনি কালো আদমীকে ঘৃণা করার প্রবৃত্তিও বেশ জেগেছিল। কালো মানুষের সংগে সাদা স্ত্রীলোকের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না এই ধারণা প্রবল্ ছিল। গভর্ণেস্ শিক্ষিত ছিলেন। মানুষের জন্ম কথা জানতেন। মানুষ যে মানুষই ভাল করে বুঝতেন, তবুও সংগ, সংস্পর্শ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্য্যেয়ে পড়ে গভর্ণেস্ কালো মানুষকে মানুষ স্বীকার করতে পারতেন না। কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সত্বেও সেই বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হলে প্রথম চাই জাত্যভিমান, দ্বিতীয়ত চাই অহমীকা, তৃতীয়তঃ চাই ক্রোধ। কাম্ বিকাশের আদিস্থল। যখনই কামের নিম্নতা দেখায়ায় তখনই মানুষ পশুতে পরিণত হয়। কামের সহকারী স্নেহ, দয়া, মমতা এবং মায়া। গভর্ণেস নীচে নামেন নি। জুলিয়ার হাসি তাঁর মনে দর্শনের সৃষ্টি করল। তিনি ভাবছিলেন এটা স্বাভাবিক, যুবতীর প্রতি যুবকের আকর্ষণ হবেই, যুবতী ও যুবকের প্রতি আকর্ষিত হবে।

কতক্ষণ পর তৃতীয় অফিসার ডেকে আসলেন এবং জুলিয়া ও গভর্ণেসের শারিরীক কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। উভয়েই বললেন তাদের

শরীর বেশ ভাল আছে। তৃতীয় অফিসার বললেন "আজ সকালে প্রার্থণা হবে জানেন না ?

—কই, আমাদের ত কেউ বলে নি।

—হাঁ, এটা আমারই ভূল, কেপ্‌টিন্‌ টমাস প্রার্থণার কথা আমাকে গত পরশু বলেছিলেন আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন কেবিনে যান, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে ডাইনিং কেবিনে যথা সময়ে অর্থাৎ সাতটার সময় গেলে বাধিত হব।" গতরাত্রে ছ'টা বিপদ কেটেছে সে কথা তৃতীয় আফিসার জুলিয়া অথবা গভর্ণেসকে বলা যেতে পারে না সেজনই বিষয়টা অন্য রকমে বলা হয়েছিল আজ সকালে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হবে। যখনই কোন বিপদ আসে এবং বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায় তখনই এরূপ প্রার্থণার বন্দোবস্ত হয়।

জুলিয়া যথা সময়ে ভোজনালয়ে প্রবেশ করলেন। কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ পাত্রীর পোশাক পরে অপেক্ষা করছিলেন। সকল উপস্থিত হলে প্রার্থনা আরম্ভ হল। বেশ সুন্দর করে অনেক সময় প্রার্থনা করার পর "ইয়া আমীন" দুটি শব্দ উচ্চারণ করে প্রার্থনার শেষ হ'ল। যেন একটি দায় ছিল, সে দায় পরিশোধ করা হল। সকলেই শান্ত মনে নিজ নিজ চেয়ারে বসলেন। বয়রা খানা হাজির করল। কোনো দিন কাপ্তান টমাস রুটিতে হাত দিতেন না। আজ তিনি এক খণ্ড রুটি হাতে নিয়ে বললেন "হে পরম পিতা আমাদের সমুদ্র যাত্রার রুটি কায়েম রাখ। আমরা যেন সমুদ্র যাত্রা নিরাপদে সম্পন্ন করতে পারি।" তারপর ভোজন আরম্ভ হ'ল। কেউ খেতে পারল কেউ খেতে পারল না। জুলিয়া পেট ভরে খেয়ে কেবিনে গেল এবং বেশ হাসল। সে গভর্ণেসকে বল্‌ল "বিপদ অর্থাৎ ভয় ঈশ্বরের জন্মের কারণ নয় কি গভর্ণেস ?"

—গভর্ণেস বল্‌লেন "নিশ্চয়।"

—আমাদের কোনও বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া গেছে সেজন্যই এই প্রার্থনার অবস্থা, কেমন নয় কি?

—বিপদই হ'ল প্রার্থনার কারণ, নিশ্চয় সেরূপ কিছু ঘটেছিল, কিন্তু মনে রেখো জুলিয়া বিদ্যার বাহাদুরী সর্বত্র চলে না। ঈশ্বরকে যদি সৃষ্টি করা না হ'ত তবে মানুষের মাংস মানুষ খেত তাতে কোনও সন্দেহ নাই অতএব ঈশ্বর আছেন, ভবিষ্যৎ সমাজ ঈশ্বর সম্বন্ধে নূতন করে গবেষণা করুক তাতে আপত্তি নাই। সমাজ পরিবর্ত্তনশীল।

—জুলিয়া বুঝল গভর্ণেস কি বলছেন, সে প্রতিবাদ করল না।

এর পরে

তরঙ্গায়ীত সমুদ্র হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। কোথায় গেল সেই উত্তাল তরঙ্গ আর কোথায় গেল সেই প্রবল বাত্যা! এটাকেই বলে নিমিষের মধ্যে সবই নির্বিকার। সমুদ্রের এই অবস্থা দেখে অনেক নাবিক ভীত হয় কিন্তু যে নাবিক সমুদ্রের জলস্রোত সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞ সে গালে হাত দিয়ে বসে চিন্তা করে—এরই মধ্যে এত প্রার্থক্য! সে ভাল করেই জানে সমুদ্রের স্রোতের প্রভাবে এই পরিবর্তন হযেছে, তবুও সে ভাবে। না ভেবে উপায় নাই কিন্তু নরেনের জন্য এটা একেবারে নূতন। সব কাজ ফেলে দিয়ে সে ডেকের উপর বসল এবং ঈশ্বরের মহিমা চিন্তা করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল না, মাথা নত করে ভীতিবিহ্বল চিত্তে প্রণাম করল। রামবৃজ তা দেখল এবং কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল "কি করছ?"

নরেন দাঁড়িয়ে বল্লে "দেখছি ভগবানের কার্য্যকলাপ, দেখতে পাচ্ছ না, যে সাগর দশ মিনিট পূর্বে উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ ছিল সেই সাগর এখন একেবারে শান্ত, এটা মানুষের কাজ নয় রামবৃজ এটা ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরকে প্রণাম কর, ভক্তিভরে ডাক তিনিই সকলের প্রতিপালক তিনিই সকলের ধ্বংস কারক।

রামবৃজ কি চিন্তা করল তারপর বল্ল" "মনে করতাম নিরক্ষর নাবিকেরা লেখাপড়া জানে না সেজন্য তারা আবোল তাবোল বকে, এখন দেখছি তোমার আর নিরক্ষণ নাবিকের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, আমার কেবিনে চল, মানচিত্র খুলে দেখাব সমুদ্রের স্রোতের সংগে সমুদ্রের অবস্থার পরিবর্তন হয়। আমরা আটলান্টিক মহাসাগরের ঠিক মধ্যস্থলে পৌছেছি। এখানে চারিদিকের জলস্রোত সংমিলিত হবার পরিবর্তে বিভিন্ন গতিপথে ধাবমান হয়েছে সেজন্যই সাগরের অবস্থা

নিস্তব্ধ। যদি কোনো জলস্রোত একটার সংগে অন্যটা মিশত তবেই আরম্ভ হ'ত সংঘাত, সংঘাতের ফলে হয় ঢেউ। কারো সংগে কারো সংঘাত না হওয়াতে সাগর একেবারে স্তব্ধ। এইটুকু না বুঝবার জন্যই তোমার মনে দৈন্যতা এসেছে। দৈন্যতার উচ্ছাস হচ্ছে ভক্তির উদ্রেক। তুমি সেই ভক্তির দাস হয়ে মানষিক দুর্বলতার প্রশ্রয় দিচ্ছ, এস মানচিত্র দেখাচ্ছি।

মানচিত্র দেখবার জন্য নরেন্ রিডিং কেবিনে প্রবেশ করল। নরেন ভূগোল ভাল জানত না। বৃটিশ সরকার ভূগোল শিক্ষাতে উৎসাহ দিত না মোটেই। ভূগোল শিখলে চোখ ফুটে যায়, অন্ধত্ব দূর হয়। মানচিত্র দেখিয়ে নরেনকে জলের স্রোত বোঝাবার সময় নরেন বললে "রামবৃজ তুমি নিশ্চয়ই শিক্ষিত লোক?"

সেকথা এখন থাক নরেন। ভূগোল যেমন তোমার কাছে অজ্ঞাত আমিও তেমনি তোমার কাছে অজ্ঞাত, ভূগোল শেখার সংগে আমার পরিচয় পাবে। সরস্বতী দেবীর সন্ধান পাও কল্পিত রূপের মধ্যদিয়ে ভূগোলের সন্ধান পাবে বাস্তবের অনুভূতিতে। ঐ যে দেখছ সাগর, আকাশ, মাটি, নক্ষত্র সবই আমরা দেখি কিন্তু সেগুলি কি করে হয়েছে এবং কি করে ধ্বংস হবে যদি জানবার ইচ্ছা থাকে তবে জানতে পার। জানবার ইচ্ছার সংগে বুদ্ধির সংযোগ চাই। তোমার বুদ্ধি আছে, আমার কাছে মণ দিয়ে পড় সবই বুঝতে পারবে।

সেদিনের মত পড়া শেষ করে নরেন্ বৃজের উপর যেয়ে দেখল জুলিয়া এবং তার গভর্ণেস উপরের ডেকে পাইচারী করছেন। আকাশ ছিল পরিস্কার, ঝড়বৃষ্টি ছিল না, তাদের শরীর বেশ ভালই ছিল। নরেনকে দেখে জুলিয়া ডাকল এবং জিজ্ঞাসা করল "গতরাত্রে নাবিকদের অবস্থা কেমন ছিল?"

—খুব ভালছিল মেম্‌সাহেব এটাকে আমরা দুর্যোগ বলি না, আমরা যখন ডুবতে আরম্ভ করি তখন তাকেই বলি দুর্যোগ।

—আমরা যে সাগর জলের পাকে পড়তে চলছিলাম নরেন, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে?

—আমাদের দেশে পদ্মানদীতে অনেক পাক আছে, আমরা পাক এড়িয়ে চলি, এটাতে বিশেষত্ব কিছুই নেই। পাকের কাছে না যাবার জন্য কেপ্‌টিনকেও ধন্যবাদ দিতে পারব না, পদ্মানদীতে যেমন করে মাঝিরা এড়িয়ে যায়, সাগরেও কেপ্‌টিনরা পাক এড়িয়ে যান। এতে বলার মত এবং শোনবার মত কি আছে?

—তোমাদের দেশে কি বড় বড় নদী আছে?

—হাঁ, অনেকটা সাগেরর মতই দেখতে।

—সেজন্যই তোমরা এত সাহসী, বেশ ভাল এখন যেতে পার।

জুলিয়ার সংগে নরেন কথা বলতে বেশ আরাম পেত, বেশি করে কথা বলতে চাইত কিন্তু জুলিয়া নরেনের সংগে একটি দুটি কথা বলেই কথার শেষ করত। এক দিকে যোগের জন্য এবং অন্য দিকে যোগান্ত বিয়োগের লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। নরেন যদি ইংরেজ হ'ত তবে যোগান্তে পরিণত হ'ত তাতে আর সংশয় থাকত না।

নরেন চলে যাবার পর জুলিয়া শুধু আকাশের দিকেই তাকিয়ে রইল, নীল আকাশের নীলত্ব কোথায় শেষ হয়েছে জুলিয়া তাই ভাবছিল। গভীর সাগরের জল নীল হয় তার কারণ জুলিয়া জানত না। যাহা অজানা তাতেই রহস্য আত্মগোপন করে থাকে। জুলিয়া আকাশের নীলত্বের রহস্যে ডুবে গেল।

কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ ক্রমেই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন হয় আজ নয় আগমী কাল সকালে গন্তব্য স্থলে পৌছতে পারবেন।

জাহাজের চারিদিকে কতকগুলি পাখী উড়ছিল। নাবিকগণ বুঝতে পেরেছিল নিকটেই উপকূল। ক্রমাগত জলে ভাসতে থাকলে স্থলের দিকে মানুষের আকর্ষণ হয়। মাটির উপরে এবং নীচে কত রকমের রহস্য যে লুকিয়ে আছে মানুষ তাই আবিষ্কার করতে চায়। জাহাজ মাটির সন্নিকটে এসেছে বুঝতে পেরে নাবিকদের আনন্দের সীমা ছিল না।

একে অন্যের সংগে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করে "আমরা কি কোনও দ্বীপের দিকে অগ্রসর হচ্ছি?" নাবিক ভাষায় প্রত্যুত্তের আসে "হতে পারে।" সকলের মনেই উৎসাহ এবং আনন্দ। নরেন্ এবং রামবৃজ সে আনন্দের রস মোটেই পাচ্ছিল না কারণ তাদের সামনেই ছিল এক বিরাট কর্মতালিখা। দ্বীপে অবতরণ করার পর এক দিকে জাহাজের ভালমন্দ থেকে আরম্ভ করে জুলিয়াকে গার্ড দেওয়া এর পরে দ্বীপে যদি কিছু পাওয়া যায় তা আগলিয়ে রাখা। নানা রকমের কাজের তালিকা তাদের মনে আসছিল এবং কি করে কাজ শেষ করবে সে কথাই ভাবছিল।

রাত দশটার পর ষ্টীম কমিয়ে দেওয়া হ'ল। যদিও আশে পাশে সমুদ্র তীরের কোনও নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছিল না তবুও মনে হচ্ছিল কোনও অজানা দ্বীপের আশেপাশে জাহাজ এসে পড়েছে। নাবিকদের ঘুম নাই তবুও অনেকে ঘুমাতে যায়, অনেকের অগ্নিমান্দ্য রোগের লক্ষণ দিয়েছে। এরূপ হয়ে থাকে যখন অজানা জিনিসকে জানবার আগ্রহ জাগে। নরেনকে রামবৃজ বললে "ভায়া এখান থেকে দশ হতে বার মাইলের মধ্যেই দ্বীপ, আমরা আগামী কাল সকালে দ্বীপের কাছে নঙ্গর করব। দ্বীপে অবতরণ করবেন কেপ্‌টিন্ টমাস্। প্রথম ইন্‌জিনিয়ার থাকবেন জাহাজের কর্তা হয়ে। আমি জাহাজ হতে নামব

না। তুমি মাত্র চার জন কংকনী নাবিক নিয়ে কেপ্‌টিন্‌ টমাসের সংগে যাবে। কতকগুলি ইউরোপীয়ান্‌ নাবিকও কেপ্‌টিনের সংগে থাকবে কিন্তু তারা হ'ল অবিশ্বাস্য। ধনের লোভে কেপ্‌টিন্‌ টমাসকে মেরে ফেলার চেষ্টাও করতে পারে, তখন তুমি আর চার জন কংকনী নাবিক কেপ্‌টিনের হয়ে লড়াই করবে, জাহাজে যাঁরা থাকবেন তাদের প্রতি যেমন রক্ষাণাবেক্ষণের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে তেমনি জাহাজ যদি আক্রান্ত হয় তবে অস্ত্রের ব্যবহারের ও আদেশ রয়েছে। আটজন লোক নিয়ে আমি লড়ব অবশ্য অন্যান্য ভারতীয় নাবিক ও থাকবেই। আমরা সকলে আপ্রাণ আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করব।

নরেন এবং রামবৃজ যখন কথা বলছিল তখন রামবৃজ যেন একটি আলো দেখতে পেল। রামবৃজ নিজের চোখ দুটাকে বিশ্বাস করতে পারল না নরেনকে জিজ্ঞাসা করল "নরেন এটা আলো নয় কি?

নরেন বললে "আলো বলে মনে হচ্ছে না, আলেয়া মনে হচ্ছে। আলেয়ার অস্তিত্ব সর্বত্র থাকে না, সমুদ্রতীরে আলেয়া মোটেই দেখা যায় না কিন্তু যে সকল সমুদ্রতীরে মাছ এবং অন্যান্য সাগর জীবের মৃতদেহ বৃক্ষাচ্ছাদনে পচতে থাকে সেখানেই শুধু আলেয়ার সৃষ্টি হয়। আশেপাশে কি সেরূপ কিছুর অস্তিত্ব আছে?"

নরেন বললে "রামবৃজ সামনেই প্রকাণ্ড পাহাড়, সাগর ভেদ করে উঠে একেবারে আকাশের দিকে ছুটছে। আককশের দেবতা যদি বাঁধা না দিতেন তবে বোধ হয় হিমালয় পাহাড় হতেও উচ্চ হ'ত।

জিহবা সংযত কর নরেন দেবতার অন্তনাই, তেত্রিশ কোটি দেবতা আমাদের। আরও একটু ভৌগলিক জ্ঞান অর্জন করলে বুঝতে পারবে এখানে কি করে দ্বীপ হল। বারবার বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করো না। বার বার বলছি তুমি এবং এই অশিক্ষিত নাবিকদের

মধ্যে কোন প্রার্থক্য নাই। ইউরোপীয়ান্ নাবিকদের সংগে কথা বলে দেখবে আমাদের মত কুসংস্কারে তারা আচ্ছন্ন নয়। আমাদের দেশের লেখক, আমাদের দেশের বক্তা যখন. শব্দের সন্ধান পায় না তখন তুমি যা বলেছ সেরূপ উক্তি করে বাজে ভাষার সৃষ্টি করে।

নরেন তার বাক্যের জন্য দুঃখিত এবং লজ্জিত হল, সে বুঝল নাবিক জীবনের মহামূল্যবান অঙ্গ হল অনর্থক কথার পরিবেশ না করা এবং যা বলা হয় প্রত্যেকটি শব্দের ভাবার্থ এবং সোজা অর্থ একই এবং সেজন্যই নাবিকেরা বেশি কথা বলে না। নাবিক জীবনের প্রতিটি মিনিট বিপদের মুখোমুখী হয়ে কাটাতে হয়। যেখানে যত বিপদ সেখানে ভাষার অপব্যবহার তত কম এবং কাজের আধিক্য বেশি।

ভোর হতেই নরেন এবং রামবৃজ দেখল তাদের জাহাজ একটি দ্বীপের অতি সন্নিকটে নঙ্গর করার জন্য স্থান অন্বেষন করছে। দ্বীপের চারিদিকে বাকাও বৃক্ষের জঙ্গল। পাহাড়ের উপরে আধা ট্রপিবেল্ বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ, যতদূর দেখা যায় সর্বত্র মানুষের বসতি আছে বলে মনে হয় না। পাশে দাঁড়ানো রামবৃজকে নরেন বললে "দ্বীপটাতে মানুষ নাই বলেই মনে হচ্ছে তুমি কি বল ?"

রামবৃজ বল্ল "আমার ধারণাও তাই কিন্তু নিশ্চয় করে কিছু বলা চলে না নরেন। দ্বীপটা অপরিস্কৃত নয়, তবুও বলা শক্ত এখানে মানুষ বাস করে কি না, কয়েকঘণ্টার মধ্যেই আমরা দ্বীপে অবতরণ করব। তুমিই কাপ্তেন টমাসের সঙ্গে যাবে।

কতক্ষণ পর হুইসেল বাজাল। তিন খানা ছোট নৌকা জাহাজ হতে নামিয়ে দেওয়া হল। কেপ্টিন্ টমাস্ একখানা ডিঙ্গীতে উঠলেন। নরেন এবং তার চার জন কংকনী নাবিক পাঁচটি বন্দুক, কিছু খাদ্য এবং কয়েক গেলন জল নিয়ে নিজে ডিঙ্গীতে উঠেই সমুদ্র তীরের দিকে ডিঙ্গী চালিয়ে

দিলেন। পেছনের ডিঙ্গীতে পাঁচ জন করে শ্বেতকায় এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নিয়ে অবতরণ করলেন। সকলেই সমুদ্র তীরে অবতরন করার পর কেপটিনের আদেশ পাঁচজন নাবিক এক সংগে ফাঁকা আওয়াজ করতে থাকল। বন্দুকের শব্দে সাড়া দিল কয়েকটি পাখী এবং জাহাজ হতে সাড়া দিল জুলিয়া। জুলিয়া উপরের ডেকে দাঁড়িয়ে থেকে দ্বীপের সৌন্দর্য দেখতেছিল। তার গভর্ণেস একখানা মোটা সাল গায়ে দিয়ে দ্বীপের দিকে তাকিয়ে রয়েছিলেন।

জুলিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করল "গুলি ছোড়া হচ্ছে কেন?" গভর্ণেস্ বিরক্ত হয়ে বল্লেন্ "তুমি ধারনা করে নেও।"

জাহাজের যারা যাত্রী তারাও বেশি কথা বলতে চায় না। ধারনা ভুলও হতে পারে। যে যত কম কথা বলতে পারে তারই মহত্ব। জুলিয়া সুখী হতে পারল না। গভর্ণেসকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করতেও পছন্দ করল না, শুধু দুরবীন দিয়ে দ্বীপের অবস্থা পর্যবেক্ষন করছিল।

রামবৃজ এবং অন্যান্য কংকনী নাবিকেরা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে দ্বীপ দেখতেছিল। এক জন কংকনী রামবৃজকে বলল "ঐ দেখো পাহাড়ের উপরে কি একটা দেখা যাচ্ছে মানুষ নয় ত?"

কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে রামবৃজ বলল "মা-নু-ষ"ই মনে হচ্ছে, আমার দূরবীণটা নিয়ে এস।

কংকনী লোকটি দূরবীণ নিয়ে এসে সেই প্রথম দেখল এবং বলল মানুষই, এবার তুমি দেখ। রামবৃজও দেখল এটা মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু এক খানা জাহাজ আসাতে লোকটার মনের পরিবর্তন মোটেই হয় নি। নির্বিকার চিত্তে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। নূতন জিনিস দেখলে মানুষের মনে উৎসুক্য হয়, এই লোকটির উৎসুক্যও নাই কৌতুহলও নাই। নিশ্চয়ই কোনও রহস্য রয়েছে।

রামবৃজের আদেশে সিগ্‌নেলমেন্ সিগ্‌নেল্ দিয়ে অবতরনকারী দলকে জানিয়ে দিল দ্বীপে মানুষ আছে এবং মানুষটা ইউরোপীয়ান্। কেপ্‌টিন্ টমাস্ সংবাদ পেলেন এবং অতি সাবধানে চলতে আদেশ দিলেন। দ্বীপের লোকটার অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামালেন না। মানচিত্র অনুযায়ী পথ চলতে আরম্ভ করলেন।

রামবৃজ লোকটার প্রতি চেয়ে রয়েছিল। কতক্ষণ পর দেখতে পেল লোকটা চেয়ার টেবিল ঘর হতে বের করে কালি কলম নিয়ে লেখতে বসেছে। অনেকক্ষণ লেখার পর পুনরায় সে ঘরে গেল এবং কতকগুলি খাদ্য নিয়ে খেতে বসল। খাওয়া শেষ করে টেবিল চেয়ার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

পুনরায় রামবৃজ সিগ্‌নেলমেনের সাহায্য সমস্ত সংবাদ কেপ্‌টিন টমাসকে জানিয়ে দিল। কেপ্‌টিন্ টমাস তখন লক্ষ্য বস্তুর সন্নিকটে পৌছেছিলেন। মানচিত্রে লক্ষ্য বস্তু সম্বন্ধে যে সকল নির্দেশ ছিল সেই সেই অনুযায়ী চিহ্নগুলি মিলে যাচ্ছিল। মনের আনন্দে কেপ্‌টিন টমাস লক্ষ্য বস্তুর দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। বেলা তিনটার সময় টমাসের দলবল সকলেই লক্ষ্য বস্তুর সন্নিকটে পৌছল। হঠাৎ শোনা গেল উপর থেকে কিছু নেমে আসছে। নেমে আসা জিনিসটা একটা পাথরের টুকরা না হলে এত শব্দ করবে কেন? সকলেই একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল। কেপ্‌টিন্ টমাসের ধারণা ছিল যদি বড় একটা পাথরের টুকরা তাদের দিকে গড়াতে থাকে তবে যে বড় পাথরটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পাথরের উপর দিয়ে আগত প্রায় পাথর চলে যাবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা গেল উপর থেকে কিছুই আসছে না শুধু শব্দেই শোনা যাচ্ছে। কেপ্‌টিন টমাস তখনও মানচিত্র দেখতেছিলেন। মানচিত্রে একস্থানে

একটি চতুষ্কোন পাথরের কথা বলা হয়েছিল। চতুষ্কোন পাথরটা সরিয়ে নিয়ে গুহাতে প্রবেশ করতে হবে এবং এর পরেই গুহার সম্বন্ধে অনেক গুলি ছোট ছোট চিত্র ছিল যা অবলম্বন করে মূল গুহাতে পৌছাতে পারা যাবে। চতুষ্কোন পাথরটা সরাবার পূর্বে কেপ্‌টিন্ টমাস ভাবলেন এই শব্দের কারণ কি, অনুসন্ধান করে তারপর গুহাতে প্রবেশ করলেই ভাল হবে। দ্বীপে যে লোকটা বাস করে সেই লোকটা নিশ্চয়ই এই বিকট শব্দের কারণ অবগত আছে। কেপ্‌টিন্ টমাসের সঙ্গে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে নরেন্‌ই একমাত্র বিশ্বস্ত লোক। নরেন এখানে থাকবে কি নিজে থাকবেন চিন্তা করতেছিলেন। এমন সময় রামবৃজের কাছ থেকে সংবাদ এল, দ্বীপের লোকটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। এবার কেপ্‌ঠিন্ টমাসের ধারণা হল, এই বিকট শব্দের কারণ নিশ্চয়ই দ্বীপের লোকটাই হবে, অতএব দ্বীপের লোকটার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত না হয়ে গুহাতে প্রবেশ করা ভুল হবে। নরেন্ এবং চার জন কংকণী নাবিককে চতুষ্কোন পাথরটার কাছে পাহারায় রেখে কেপ্‌টিন্ টমাস পাহাড়ের উচ্চ শিখরের দিকে রওয়ানা হলেন।

পাহাড়ের উচ্চতা মাত্র সারে পাঁচ শত ফুট। এক ঘণ্টার মধ্যে টমাস্ একখানা পূর্ণ কুঠিরের দ্বারে আঘাত করলেন। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক। পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় লোকটি জিজ্ঞাসা করল "কি চাই?"

টমাস্ আশ্চর্য্যান্বিত হলেন না কারণ রবিন্‌সনের মত সহস্র সহস্র রবিনসন্ সমুদ্র বক্ষে ভেসে গিয়ে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে কি মরে গেছে কেউ বলতে পারে না। লোকটাকে টমাস্ জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কে?" লোকটা বললে একজন নাবিক ছিলাম এখন আমি অরণ্যবাসী এবং একাই

থাকি। তোমরা বোধহয় ধণরত্নের অন্বেষণে এসেছ, কিন্তু ধনরত্ন পাবে বলে মনে হয় না। তোমরা যে বিকট শব্দ শুনে শঙ্কিত হয়ে আমার কাছে শব্দের কারণ জানতে এসেছ আমিও সেই কারণ জানি না। আমিও তোমাদের মত একদিন জাহাজ নঙ্গর করে এই দ্বীপে ধনরত্নের অন্বেষণে এসেছিলাম তারপর আজ আমাকে যে অবস্থায় দেখছ সেই অবস্থায় পৌছেছি। আমার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য একটুও দুঃখিত নই। খাদ্যের অভাব নাই, পাণীয় জল প্রচুর, দ্বীপে কোনও জীব নাই, আছে প্রচুর সবজী, আর জলে আছে প্রচুর মাছ। সাগরের মাছ খেতে অভ্যস্ত হয়েছি, সবজী প্রচুর পাচ্ছি অভাব শুধু মাখন এবং রুটির। মাখন রুটি না হলেও চলে, এবং আমি মাখন রুটি ভূলতে বাধ্য হয়েছি। এই দ্বীপের পাশ দিয়ে কত জাহাজ চলে গেছে, কত জাহাজকে আগুন জ্বালিয়ে, বস্ত্র উড়িয়ে সঙ্কেত করেছি কিন্তু কেউ তাকায় নি, কেউ দাঁড়ায় নি। বলতে পারি না আমার সঙ্কেত কেহ দেখেছ কি না। কিন্তু বন্ধুগণ তোমরা সকলেই রবিনসন ক্রোসর গল্প পড়েছ, তোমাদের কর্তব্য ছিল আমার ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করা কিন্তু সেরূপ কিছুই কর নি। মনে হচ্ছে তোমরা লোভী এবং পাপাচারী।

প্রায় দুই বৎসর হয় কারো সঙ্গে কথা বলি নি সেজন্য আমার মুখ দিয়ে এলোমেলো কথা বের হচ্ছে। আমিও তোমাদের মতই এই দ্বীপে ধণরত্ন আহরণ করার জন্য এসেছিলাম। আমিও তোমাদের মত জাহাজ নঙ্গর করে দ্বীপে অবতরণ করেছিলাম কিন্তু বন্ধুগণ যেই ঐযে চতুস্কোণ পাথরটা দেখে এসেছ তাতে আঘাত করেছিলাম অমনি আমার জাহাজ ডুবতে আরম্ভ করেছিল। দ্বীপে একাকী অবতরণ করেছিলাম সেজন্য আমিই বেঁচে আছি আর সবাই সাগরের গভীর জলে তলিয়ে গেছে। কেন তলিয়ে গেল কারণ খুজে পাই নি।

রহস্য না অভিসন্ধি ?

কেপ্‌টিন টমাস দ্বীপবাসী লোকটির কথা মন দিয়ে শোনার পর তার নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন কতকগুলি লেখা কাগজ স্তুপাকারে ঘরের এক পাশে পড়ে রয়েছে। স্তুপ থেকে একখানা কাগজ উঠিয়ে কেপটি টমাস্‌ পড়তে আরম্ভ করলেন। তাতে লেখা ছিল "কিন্তু আমার ধারণা চতুস্কোন পাথরটার সংঙ্গে সাগর জলের সম্বন্ধ রয়েছ নতুবা আমাদের জাহাজ হঠাৎ ডুবে যাবে কেন ?"

এই পর্য্যন্ত পড়বার পর দ্বীপবাসী লোকটিকে কেপটিন টমাস জিজ্ঞাসা করলেন এই কাগজগুলি কি তোমার লেখা ?

দ্বীপবাসী লোকটি একটু হাসল তারপর বল্‌ল "এখানে আর কে আছে যে এগুলি লিখতে পারে ? মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। এটা হওয়া স্বাভাবিক। অতি লোভ, অতি সাবধানতা সবই তোমাকে পেয়ে বসেছে। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। জাহাজ হতে আমি একাই নেমেছিলাম। আমার সঙ্গে অনেক কাগজ এবং লেখবার সরঞ্জাম ছিল। খাদ্য ও ছিল কিন্তু যে মুহুর্ত্তে চতুস্কোণ পাথরটাতে আঘাত করেছিলাম সেই মুহুর্ত্তে আমাদের জাহাজ আপনা হতেই ডুবতে আরম্ভ করেছিল। জাহাজটাকে যেন চুম্বক টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। নাবিকেরা সবাই বিশ্রাম করছিল। কেহ ভাবতে পারে নি কেবিনে জল প্রবেশ করবে। একটু একটু করে জাহাজ ডুবতে আরম্ভ করে তারপর এক মিনিটের মধ্যে জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই কারণে জাহাজের একটি প্রাণীও বাঁচে নি। বোধ হয় আটলান্টা সম্বন্ধে অনেক গল্প পড়েছ, কোথায় আজ সেই স্বর্ণ মন্দির, কোথায় সেই স্কাই স্ক্রেপার, কোথায় আজ সেই সুন্দরের লীলা ভূমি রামরাজ্য ! সবই তলিয়ে গেছে, আর এই দ্বীপটা তলীয়ে যেতে কতক্ষণ ?

কেপ্‌টিন্ টমাসের কাছে একখানা মানচিত্র ছিল, ইচ্ছা করলেই দ্বীপবাসী লোকটি সেই মানচিত্র চেয়ে নিয়ে কেপ্‌টিন্ টমাসের সংঙ্গে সমালোচনা করতে পারত কিন্তু সে তা করল না। নিজের ঘরের ভেতর প্রবেশ করে নিজস্ব মানচিত্র নিয়ে এসে কেপ্‌টিন্ টমাসকে বল্‌ল"এই দেখ আমার মানচিত্র এতে একটি ক্রস চিহ্ন রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটাই হ'ল চতুষ্কোণ পাথরটার অবস্থিতির স্থান কিন্তু ক্রস চিহ্নের নীচে কোনও টিকা টিপ্পনি নাই। তোমার মানচিত্র খুলে দেখো আমার মানচিত্রের মত কোনও ক্রস চিহ্ন আছে কি না?

কেপটিন টমাস নিজের মানচিত্র খুলে দেখলেন তাতে ক্রস চিহ্ন আছে বটে কিন্তু কোনও টিকা টিপ্পনি নাই! কোনও টিকা টিপ্পনি না থাকাতে কেপ্‌টিন্ টমাস চিন্তিত হলেন। এলেনের কথা তার মনে হ'ল। এলেন্ অপরকে বিপদে ফেলার লোক নন্। তবে কি তাঁর ভুল হয়েছিল?

কেপ্‌টিন্ টমাসকে চিন্তা পেয়ে বসল। কেপ্‌টিন্ টমাস্ যখন চিন্তা করছিলেন তখন দ্বীপবাসী লোকটি বল্‌ল" তাড়াতাড়ি করে নীচের লোকগুলিকে উপরে ডেকে পাঠাও, ভুল করে যদি কেহ পাথরটাতে আঘাত করে তবেই বিপদ।

কেপ্‌টিন্ টমাস নীচের লোককে উপরে ডেকে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠালেন। সকলেই চলে আসল। তারপর দ্বীপবাসী লোকটি তার নিজের পরিচয় দিল। সে বলতে আরম্ভ করল "তোমরা হয়ত শুনেছ কেপ্‌টিন্ ডগ্‌লাস্ নামে এক বিখ্যাত নাবিক নিজের জাহাজে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, আমি সেই বিখ্যাত ডগলাস্। এলেন্ নামক একটি লোকের কাছ থেকে এই মানচিত্রটা সংগ্রহ করে এনেছিলাম এবং আজ আমার যে দুর্দশা দেখছ এটা হ'ল এলেনের কাছ থেকে যেচে নেওয়া উপদেশের ফল। এলেনের উপদেশ

শোনা আমার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় হয়েছে। অনেক পাপ করেছি। লোভের বশবর্ত্তী হয়ে অনেক লোকের প্রাণ নাশের কারণ হয়েছি। আমি এর প্রায়শ্চিত্ত করব। তোমাদের মরতে দেব না। তোমরা আমার হয়ে কিছু কাজ করে যাও। আমার ইচ্ছা এই পাথরটাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া এবং দেখা এর পরিণাম কি ?

—কি করতে হবে কেপ্‌টিন ডগ্‌লাম ?

—চারটা ডিনামাইট ফিট্‌ করে একস্‌প্লোসনের তার চারটা এখান পর্যন্ত নিয়ে এস। তোমরা চারশত মাইল দূরে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমি একস্‌প্লোসনের তারে হাত দেব না। তোমরা চার শত মাইল দূরে গেলে একই সঙ্গে চারটা ডিনামাইট ফাটাব। তাতে আমি এবং আমার ঘর ধসে পড়বে। যদি দ্বীপ জলের উপরে থাকে তবে আমাকে পাবে, আর দ্বীপ যদি ধসে যায় তবে আমাকে আর পাবে না। যদি পার তবে একটা ভেলা তৈরী করে রেখে যাও, প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করব। তোমরা যদি ঘণ্টায় পনর মাইল করে চলে যেতে পার তবে চারশত মাইল যেতে ছাব্বিশ ঘণ্টারও কম লাগবে। ছাব্বিশ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হবার পর আমি ডিনামাইট ফাটাব।

ডগ্‌লাসের কথা অবিশ্বাস করার মত কিছুই ছিল না। হঠাৎ কেপ্‌টিন্‌ টমাসের মনে হ'ল এড্‌মিরেল ডগ্‌লাস্‌ গুপ্ত ধনের অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন ইনিই বোধহয় সেই এড্‌মিরেল্‌ ডগ্‌লাস্‌। সাহস করে টমাস জিজ্ঞাসা করলেন "আপনিই কি সেই রিটায়ার্ড এড্‌মিরেল্‌ ডগলাস ?"

হাঁ বন্ধু আমিই সেই এড্‌মিরেল্‌। দুঃখের সহিত বলছি আমার মত লোকের গুপ্তধনরত্ন অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হয় নি ; যারা যুদ্ধক্ষেত্রে সারা জীবন কাটিয়েছে, যাদের পেন্‌সন

হয়েছে, তাদের পক্ষে ঘরে বসে উপন্যাস এবং এড্‌ভেন্‌চার সম্বলিত পুস্তকাদি পড়েই সময় কাটানো শোভা পায়। গুপ্ত ধনরত্নের সন্ধান করা তোমাদের মত সওদাগরী জাহাজের কেপ্‌টিন্‌দের উপযুক্ত কাজ।

কেপ্‌টিন্‌ টমাস এবার বুঝলেন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট নাবিক এড্‌মিরেল ডগ্‌লাস্‌ অতিলোভ করেছিলেন তারই পরিনামে দুই বৎসর নির্জন দ্বীপে বাস করে অবশেষে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছেন, আটলান্টিক মহাসাগরে এড্‌মিরেলের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

এড্‌মিরেল্‌ ডগলাসের আদেশ অনুযায়ী সব কিছু করে যখন কেপ্‌টিন্‌ টমাস জাহাজে উঠলেন তখন জাহাজের অবস্থা অনুভব করতে আরম্ভ করলেন। জাহাজ কাঁপতেছিল, জাহাজটাকে যেন কিছুতে ঠেলা মারতেছিল এতে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছিল পেছনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল না। কেপটিন্‌ টমাস জল পরীক্ষা যন্ত্রে দেখতে পেলেন প্রায় দেড়শত ফুট নীচের জল দ্বীপের দিকে নদী জলের মত ছুটে চলেছে। বুঝতে পারলেন দ্বীপে কিছু ঘটেছে। এই দেখে তিনি প্রবল বেগে জাহাজ চালিয়ে দিলেন।

পরের দিন সকালে টমাস যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছিলেন তখন দেখতে পেলেন এক ঝাক এরোপ্লেন জাহাজের দিকে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এরোপ্লেনগুলি জাহাজের কাছে আসল এবং জলে নামবার জন্য চেষ্টা করতে থাকল। কেপটিন্‌ টমাস সিগনেল দিয়ে জানালেন ভয়ের কোন কারণ নাই, জাহাজ জলস্রোতের বহুউর্দ্ধে। তবুও একখানা এরোপ্লেন জাহাজের পেছুনে নামল এবং একজন এরোপ্লেন চালক জাহাজে উঠে কেপটিন্‌ টমাসকে জিজ্ঞাসা করল "আমরা বিপদের সস্‌ (সংকেত) পেয়েছি কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না বিপদ কোথায়?"

কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ বল্‌লেন "আরও দক্ষিণে গেলেই বুঝবেন বিপদ কোথায় ?"

এভিয়েটার জিজ্ঞাসা করলেন "কোন দিকে যেতে হবে ?

সোজা পশ্চিমে যান তবেই বিপদ কোথায় বুঝতে পারবেন, কেপ্‌টিন্‌ টমাস বললেন।

ক্ষনবিলম্ব না করে এরোপ্লেন গুলি সোজা পশ্চিম দিকে রওয়ানা হ'ল এবং মিনিট দুই পরই দেখতে পেল একটা দ্বীপ ধীরে জলের তলে চলে যাচ্ছে এবং দ্বীপের সর্বচ্চো পাহাড়ে এক জন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। এরোপ্লেনগুলি জলে অবতরণ করতে চাচ্ছিল কিন্তু এড্‌মিরেল ডগ্‌লাস্‌ সিগ্‌নেল দিয়ে জানিয়ে দিলেন নেমো না, জলে নামলেই মৃত্যু। যদি পার একটা থলে নামিয়ে দাও থলেতে আমি প্রবেশ করা মাত্র টেনে নিও।

একখানা এরোপ্লেন থেকে একটা থলে নামিয়ে দিল, থলে দ্বীপের উপরেই পড়ল। এড্‌মিরেল্‌ ডগ্‌লাস্‌ থলের মধ্যে প্রবেশ করামাত্র থলেটা উপরে টেনে নেওয়া হল। এড্‌মিরেল্‌ ডগ্‌লাস মৃত্যু হতে রক্ষা পেলেন এবং এরোপ্লেন পরিচালককে বল্‌লেন" যদি পার তবে দেখে নাও দ্বীপটার পরিণাম কি হয়।

এরোপ্লেন পরিচালক একটুও দেরী না করে গোল্ড কোস্টের একটি বন্দরে অবতরন করল এবং এড্‌মিরেল্‌ ডগলাসকে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতা জানাতে আদেশ করল।

এড্‌মিরেল ডগলাস তাঁর অভিজ্ঞতা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সবই জানালেন এবং সেই সঙ্গে লণ্ডনের একটি নেভিগেসন্‌ কোম্পানীর রিপোর্ট দাখিল করলেন।

কেপ্‌টিন টমাস ক্রমাগত চারদিন চলার পর পুনরায় জাহাজের গতি ফেরালেন। পুনরায় চতুর্থ দিন যখন নির্দ্ধারিত স্থানে গেলেন তখন

দেখলেন দ্বীপের অস্তিত্ব পাই, সর্বত্র শান্ত সমুদ্র বিরাজ করছে। নাবিক অবাক হয় না কারণ অনেষণ করে। কেপ্‌টিন্ টমাস দ্বীপের অস্তিত্ব লোপ পাবার কি কারণ থাকতে পারে জানতে উৎযোগী হলেন।

একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ জলের তলে চলে গেল এটা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য ব্যতিরে আর কিছু হতে পারে না। প্রত্যেক আশ্চর্য্য ঘটনার মূলে কারণ থাকে সেই কারণ কি জানাই হ'ল নাবিক ধর্ম। বৃটিশ নাবিকের ইতিহাস যদি ভাল করে পড়া যায় তবেই দেখতে পাওয়া যায় বৃটিশ নাবিক "রহস্য" শব্দ যে অর্থে ব্যবহার হয় সেই অর্থ তারা গ্রহণ করে না তারা বলে "এখন ও জানা যায় নি" অর্থাৎ জানবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেজন্যই বৃটিশ নাবিক "নাবিক শ্রেষ্ট" নাম পেয়েছিল, সেই সুনাম অন্য আর কেহ যদি কেড়ে নেয় তাতে দুঃখ করার মত কিছুই নাই। পৃথিবীর লোকের মানষিক বৃত্তিগুলি ক্রমেই বিকষিত হচ্ছে।

কেপ্‌টিন টমাস তার রক্ষিত সামুদ্রিক মানচিত্রে চিহ্ন দিয়ে লেখলেন" এখানে একটি দ্বীপ ছিল। দ্বীপে গুপ্ত ধনরত্ন রক্ষিত আছে বলে লণ্ডনের একটি সংবাদ বিক্রেতা চতুরতার সহিত বলত এবং আমার ও ধারনা হয়েছিল নিশ্চয়ই দ্বীপটাতে গুপ্ত ধনরত্ন রয়েছে। বৃটেনের বিখ্যাত এড্‌মিরেল্ ডগলাস্‌ও এই দ্বীপে এসেছিলেন এবং মানচিত্র অনুযায়ী চিহ্নিত স্থানের উপর যে পাথর চাঁপা ছিল সেই পাথর উঠাবার চেষ্টা করা মাত্র অদূরে নঙ্গর করা জাহাজ তলিয়ে যায়। বেঁচেছিলেন শুধু এড্‌মিরেল ডগ্‌লাস্। তাঁর সংগে আমার দেখা হবার পর তাঁরই আদেশ আমরা চারটা ডিনামাইট ফিট্ করে রেখে যাই, কথা ছিল আমরা চারশত মাইল দূরে গেলে তিনি ডিনামাইট চার্জ করবেন। নিশ্চয়ই তিনি ডিনামাইট চার্জ করেছিলেন। চারশত মাইল্ দূর থেকে ফিরে এসে দেখলাম দ্বীপের অস্তিত্ব নাই।"

জাহাজের "লগ্" বইটাতে এই পর্য্যন্ত লিখেই কেপ্‌টিন টমাস লেখা বন্ধ করলেন এবং পরক্ষণেই গেলেন জুলিয়ার ঘরে। জুলিয়া এবং তার গভর্ণেস চিন্তিত মনে বসে রয়েছিলেন। কেপ্‌টিন টমাসকে দেখে উভয়েই আনন্দিত হলেন এবং গভর্ণেস জিজ্ঞাসা করলেন "তারপর ?"

কেপ্‌টিন্ টমাস বললেম "আমার কাজ শেষ হয়েছে এখন আপনাদের ইচ্ছা মত জাহাজ চালানো হবে।

জুলিয়া বল্‌লে" আফ্রিকার লোক দেখতে মোটেই ইচ্ছা করে না, এমন একটি সহরে নিয়ে চলুন যে দেশের লোক সবই ব্রাউন এবং ইউরোপীয়ান্ পোষাক ব্যহার করে।

কেপ্‌টিন্ টমাস বুঝলেন জুলিয়ার কি ইচ্ছা, সেই অনুযায়ী তিনি জাহাজের গতি নির্দেশ করলেন।

জাহাজে এখন ব্যস্ততার খুবই অভাব। রুটিন অনুযায়ী কাজ চলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে জল ও কয়লা নেবার জন্য দুই একটি বন্দরে জাহাজ ভিরাতে হ'ত। জাহাজের নাবিকদের মধ্যে বন্দরে নামবার উৎসাহ বেশি দেখা যেত না। সবাই পুরাতন নাবিক, কি দেখবে ? নরেন বন্দরগুলিতে সময় কাটিয়ে আসত, নাবিকদের ক্লাবে যেত। নাবিকদের কোথায় কি রকমের অভাব সে মন দিয়ে শুনত এবং নিজের লগবই এ লিখে নিত। সর্বত্র একই ব্যবস্থা সেজন্য সে নাবিকদের কি করে উন্নতি করতে হয় সে কথাই বেশি করে চিন্তা করত। কখন ও জুলিয়ার কথা ভাবত কিন্তু সে জানত জুলিয়ার মত মেয়েকে বিয়ে করে সুখ তার হবে না হতে পারে না। ধনী কন্যার সংগে দরিদ্র ছেলের বিয়ে হয় না, হয় শরীর বিক্রয় উপরন্তু জুলিয়া ইংরেজের মেয়ে। ইংরেজ কন্যাকে নিয়ে স্বদেশে ও যাওয়া যাবে না সারাজীবন বৃটেনেই কাটাতে হবে।

ইতিমধ্যেই নরেন স্বদেশের সংগে বিদেশের প্রার্থক্য অনুভব করতে পেরেছিল। কলিকাতার যে সকল ধনী এবং শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজ কন্যা বিয়ে করে স্বদেশে চলে এসেছেন এবং কলিকাতাতে থাকছেন তাদের প্রতি ইংরেজ যেমন বিরূপ তেমনি বিরূপ বাঙ্গালী সমাজ। হাজারো সাহের ঘেসা হয়েও তাদের পক্ষে সাহেব হওয়া যেমন সম্ভব হয়ন নি তেমনি বাঙ্গালী সমাজও তাদের পাশ দিয়েও যায় না। লিভারপুলে যদি সারাজীবন কাটাতে হয় তবে সেই জীবন আনন্দের না হয়ে নিরানন্দের এবং বিষময় হবে। এতটুকু জেনে শুনেও নরেন্ জুলিয়ার কেবিনে যেত, বসত এবং একটুও অস্বস্থি বোধ করত না।

একদিন জুলিয়া এবং নরেন্ কথা বলছিল। গভর্ণেস পাশেই বসা ছিলেন। কি মনে করে জুলিয়ার দিকে তাকিয়েই বুঝলেন জুলিয়ার মন দুর্বল হয়েছে। এদের কিছুই না বলে মুখ ফিরিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন" এরা এখন মিলনটাকেই বড় করে নেবে কিন্তু যখন তারা বাস্তবের দিকে অগ্রসর হবে তখন জীবন বিষময় এবং দুঃসহ হয়ে উঠবে। তখন মনে হবে এরূপ মিলন না হওয়াই ভাল ছিল। সমস্ত জীবন দুঃখে যাবে। এরূপ যাতে না হয় সেজন্য কৃষ্টির স্রিষ্টি করেছিলেন আদি মানব। সেই কৃষ্টি যদি ধ্বংস হয় তবে মানব জাতি ধ্বংস হবে।

নরেন এত দিন কিছুই বলে নি, আজ সে বলতে আরম্ভ করল। সে বলল "আপনারা যাকে কৃষ্টি বলছেন তার যাহা মানে হয় এবং বাস্তব জগতে দেখা যায় তাকে কৃষ্টি বলা চলে না এটাকে বলা হয় সামাজিক নিয়ম মেনে চলা। আমাদের দেশে কাক আছে, কাক অন্য কোনও পাখীর সংগে মিশে না, অন্য পাখীকে তাদের সংগে মিশতে দেয় না এরূপ নন-কো-অপারেসন কাকের দ্বারাই সম্ভব' আমরা মানুষ, কাক

নই, আমরা তখনই পশু হই যখন ভুলে যাই আমরা মানুষ। তখনই আমাদের মনে জাতীয় সমাজতন্ত্রী ভাব দেখা দেয়।

নরেনের কথা শুনে গভর্ণেস অবাক হলেন। (National Socialism) জাতীয় সমাজ তন্ত্র হিটলার নিজের দেশে এবং নরডিকদের মধ্যে প্রচলন করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করেছেন সেই জাতীয় সমাজতন্ত্রকে এক কথায় একজন অশিক্ষিত ইণ্ডিয়ান্ বরবাদ করে দিল? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও কারণ আছে সেই কারণ জানা চাই। গভর্ণেস নিজের মনের অবস্থা গোপন করে জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কি কমিউনিষ্ট?

না মেম্‌সাহেব সেরূপ চিন্তা যে কি তাও জানি না। আপনি জাতীয় সমাজ তন্ত্র শব্দ শুনে চমকে উঠেছেন, আমাদের দেশের উত্তর ভারতে যে সকল শ্বেতকায় বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল তাদের মধ্যে জাতীয় সমাজ তন্ত্র মহাভারতের যুদ্ধের বহুপূর্বে পত্র পুষ্পে পরিনত হয়ে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের কারণ হয়েছিল। এই জাতীয় সমাজতন্ত্র বাদকে ভিত্তি করে হিটলার রুশিয়া আক্রমণ করবেন, কে হারবে কে জিতবে বলতে পারি না কিন্তু যুদ্ধ হবে অনিবার্য্য। কুরু এবং পাণ্ডব ধ্বংস হয়েছিল এবং পরে শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় মিলে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই বলা হয় ইন্দোএরিয়ান্ সভ্যতা। সেই কথাই ভাবছিলাম ইতিমধ্যে আমার চিন্তাস্রোতে আপনি বাধা দিচ্ছেন মাত্র। আমি সেই কথাই মিস্ জুলিয়াকে বলতে আসছিলাম। মানব সভ্যতা এখন ও আদি যুগে রয়েছে, কত রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজিক বিপ্লব হবে তারপর মানুষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবে। সেই সময় বহুদূরে, কত দূরে চিন্তা করে ও সময়ের নির্দ্ধারণ করতে পারছি না।

গভর্ণেস বড়ই চতুর তিনি সাম্রাজ্যবাদীও, নরেনের মুখে রাজনীতি শুনতে ইচ্ছুক ছিলেন না সেজন্য তিনি নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন

"এত বড় দ্বীপটা একেবারে তলিয়ে গেল নরেন তার কারণ কিছু ঠিক করতে পেরেছ ?

নিশ্চয় মেম্ দ্বীপ তলিয়ে যাবার কারণ বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছি। আমাদের দেশে পদ্মা নামে এক নদী আছে সেই নদীতে মাসের মধ্যে কত দ্বীপ তৈরী হয় আর তলিয়ে যায় তার হিসাব নাই। এটাও সেরূপই একটি দ্বীপ, চিন্তা করে কারণ নির্ণয়ের দরকার নাই।

তোমাদের দেশের পদ্মানদীতে কিরূপে দ্বীপ হয় আর ডুবে যায় গভর্ণেস জিজ্ঞাসা করলেন।

নরেন বলল "আমাদের দেশের পদ্মা কোথাও পাচশত আবার কোথাও ত্রিশ ফুটও গভীর হয়। অগভীর স্থানে বড় বড় গাছ আটকে যায় এবং তাই উপলক্ষ করে বালি জমতে থাকে। হঠাৎ দেখা গেল মস্ত বড় একটি বালির দ্বীপ (চড়া) হয়েছে। সেই দ্বীপে কেউ বসবাস করতে যায় না, কারণ সকলেই জানে যে কোন মুহুর্তে আটকে যাওয়া গাছটা সরে যাবে অমনি বালি কণা জলের সংগে মিশে যেয়ে দ্বীপের অস্তিত্ব লোপ করবে। এখানেও সেরূপ কিছু ঘটেছে। চারিটি ডিনামাইট ফাটার সংগে নীচের অস্তিত্ব নরে গেছে। দ্বীপ আপনা থেকে ক্রমাগত সরতে সরতে ডুবেছে। যখন আমরা অনেক দূরে তখন ডিনামাইট চার্জ করাতে শব্দ শুনতে পাওয়া যায়নি।

গভর্ণের বুঝলেন নরেনের সাধারণ জ্ঞান আছে যা সকলের মধ্যে খুব কমই থাকে। তিনি নরেনকে বললেন" নরেন তোমার সাধারণ জ্ঞান আছে যা' সকলের মধ্যে দেখা যায় না, এমন কি কেপ্‌টিন্ টমাসেরও নাই তিনি বোধ হয় দ্বীপ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ তথ্য লিখতে আরম্ভ করেছেন। কেপ্‌টিনের সংগে যখন দেখা হবে তখন তোমার কথিত তথ্য বলতে ভুলব না।

গভর্ণেসের প্রশংসায় নরেন একটুও শান্তি পেল না। ক্রমেই জুলিয়ার সংগে কথা বলার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠছিল। জুলিয়া কথা বলতে পারছিল না। সে কি কথা বলবে, প্রতিবাদী রূপে গভর্ণেস ছিলেন।

গভর্ণেস এদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বাইরে পাইচারী করার জন্য চলে গেলেন। নরেন এবং জুলিয়া মনানন্দে কথা বলতেছিল। নরেন দাঁড়িয়েছিল আর জুলিয়া সোফাতে হেলান দিয়ে কথা বলছিল। নরেন অনেক শুধরে নিয়েছিল। নারী দেখলেই পশু প্রবৃত্তি জাগত না, মাথা উঁচু করেই কথা বলতে পারত। জুলিয়া ইংরেজ কন্যা, ইংরেজ কন্যা এত সহজে নেমে আসে না। উভয়ের মধ্যে দ্বীপ সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। দ্বীপের গড়ন কি করে হয়েছিল এবং কেন তলিয়ে গেল? তলিয়ে যাবার সময় দ্বীপটা যথা স্থানেই তলিয়ে গিয়েছিল কি ক্রমান্বয়ে সরে যেয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল তাই নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছিল। অমনি সময় আসলেন কেপ্‌টিন্। কেপ্‌টিন্ টমাস এদের সমালোচনা কিছুটা শুনতে পেয়ে খুসী হয়েছিলো এবং কেবিনে প্রবেশ করেই নরেন্‌কে বল্‌লেন" শোন নরেন তোমার গবেষণা সম্বন্ধে কিছুটা শুনেছি, প্রশ্ন হ'ল তোমাদের বিবেক বুদ্ধি থাকা সত্বেও কেন তোমরা আমাদের অধীন সে সম্বন্ধে যদি বিশেষ কিছু বলতে পার তবে এই দুর্দিনে ও তোমাকে আমি সাহায্য করব।

নরেন বললে এসব হ'ল জারনীতি, রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই তবুও বলছি আপনারা আমাদের দেশ জয় করেন নি, আপনাদের ডেকে নিয়ে শাসন করার কাজ অর্পণ করা হয়েছিল এবং পরে যা হবার তাই হয়েছে। আমাদের সিপাই, আমাদের অস্ত্র এবং শুধু কাপ্তানী করার ভার ছিল আপনাদের উপর। সিপাই বিদ্রোহের সময়ও আমাদের

দেশের প্রায় সকলেই আপনাদের সাহায্য করেছিল নতুবা সেই সময়েই বৃটিশ রাজ লোপ হ'ত। এই ত আমরা ইতিহাসে পড়েছি।"

কেপ্‌টিন্‌ টমাস্‌ বুঝলেন নরেন ভারতের ইতিহাস জানে, ভূগোল ও শিখেছে, তাকে যদি অফিসার পদবী দেওয়া যায় তবে ঠিক মতই কাজ করতে পারবে। কেবিনে বসেই কেপ্‌টিন্‌ টমাস নরেনকে পঞ্চম ইন্‌জিনিয়ার পদবী দিয়ে দিলেন এবং আদেশ করলেন "নরেন যেন কাল সকাল থেকে পঞ্চম ইন্‌জিনিয়ারের পোষাকে আবৃত হয়ে তাঁর সংগে দেখা করে। পরের দিন নরেন কেপ্‌টিনের সংগে দেখা করতে গিয়েছিল। কেপ্‌টিন নিজের হাতে ইন্‌জিনিয়ার এর স্ট্রেপ পড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। মামুলী নাবিক থেকে অফিসার পদবী পেয়ে নরেন মনে করল" সে বিশেষ কিছু পায় নি, যখন ভারতের নাবিক স্বাধীন হয়ে নিজের দেশের তৈরী জাহাজে কাপ্তানী করবে সেদিন হবে প্রকৃত আনন্দ। স্বাধীনতার স্বাদ রামবৃজের অনুগ্রহে নরেন কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিল।

লক্ষ্যহীন তরণী

উদ্দীপনা থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ লক্ষ্য বস্তুতে না পৌঁছান যায়। কেপ্‌টিন্‌ টমাসের উদ্দীপনা ছিল ততদিন পর্য্যন্ত যতদিন জাহাজ লক্ষ্য বস্তু দ্বীপে না পৌঁছেছিল। দ্বীপে পৌঁছার পর কেপ্‌টিনের মনে দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল, তারপর যখন ধনরত্ন কিছুই পাওয়া যায় নি তখন আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বর্তমানে জাহাজের গতি নির্দেশের ভার ন্যস্ত হয়েছে চিফ্‌ অফিসারের উপর। তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়েছে পুর্তরীকো দ্বীপে পৌঁছা পর্য্যন্ত জাহাজের গতিপথ যেন পরিবর্তন না করা হয়। চিফ্‌ অফিসার ও আদেশ অনুযায়ী জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

নাবিকদের মধ্যে অনেকেই পুর্তরীকো দ্বীপের আম, আনারস, কমলালেবু, কলা, ওরেন্‌জ্‌ এবং অন্যান্য ট্রপিকেল ফল খাবার জন্য লালাইত হয়েছিল। একদিন কেপ্‌টিন্‌ টমাস নিজে এসে জুলিয়ার কছে পুর্তরিকো সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেলেন। অনেক কথার মধ্যে কলা এবং আমের কথাই বিশেষ করে বলেছিলেন। জুলিয়া কখনও আম খায় নি। আমের সংবাদ শুনে জুলিয়া নরেনকে ডেকে পাঠাল। নরেন আসল। সে আমের সম্বন্ধে কিছু জানে কি না জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল। নরেন জানিয়ে দিল এপ্রিল হতে মে মাস পর্যন্ত দুই বেলা সে আম খেয়েই পেট ভরত ভাতের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখত না। দ্বিতীয় কথা হ'ল পাকা আম যত ইচ্ছা খেতে পারা যায়, পেটের অসুখও করবে না অরুচিও হয় না, সেইজন্য ভারতবাসী আমকে ফলের রাজা বলে। নরেন আরও বলল "যদি ভাল চাউল পাওয়া যায় তবে পায়স এবং অন্যান্য ভারতীয় তরকারী রান্না করে অফিসার সমেত জুলিয়া এবং গভর্ণেসকে সে খাওয়াবে।

মানুষের মনে যখন অভাবের চিন্তা থাকেনা তখন আমোদ আহ্লাদের কথা প্রথম জেগে উঠে তারপর মনে হয় সুখাদ্যের কথা। সুখাদ্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। বিষুব রেখা অধ্যুসিত দেশগুলিতে অনেক রকমের মুখরোচক খাদ্য এবং ফল আছে, তার মধ্যে খেজুরকেও স্থান দেওয়া যেতে পারে। পুর্তরিকো দ্বীপে যদিও খেজুর পাওয়া যায় না তবুও খেজুরের গুড় দিয়ে মুখরোচক খাদ্য তৈরীর প্রথা এখনও দেখা যায়। যা' শুধু আরব দেশেই দেখতে পাওয়া যায় না অন্যান্য দেশেও প্রচলন রয়েছে।

একজন নাবিক পুর্তরীকো দ্বীপে অনেক বার গিয়েছিল এবং খেজুর গুড়ের সুখাদ্য খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল। সে গল্প করতেছিল "জাহাজ হতে নেমেই সে তার পরিচিত বান্ধবীর ঘরে যাবে এবং সেখানেই সপ্তাহ কাটিয়ে জাহাজে ফিরে আসবে। নরেন ধারনা করতে পারছিল না প্রিয় বান্ধবী মানে কি হতে পারে? পূর্বদেশের সভ্যতা অনুযায়ী পুরুষের বন্ধু থাকে বান্ধবী থাকে না।

কথা প্রসঙ্গে নরেন জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা জন্ যখন তুমি তোমার বান্ধবীদের বাড়ীতে যাও তখন কি করে সময় কাটে ?"

তোমাকে কি করে বোঝাব নরেন, তোমাদের দেশে অনেক বার গিয়েছি, কোথাও বান্ধবী যোগার করতে পারি নি। তোমাদের প্রথা মতে ছেলে বিয়ে করার পর বউ নিয়ে পিত্রালয়ে ফিরে যায়। স্পেনিশ প্রথামতে বিয়ে হবার পর পুত্র পিত্রালয়ে যায় না, গীর্জা হতে সোজা চলে যায় হয় নিজের ঘরে নয় ভাড়াটে ঘরে। পিত্রালয়ে যাবে কেন? তাতে পিতার সুখ হয় না বরং কষ্ট হয়। তোমরা তো বুঝবে না। মেয়েদের অবস্থাও ঠিক সেরূপ। মেয়েদের বিয়ে হলে তারাও বাবার বাড়ী অথবা শশুর বাড়ীতে না যেয়ে স্বামীকে নিয়ে নূতন ঘর করতে

পছন্দ করে। এটা হল প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মই মেনে চলি। এখন বান্ধবীর কথায় আসা যাক। এমন অনেক বিবাহিতা স্ত্রীলোক আছেন যাদের স্বামী হয় মরে গেছেন নয় বিদেশে যেয়ে আটকে গেছেন। সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকই বিদেশী পুরুষকে ঘরে স্থান দেন এবং কয়েক দিন আমোদ আহ্লাদ করে সময় কাটান্। এটাও প্রাকৃতিক নিয়ম। এই স্বাধীনতা হতেও তোমরা বঞ্চিত।

আমি যখন কোনও বন্দরে নামব তখন দেখতে পাবে কোথায় যাই। আমার বান্ধবী জাপানে ও আছেন জাপান গেলে আমার বান্ধবীর বাড়ীতে থাকি। বান্ধবীর স্বামী এবং কয়েকটি শিশুও আছে তাদের সঙ্গে দিনগুলি আমোদে কেটে যায়।

নরেন হাঁ করে জনের কথা শুনল বটে কিন্তু অনুধাবন করতে পারল না। নরেন বাঙ্গালী যুবক। কাষ্টইজম মাথায় বয়ে নিয়ে যেতে হয় উপরন্তু ভদ্র বাঙ্গালী পরিবারে পর্দা প্রথা বৃটিশ শাসনের মধ্যভাগে চরমে উঠেছিল। সে কি করে বিদেশের রীতি নীতি বুঝতে পারবে? বিদেশে সে দেখেছে কিন্তু বিদেশের অন্তস্থলে পৌছতে পারে নি। বাহিরের চাকচিক্য অনেক দেখেছে। চায়ের দোকানের খেলা অনেক খেলেছে কিন্তু এর পরে যা আছে সে তা দেখে নি, দেখবার সুযোগ পায় নি। এসব দেখতে হলে এবং জানতে হলে সাধারণ লোকের সংগে মিশতে হয়।

নরেনের ধারণা ছিল ইংলিশ জানলেই "সব জান্তা" হওয়া যায় কিন্তু যতই দক্ষিণ আটলাণ্টিকএর দিকে যাচ্ছিল ততই সে শুনছিল আটলান্টিকের পরিবর্তে "আত্লান্তিক" শব্দ। এদিকের লোক প্রায়ই জাহাজে আসত এবং সওদা বিক্রি করত। সবাই বলত স্পেনিশ শব্দের সংগে ভারতীয় শব্দের নিকট সম্বন্ধ। আমাদের দেশের লোক ইংলিশ শব্দ ঠিক ঠিক করে উচ্চারণ করার জন্য যেমন কসরত করে স্পেনিশরা

সেরূপ করে না। আটলান্টিক শব্দ হঠাৎ উচ্চারিত হতে আরম্ভ হ'ল আতলান্তিক রূপে। কেপ্‌টিন্‌ পর্য্যন্ত আটলান্টিকের পরিবর্তে আতলান্তিক উচ্চারণ করতেছিলেন।

পুর্তরিকো যদিও জাহাজের লক্ষ্যস্থল কিন্তু পানামার কাছে পৌছবার পূর্বেই সংখ্যাহীন দ্বীপের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল। দ্বীপের বাসিন্দা দুই রকমের লোক। এক রকমের লোক অনেকটা সাদা, অন্য রকমের লোক সবাই নিগ্রো। ভাষা এবং পেষা অনেকেরই এক। সাদা এবং কালো উভয় জাতের লোকই জাহাজে সওদা বিক্রয়ার্থ আসতেছিল। নাবিকের দল থেকে আরম্ভ করে জুলিয়া এবং তার গভর্ণেস্‌ সওদা কিন্‌ছিলেন। নূতন দ্বীপমালার মধ্যে নরেণ এসে বুঝল বাস্তবিকই সে এক নূতন সভ্যতার পরিবেশের মধ্যে এসেছে। হাবাণা বন্দরে জাহাজ ভিরানো হ'ল। জুলিয়া জাহাজ হতে নামল না, নরেণ জনের সংগে নামল।

জন্‌ নরেণকে তার বান্ধবীর বাড়ীর দিকে নিয়ে চল্‌ল। যেখানে বৃটিশ অফিসারেরা বাস করে সেদিকে জন্‌ গেল না। সে চল্‌ল সহরের বাহির অঞ্চলে। হাবাণার অবস্থিতি অনেকটা চট্টগ্রামের মত। সমুদ্রতীর সমতল তারপরই এক লহর পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলি কাঠের। কোনোটা দুতলা। এক তালা ঘরের সংখ্যাই বেশি। খিড়কী দরজায় সব ঘরেই কাচ বসানো। নরেন বুঝল এদিকের ছেলে মেয়েরা ঢিল ছুড়তেও চিন্তা করে। হাবাণা ফলের জন্য বিখ্যাত কিন্তু কোথাও কলার খোসা অথবা কলার পাতা পথের ঔপর দেখতে না পেয়ে নরেণ ভাবল এখানকার নিগ্রোগুলো বড়ই সভ্য মনে হচ্ছে। কলার খোসা কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

টেক্‌সিতে এরা যাচ্ছিল। কতক্ষণ পর একটি দরজার কাছে

টেক্‌সি থামল। টেক্‌সি হতে নেমে দরজাতে টোকা দেবা মাত্র এক জন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন—"কাকে চাই ?"

জন পরিষ্কার ভাষায় বলল "মিসেস মেরিয়া আমার বান্ধবী, তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছি।

মিসেস্ মেরিয়া ঘরে ছিলেন। নিজের নাম শোনা মাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জন্‌কে দেখতে পেয়ে তার হাত ধরলেন এবং বল্‌লেন "জন এত বৎসর তুমি কোথায় ছিলে। ভেতরে এস, ইনি হলেন আমার স্বামী সিনিয়র গাস্‌পার্। জন্ গাস্‌পারের সংঙ্গে করমর্দন করল এবং স্পেনিশ ভাষায় গাস্‌পারকে কি বল্‌ল। গাসপার নরেণের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লেন "আসুন সিনিয়র নরেন্, আপনাকে পেয়ে সুখী হলাম, আজ আপনি আমার অতিথি, সিনিয়র জন্ হলেন আমার স্ত্রীর বন্ধু তাঁর যাওয়া আসা আমার স্ত্রীর আদেশের উপর নির্ভর করে।"

নরেণ ত অবাক হল। একি দেখছি, স্ত্রীর বন্ধু ? এরা হল স্পেনিশ আর জন্ হল ইংলিশ। জন্ তার বান্ধবীর ঘর কোথায় অবস্থিত জানে, পূর্বে নিশ্চয়ই এসেছিল, হয়ত থেকেছিল, তখন মেরিয়ার স্বামী ঘরে ছিল না। স্বামীর অবর্তমানে পরপুরুষকে ঘরে স্থান দেওয়া কত ঘৃণার কাজ ধারণা ও করা যায় না। এরা কি রকমের লোক ? দেখা যাক কি হয়। ঘরে প্রবেশ করেই জন্ গায়ের কোট খুলে রেখে দিয়ে বললে "সিনিয়র গাসপার আপনার ঘরে দু'বার এসেছি, এক বারও আপনার দেখা পাই নি। আপনার স্ত্রীর ব্যবহারে আমি তৃপ্ত হয়েই বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলাম, এখন বলুন আপনি কেমন আছেন ? প্রশ্নের উত্তর পাবার পূর্বেই আবার স্পেনিশ ভাষায় কথা আরম্ভ হল। সিনিয়র গাস্‌পার গম্ভীর হয়ে বললেন "এদের এসব কথা বোঝানো সম্ভব নয়। সবচেয়ে ভাল হবে যদি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি কোনও "কাবেরে" নাচ ঘরে

সারারাত কাটিয়ে আসেন এবং সিনিয়র নরেণকে ও সঙ্গে নিয়ে যান। সিনিয়র নরেন বুঝতে পারবেন আমাদের নারী ঠুনকা পদার্থ নন্, তাঁরা স্বাধীন এবং সংযত।

মেরিয়া রান্না আরম্ভ করে দিল। যেতে হবে নাচ ঘরে, অনেক বৎসর পর পুরাণো বন্ধুর সংঙ্গে দেখা হয়েছে। নাচ ঘরেই জনের সংঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। রান্না হয়ে গেলে ভোজন। চার জনে ভোজন করে বিশ্রাম করতে বসলেন। পুরুষেরা সকলেই নাবিক। কত দেশের কথা হল, কত বন্দরের কথা হল, তারপর তিন জনে ঘরের বাহির হলেন। মেরিয়ার স্বামী ঘরেই থাকলেন। উপন্যাসে তাঁর ঝোক, তিনি উপন্যাস নিয়ে বসলেন।

পথে এসে নরেন ভাবলে, পরস্ত্রী নিয়ে আবার কোথায় চল্‌ল? যখন নাচ ঘরে প্রবেশ করা হচ্ছিল তখনও নরেন বুঝতে পারে নি সে কোথায় এসেছে। নাচ ঘরে পৌছে বুঝল এটা নাচ ঘর। ভেতরটা সুন্দর বৈদ্যুতিক আলোতে উদ্ভাসিত। বসামাত্র বয় বিয়ার নিয়ে এল। বিয়ার খেল না নরেন। মেরিয়া এবং জন্ উভয়ে এক গ্লাস করে বিয়ার খেল। বোধ হয় নরেন পুরুষ নয় সেইজন্যই বিয়ার খায় নি। নরেনের অফিসারের পোষাক দেখে অনেক যুবতী তার সঙ্গে নাচতে চেয়েছিল কিন্তু সে কোনদিন নাচে নি, নাচবে কি করে? অবশেষে জন তাকে নাচ শিখিয়ে দিল। নরেন এক যুবতীর সংগে নাচতে আরম্ভ করল। নাচ শেষ হয়ে গেলে নরেন বুঝল এতে কামনার নাম গন্ধও নাই। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশ ঝাকানী খায়। নারীর সংগে নরের যে সম্বন্ধ তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নারীও যেমন নরের নৈকট্য বুঝে নরও তেমনি বুঝতে পারে।

তারপর বিয়ার। নরেণ বিয়ার খেল কিন্তু নেশা হল না। নরেনের

ধারনা ছিল বিয়ার খেলেই নেশা হয় বকাবকি করতে হয়। বিয়ার খেয়ে সেরূপ কিছু মনে করল না। নরেন আবার নাচতে উঠল। একটি যুবতী তাকে কেড়ে নিয়ে নাচতে ছুটল। নাচ আরম্ভ হলে নরেনকে যুবতী কি কি বল্‌ল কিন্তু সে বুঝল না কিছুই। যুবতী স্পেনিশ ভাষায় কথা বলছিল। নরেন শুধু হাসল। নাচ শেষ করে নরেন একটা সোফাতে বসেছিল এবং ভাবছিল কই এদের সতীত্ব নষ্ট হয় না কেন? নরেন যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন রামবৃজ তারই পাশে বসল এবং নরেনের ঘাড়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কেমন মনে হচ্ছে নরেন?"

নরেন চমকে উঠল। সে ধারনা করতে পারে নি এখানে রামবৃজ আসবে। রামবৃজ বল্‌লে এটাই খাটি ধর্ম নরেন, আমাদের দেশের নারীকে আমরা পিঞ্জরাবদ্ধ করে রেখেছি, যদি আরও দেশ ভ্রমণ কর, আরও লোকের সংগে মেলামিশা কর তবে সুখী হবে। যাও নৃত্য কর আমিও নাচব। আমার যৌবন নাই আছে সংযম, যা' আয়ত্ব করেছি বিদেশে। নারীর সঙ্গে যত মিশবে ততই সংযম এসে যাবে। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে ইষ্ট ইন্‌ডিজ দ্বীপগুলিতে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাব।

বেন্‌ড বেজে উঠল, বেন্‌ডের তালে তালে প্রত্যেক পুরুষ একজন করে নারীর সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করেদিল। দুনিয়াতে যত আনন্দ বোধহয় এই নাচ ঘরে একত্রিত হয়েছিল। নাচের শেষে কেউ বিয়ার খেল কেউ খেল না। বেশি বিয়ার খেলে অনেক সময় নেশা হয় কিন্তু সকলেরই ভরা পেট, নেশা হবার উপায় ছিল না।

নাচ ঘরের এক পাশে এক দল বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা বসেছিলেন। তারা সকলেই কাফি খাচ্ছিলেন। বিয়ার তাদের পক্ষে ক্ষতিকর সেজন্য তাঁরা বিয়ার খাচ্ছিলেন না। কিন্তু নাচের আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

রাত বারোটা বাজতেই এক দল লোক চলে গেল। যারা থাকল তাদের অনেকেই নাচ ঘরে রাত কাটাতে ইচ্ছা করছিল। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা সকলে রাত একটার সময় চলে গেলেন। আবার আরম্ভ হল পূর্ণ উদ্যমে নাচ। এবার নরেন রণে ভঙ্গ দিল, সে বসে পড়ল কারণ তার পায়ে তত শক্তি ছিল না। প্রকাশ্যেই নরেন বল্‌ল আজই সে প্রথম নাচতে এসেছে এবং যতটুকু নাচতে পেরেছে তা বোধহয় মন্দ হয় নি, আগামী কল্য সে আসবে এবং পারলে নাচবে সারারাত। বাধ্যহয়ে জন্‌ এবং রামবৃজ নাচ বন্ধ করল। টেক্‌সি করে মেরিয়াকে তার ঘরে পৌছে দিয়ে তিন জনে যখন জাহাজের দিকে যাচ্ছিল তখন নরেনকে জন্‌ বল্‌লে "এখন কিছু বুঝতে পেরেছ নরেন্‌?"

অনেক বুঝেছি, আমাদের কৃষ্টি কিন্তু এরূপ চিন্তায় এবং কাজে বাধা দেয়। কেন বাঁধা দেয় অনেকটা বুঝতে পেরেছি, যত মেলামেশা ততই মেঘমুক্ত রবির মত উজ্জল আলো ফুটে উঠে। যত কম মেলামিশা ততই অন্ধকারের, মধ্যে হাতড়িয়ে পথ দেখা। আর কিছু শুনতে চাও জন্‌?

জন্‌ বললে সুখী হলাম নরেন, এত সহজে তুমি আমাদের চিনতে পারবে ধারণা করতে পারি নি। এখন তোমার কর্তব্য হবে—তোমরা কেন এমন হলে তাই জেনে নেওয়া যদি তুমি আমার বান্ধবীর বাড়ীতে যাও তবে আমার বান্ধবীর স্বামী এ বিষয়ে তোমার সংগে সমালোচনা করতে একটুও চিন্তা করবেন না, অনর্গল বলে যাবেন ইতিহাসের ধারা।

রামবৃজ বললে "আগামী কাল তাই করা যাক, বেশ করে ভোজন করা যাবে এবং ভোজনের উপকরণ আমরাই নিয়ে যাব। মিঃ জন্‌ তুমি যদি পূর্বেই তোমার বান্ধবীকে জানিয়ে দাও তবে বেশ ভাল হবে।"

জন্‌ রাজি হল এবং কথা অনুযায়ী পরের দিন কাজও করল। বিকালের দিকে তিনজনে প্রচুর খাদ্য নিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন নরেন

বলছিল "আমাদের দেশেও পাহাড় আছে. আমরা পাহাড়ে বাস করি না, থাকি সমতল ভূমিতে আর এরা থাকে পাহাড়ের গায়ে ছোট ঘর করে। এদের বৈশিষ্ট হল এরা থাকে দূরে দূরে কিন্তু মিলিত হয় প্রত্যহ ."

টেক্‌সি যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছিল তখন বাস্তবিকই এক সুন্দর দৃশ্য সকলের সামনে ভেসে উঠছিল। নরেন এবং রামবৃক্ষ সেই দৃশ্য উপভোগ করছিল। তিন জন গাড়ি হতে নেমে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মেরিয়ার দ্বারে মৃদু আঘাত করল। মেরিয়ার স্বামী দরজা খুলে দিয়ে বল্‌লেন "মেরিয়া কাফি কিন্‌তে গেছে, কাফি ছিল না, কাফি না হলে আপনারা সুখী হতে পারবেন না।

ঘরে ঢুকেই নরেন দেখল ঘরটার বেশ পরিবর্তন করা হয়েছে। ভেতরের ঘরে চারটা বিছানা আর বাইরের ঘরটাতে এক খানা বিছানা রয়েছে। এর মানে আজ এখানেই তাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা যখন কারো বাড়ীতে যাই তখন কমফর্ট বলে যা বোঝায় তার নাম গন্ধও পাই না, কিন্তু এই ছোট ঘরে কমফর্ট সবাই পাচ্ছিল। চেয়ারে বসলেই আরাম, বিছানাতে শরীর বিছিয়ে দেবামাত্র ইচ্ছা হয় শুয়ে থাকতে। জীবন হ'ল আরামের, কারো বাড়ীতে যেয়ে যদি আরাম না পাওয়া যায় তবে সেখানে যেয়ে কি লাভ ?

কতক্ষণ পর মেরিয়া বাজার নিয়ে এল। তার স্বামী উনুনে আগুন জ্বালিয়েছিলন। কাফির জল ফুটছিল। মেরিয়া ঘরে প্রবেশ করেই এক মুঠা কাফি ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে মগটা নামিয়ে রাখল। রান্না ঘরে সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। রান্না ঘরও দেখার মত যায়গা। সেখানেও আরাম। অন্নের মধ্যেও আরাম সেই আরাম আমরা কল্পনাও করতে পারিনা।

কাফি হয়ে যাবার পর রুটি-মাখন এবং কাফি প্রত্যেককে দেওয়া

হ'ল। কাফির সংগে প্রচুর মাখন না খেলে রক্ত শুকিয়ে যায় সেই কথা কে না জানে? কাফির পরই আরম্ভ হ'ল আলোচনা। আলোচনা বিষয়বস্তু ভারতীয় সংস্কৃতি। ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আলোচনার আরম্ভ এবং শেষ হয়েছিল। নরেন কল্পনাও করতে পারে নি, যাদের সে অশিক্ষিত মনে করত তাদের এক জনের মত শিক্ষিত তার গ্রামে কেউ ছিলেন না। নরেন নাবিক জীবনের সার্থকতা বেশ ভাল করেই অনুভব করল। খালাসী আর নাবিকে কত প্রভেদ আজ সে বুঝল।

আজ নাচ ঘরে অনেক লোক। বন্দরে অনেক জাহাজ এসেছে। বিভিন্ন দেশের নাবিকের সমাবেশ হয়েছে। সকলেই নাচছে। নরেনও নাচ্ছে। আজ "কাবেরে" ঘরটা বেশ ভাল মনে হচ্ছিল। শুধু মাঝে মাঝে যখন নাচের তাল কেটে যাচ্ছিল তখন সে মহা ফেসাদ হচ্ছিল। নাচের সময় যাদের তাল কাটে তাদের মন কলুসিত হয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু নরেন নাচে অভ্যস্ত না থাকাতে তাল কেটে যাচ্ছিল, নরেনের মন কলুষিত ছিল না। সে শুধু মেরিয়ার সংঙ্গে নাচতে সক্ষম হচ্ছিল। অন্য নারীর সঙ্গে নাচবার সময় যদি তাল কেটে যায় তবেই বিপদ এবং সেই ভয়েই অন্য নারীর সংগে নাচতে সাহস করছিল না।

মেরিয়াই নরেনকে বুঝিয়ে দিয়েছিল স্ত্রী পুরুষে নৃত্য করা অতীব পবিত্র কিন্তু সেই পবিত্রতা অনেক পুরুষ নষ্ট করতে চায়। যারা নৃত্য পবিত্রতা নষ্ট করে তারাই হল অসামাজিক। অসামাজিকের স্থান সভ্য সমাজে নাই।

নাচ যখন পূর্ণ উদ্যমে চলছিল তখন এলার্ম ঘড়ি হঠাৎ বেজে উঠল। এর মানে বিপদ। নাচ ঘরের বাইরে সংবাদ পত্র বিক্রি হচ্ছিল।

গভীর রাত্রে শুধু গুরুত্ব পূর্ণ সংবাদ বের হয়। অনেকগুলি সংবাদ পত্র নিয়ে এক দল (ছোকরা কারো বয়স সতের হয় নি) নাচ ঘরে প্রবেশ করল। সকলেই সংবাদ পত্র কিন্‌ল। নরেন যে সংবাদ পত্র কিনেছিল তার নাম "এক্সপ্রেস" তাতে নাবিকদের সংবাদ থাকে। নাবিক সংবাদের পাতা খুলে নরেন দেখল এস্ এস্ "জুলিয়া" সরকার রিকিউজিসন্ করেছেন এবং সেই সঙ্গে আরও বড় বড় জাহাজ।

নরেনের প্রমশন হয়েছিল। সে এখন অফিসার। অফিসার হবার যোগ্যতা তার ছিল না, ছিল জুলিয়ার করুণা এবং অভ্যন্তরের আকর্ষণ। নরেন ঠিক করল অফিসার হবার যতগুণ থাকা দরকার সে ফেরার পথেই আয়ত্ব করবে।

নাচ ভেঙ্গে গেল। সকলেই যে যার ঘরে চলে গেল। জন্, নরেন এবং রামবৃক্ষ মেরিয়াকে তার ঘরে পৌছে দিয়ে বল্‌লে "যদি যুদ্ধ বাঁধে বাধুক আমরা তোমার কথা ভুলব না। সুযোগ পেলেই আসব—বিদায়।

কেপ্‌টিন্ টমাসের আশা পূর্ণ হয় নি, জুলিয়া দেখতে চেয়েছিল নারী এবং পুরুষের প্রার্থক্য কোথায়? নারী এবং পুরুষের প্রার্থক্য জুলিয়া ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। নরেন বুঝতে পেরেছিল জাতীয় দৈন্যতা কোথায়। রামবৃক্ষের বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। যেদিন এস্ এস্ "জুলিয়া" লিভারপুলে ফিরে এসেছিল সেদিন রামবৃক্ষ নরেনকে বলেছিল "কাষ্টইজম কত মারাত্মক এবার বোধহ বুঝকে পেরেছ নরেন?"

নরেন মাথা নত করেছিল এবং বলছিল শিক্ষা হলেই হয় না রামবৃক্ষ যা' শিখেছি তাকে যদি কাজে ব্যবহার করতে পারি তবেই হবে শিক্ষার সার্থকতা।

রামবৃক্ষ বল্‌ল "আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে।"

সমাপ্ত

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ভ্রমণ গ্রন্থাবলী

মালয়েশিয়া ভ্রমণ	১ম	সংস্করণ	৩৸০
সর্ব্বস্বাধীন শ্যাম	১ম	”	২৷৷০
ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর	১ম	”	২৷৷০
মরণ বিজয়ী চীন	৩য়	”	৬৲
লাল চীন	৩য়	”	৫৲
কোরিয়া ভ্রমণ	৩য়	”	১৲
জুজুৎসু জাপান	১ম	”	৩৲
প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি	২য়	”	১৷৷০
আফগানিস্থান ভ্রমণ	৩য়	সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)	৫৲
বেদুইনের দেশে	২য়	”	১৷৷০
তরুণ তুর্কী	৪র্থ	”	২৲
বিদ্রোহী বলকান	১ম	”	৩৷০
ব্রহ্মদেশে ছয় মাস	১ম		২৲
ভবঘুরের বিলাত যাত্রা	২য়	”	১৷৷০
ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ	১ম	”	৩৲
জার্মানী এবং মধ্য ইউরোপ ভ্রমণ	১ম	সংস্করণ	৩৷০
পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ	১ম	”	২৲
ভয়ংকর আফ্রিকা	২য়	”	২৷৷০
অন্ধকারের আফ্রিকা	১ম	”	২৷৷০
নিগ্রো জাতির নূতন জীবন	১ম	”	২৷৷০
দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা	১ম	”	৫৸০

গল্প

আজকের আমেরিকা	৪র্থ	”	৩৲
মাউ মাউএর দেশে		১ম	১৸০
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি	২য়	”	১৷০
ভবঘুরের ভিন্‌দেশী বন্ধু	১ম	”	১৷০

উপন্যাস

হলিউডের আত্মকথা	২য়	সংস্করণ	৩৲
আমেরিকার নিগ্রো	১ম	”	২৲
সাগর পারের ওপারে	১ম	”	২৸০